NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ এসআইআর: ২৬ লক্ষ নামের সঙ্গে মিল নেই পুরনো নথির!

ফের সুজিত বসুর পুত্রকে তলব ইডির ৩

কলকাতা ২৮ নভেম্বর ২০২৫ ১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ১৬৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 28.11.2025, Vol.19, Issue No. 167, 8 Pages, Price 3.00

একযোগে একঝাঁক আইপিএসের রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার সন্ধ্যায় প্রকাশিত নির্দেশিকায় একসঙ্গে ১৭৫ জন পুলিশ আধিকারিককে বদলি করা হয়েছিল। তার পরের দিন, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, রাজ্যের ১০টি জেলায় বড়সড় রদবদল ঘটাল সরকার। ২১ জনের এই তালিকায় রয়েছেন বৈভব তিওয়ারি। যাঁকে বাঁকুড়া থেকে পুরুলিয়ায় বদলি করা হয়েছে। এর পাশাপাশি অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুরুলিয়া থেকে মালদহে, প্রদীপ কুমার যাদবকে মালদহ থেকে উত্তর দিনাজপুর (ট্রাফিক)-এ, রঘুবংশীকে আলিপুরদুয়ার থেকে জলপাইগুড়িতে, উমেশ জ্ঞানপথকে জলপাইগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ারে, সানা আখতারকে রায়গঞ্জ পিডি থেকে আসানসোল দুর্গাপুরে, শোনাওয়ানে কুলদীপ সুরেশকে এসএসআইবি ডব্লিইবি থেকে রায়গঞ্জে, সৌম্যদীপ ভট্টাচার্যকে পূর্ব মেদিনীপুর থেকে বাঁকুড়ায়, মানব সিংহকে ডিসি নিউটাউন থেকে এসপি ঝাড়গ্রামে, পলাশ চন্দ্র ঢালিকে বারুইপুর থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরে, শুভেন্দ্র কুমারকে (অ্যাড এসপি) পূর্ব মেদিনীপুর থেকে এসপি বারুইপুরে, অরিজিৎ সিন্হাকে ঝাড়গ্রাম থেকে ডিআইজি মেদিনীপুর রেঞ্জের দায়িত্বে নিয়ে

যাওয়া হয়েছে। তবেপূর্ব মেদিনীপুর জেলার নতুন এসপি কে হবেন তা এখনও ঘোষণা হয়নি। স্বরাষ্ট্র দপ্তর সূত্রে খবর, প্রশাসনিক কাজকর্ম আরও দ্রুত ও কার্যকর করতে এই রদবদল।

এদিকে, রাজ্য পুলিশে ব্যাপক রদবদলে ১৭৫ জন পুলিশকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। সেই তালিকায় রয়েছেন বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদারও। তাঁকে পাঠানো হয়েছে জলপাইগুড়িতে। সেখানকার ডিআইবির ইন্সপেক্টর পদে পাঠানো হয়েছে তাঁকে। এই লিটনকেই ফোন করে গালিগালাজ করার অভিযোগ উঠেছিল বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে। লিটন হালদার বোলপুরের আইসি হিসাবে কর্মরত ছিলেন। কিন্তু তাঁর জায়গায় বোলপুর থানার দায়িত্ব কে পাচ্ছেন তা জানা যায়নি। বুধবার রাতে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয় রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে। যেখানে দেখা যায় লিটন ছাড়াও আরও একাধিক থানার আধিকারিকদের বদল করা হয়েছে।

দৃষ্টিহীন মহিলাদের প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটারদের সঙ্গে বৃহস্পতিবার দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁদের সংবর্ধনা দেন। ক্রিকেটারদের নিজের হাতে লাড্ডুও খাওয়ান তিনি।

'এসআইআর হওয়া প্রয়োজন ন্যায়সঙ্গত'

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর: এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে বৃহস্পতিবার আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী কপিল সিব্বল এবং আইনজীবী অভিষেক মনুসিংভি। প্রধান বিচারপতি স্মরণ করিয়ে দেন, এসআইআর প্রক্রিয়া ন্যায়সঙ্গত হওয়া প্রয়োজন। কমিশনের নীতিগুলিকে স্বাধীনভাবে ব্যাখ্যাও করতে চায় আদালত। আগামী মঙ্গলবার ফের এই মামলার শুনানি রয়েছে।

পর পর দু'দিন এসআইআর সংক্রান্ত মামলা শুনল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ। তাঁর সঙ্গে বেঞ্চে ছিলেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী। বৃহস্পতিবার ফের এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আইনজীবী কপিল সিব্বল এবং আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, এই প্রক্রিয়াটি ভোটার তালিকার সাধারণ আপডেট নয়। এটি বিশেষ (নিবিড়) সংশোধন প্রক্রিয়া। সে ক্ষেত্রে এই সংশোধনের প্রক্রিয়াটি ন্যায়সঙ্গত হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছে সুপ্রিম কোর্ট।

প্রধান বিচারপতি কান্তের মন্তব্য, এটি ভোটার তালিকার কোনও রুটিন আপডেট চলছে না। তবে যদি কোনও বিশেষ সংশোধন করা হয়, তবে প্রক্রিয়াটি ন্যায়সঙ্গত হওয়া প্রয়োজন। যেটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়া, কমিশন সেটিই করবে।

সিব্বলের সওয়াল, বিদেশি

নাগরিক আইন (ফরেনার্স অ্যাক্ট) অনুসারে প্রমাণ করার দায়িত্ব থাকে বিদেশিদের উপর। তা হলে কোন ক্ষমতাবলে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। যদি কারও বাবার নাম ভোটার তালিকায় না থাকে, তা হলে এই দায়িত্ব কেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর পড়বে?

প্রধান বিচারপতি জানান, তাঁরা কমিশনের কাজের নীতিগুলিকে স্বাধীন ভাবে ব্যাখ্যা করতে চান। বৃহস্পতিবারের শুনানি পর্বে বিএলও-দের প্রসঙ্গে ফের সওয়াল করেন সিব্বল। তাঁর সওয়াল, কারও মানসিক অবস্থা খারাপ কি না, তা বিএলও কী ভাবে স্থির করবেন! একইসঙ্গে স্কুলশিক্ষকদের বিএলও হিসাবে নিযুক্ত করা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

আইনজীবী সিংভি আদালতে জানান, যদিও ছবি যাচাই করা হত, বা এমন কিছু করা হত, তা হলে কোনও আপত্তি ছিল না। কিন্তু এখন যা করা হচ্ছে, তাতে তো কেউ নাগরিক কি না, সেটা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে বলে আদালতে সওয়াল করেন তিনি।

হরিয়ানার আইনজীবী ধৃত পাকে তথ্যপাচারে

চণ্ডীগড়, ২৭ নভেম্বর: পহেলগাঁও কাণ্ডের পর থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গুপ্তচর ধরা পড়ছে। এবার হরিয়ানায় পেশায় এক আইনজীবীকে পাকড়াও করল পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর হয়ে কাজ করতেন তিনি।

পেশায় আইনজীবী। তবে কাজ করতেন পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর হয়ে। এমনটাই সন্দেহ তদন্তকারীদের। সেই অভিযোগেই বুধবার হরিয়ানার নুহ্ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে রিজওয়ান নামে এক তরুণকে। কেন্দ্রীয় এক গোয়েন্দা সংস্থার থেকে ওই আইনজীবীর বিষয়ে নির্দিষ্ট তথ্য পায় হরিয়ানা পুলিশ। সেই সূত্র ধরেই পাকড়াও করা হয় রিজওয়ানকে।

রিজওয়ানের হোয়াট্সঅ্যাপের কথোপকথন, ফোনালাপ এবং অন্য বেশ কিছু ডিজিটাল নথি ইতিমধ্যে তদন্তকারীদের হাতে এসেছে। তাতে ওই আইনজীবীর সঙ্গে পাক গুপ্তচর সংস্থার যোগাযোগের বিষয়ে সন্দেহ আরও প্রকট হয়েছে। বেশ কিছু সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনও ইতিমধ্যে তদন্তকারীদের নজরে এসেছে।

চলতি সপ্তাহের শুরুতে রিজওয়ানের খোঁজে নুহ্ শহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে খরখড়ি গ্রামে হানা দেন তদন্তকারীরা। এই গ্রামেই বাড়ি ওই আইনজীবীর। সোমবারই তাঁকে আটক করা হয়।

সুকান্তকে 'গো ব্যাক'

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'আহত' বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবারে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। সেখানে একদল লোককে দেখা যায় সুকান্তের গাড়ি ঘিরে 'গো ব্যাক' স্লোগান দিচ্ছেন। উঠেছে রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষের নামে জিন্দাবাদ ধ্বনিও। যদিও এই বিক্ষোভকে তৃণমূলের 'সাজানো' বলে দুপুরেই অভিযোগ করেছিলেন সুকান্ত। সন্ধ্যায় পাল্টা একটি অডিয়ো ক্লিপ প্রকাশ্যে এনে তৃণমূল দাবি করল, সুকান্তই নিজের মুখে বলেছেন, বিক্ষোভকারীরা সবাই ববির লোক। গত লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবারে তৃণমূলের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী ছিলেন অভিজিৎ দাস। তাঁরই ডাক নাম ববি। একটি অডিয়ো ক্লিপ প্রকাশ্যে এনে তৃণমূল দাবি করেছে, সুকান্ত মুখ ফস্কে সত্যিটা বলে ফেলেছেন।

সুপ্রিম কোর্টের এসএসসি নির্দেশে

দাগিদের তালিকা প্রকাশ কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইন্টারভিউয়ে ডাক পাওয়া চাকরিপ্রার্থীদের তালিকায় দাগিদের নাম জড়িয়ে যেতেই জল গড়িয়েছিল শীর্ষ আদালতে। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল কোনওভাবেই কোনও দাগিকে নিয়োগ প্রক্রিয়া রাখা যাবে না। জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। সেখানেও মুখ পোড়ে রাজ্যের। এসএসসি-কে সতর্ক করে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, কোনও অজুহাতেই যেন কোনও দাগি চাকরিপ্রার্থী নিয়োগ প্রক্রিয়া না ঢুকতে পারে তা দেখতে হবে। বিশেষভাবে সক্ষম হলেও দাগিরা কোনওভাবেই চাকরির সুযোগ পাবেন না। তখনই বলা হয় এসএসসি-কে সবিস্তারে দাগিদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে।

এরইমধ্যে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করতে দেখা যায় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে। সাংবাদিক বৈঠক থেকে তিনি বলেন, বলেন, 'সুপ্রিম কোর্ট এসএসসি-কে বলেছে কোনও দাগি প্রার্থীকে রাখা যাবে না। দাগিদের পূর্ণাঙ্গ লিস্ট বের করতেও বলেছে। বৃহস্পতিবারই এসএসসি দাগিদের পূর্ণাঙ্গ লিস্ট বের করে দেবে। আদালত যা নির্দেশ দিয়েছে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছে এসএসসি। আমাদের কাজ কমিশন যাতে নির্বিঘ্নে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে, সেটা নিশ্চিত করা। যদি সেটা কোনওভাবে না হয় তাহলে এসএসসি আইনি প্রক্রিয়া মেনে এগোবে।' পাশাপাশি বিরোধীদের নিশানা করে ব্রাত্য আরও বলেন, বিরোধী হিসেবে দলগুলি চাইবেই, চেষ্টা করবেই যাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার নিয়োগ করতে না পারে। সেটা তাদের কাজ। আমাদের কাজ নিয়োগ করা। আমরা সেটা স্বচ্ছতার সঙ্গেই করব। আমি মনে করি না যে বিচারক ভেদে কোর্ট ভেদে আইন বা বিচার বদলায়।'

এরপই এদিন এই তালিকা সামনে নিয়ে আসে স্কুল সার্ভিস কমিশন। তালিকায় দাগি প্রার্থীর রোল নম্বরের সঙ্গে রয়েছে অভিভাবকের নাম, জন্ম তারিখ ও তাঁর সংশ্লিষ্ট বিষয়। ৫৪ পাতার এই তালিকায় রয়েছে ১৮০৬ জনের নাম। রয়েছে প্রার্থীর নাম, রোল নম্বর, বিষয়, বাবার নাম আর প্রার্থীর জন্ম সালও।

সব ওএমআর শিটই প্রকাশ করার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৫ সালের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার সব ওএমআর শিট প্রকাশের নির্দেশ বিচারপতি অমৃতা সিন্হার। আগামী ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে ওয়েবসাইটে তা আপলোডের নির্দেশ দিয়েছেন এসএসসিকে। পাশাপাশি ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্যানেলের মেয়াদ উত্তীর্ণর পর যাঁরা নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন তাঁদের তালিকাও তলব করেন বিচারপতি। আদালতের কাছে এই তালিকা পেশের জন্য একটি ডেডলাইনও বৃহস্পতিবার বেঁধে দেন বিচারপতি। হাইকোর্ট সূত্রে খবর, আগামী ১০ই ডিসেম্বরের মধ্যে এই মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেলের নিযুক্ত প্রার্থীদের তালিকা আদালতে পেশ করতে হবে কমিশনকে।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বাতিল হয়েছিল ২০১৬ সালের সম্পূর্ণ নিয়োগ প্যানেল। নতুন করে পরীক্ষা হয়েছে। ফলপ্রকাশও হয়েছে। তার পরই জুড়ে গিয়েছে বিতর্ক। 'আদি-নব্য' চাকরিপ্রার্থীদের দ্বন্দ্ব ঘিরে ধরেছে রাজ্যের স্কুল সার্ভিস কমিশনকে। এই আবহেই হাইকোর্টের নির্দেশ কমিশনের জন্য 'আরও চাপের আবহ' তৈরি করতে পারে বলেই মত একাংশের। পাশাপাশি, এই মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেলের তালিকায় থাকা কোনও চাকরিপ্রার্থী যদি বর্তমানের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন, তা হলে তাঁর বা তাঁদের ভাগ্য নির্ভর করবে এই মামলার ভবিষ্যতের উপরেই। এরপরই প্রশ্ন উঠছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো ৩১ ডিসেম্বর মধ্যে প্রক্রিয়া শেষ হবে কি না তা নিয়ে।

এদিকে বুধবারই সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয় এসএসসি সংক্রান্ত সব মামলা শুনবে কলকাতা হাইকোর্ট। এরপরই বৃহস্পতিবার মামলা ওঠে হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিন্হার এজলাসে। সেখানে, বিচারপতি নির্দেশ দেন ২০২৫ সালের নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার সব ওএমআর শিট প্রকাশ করতে হবে। এসএসসির আইনজীবীকে তিনি প্রশ্ন করেন, 'আপনারা ওএমআর আপলোড করেননি কেন? সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নিয়োগ হচ্ছে। প্রথম দিন থেকে স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করা উচিত। নাহলে পরে আবার অনিয়মের অভিযোগ উঠবে।'

এদিকে এসএসসি সংক্রান্ত আরও একটি মামলার শুনানি জন্য বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকেন এক আইনজীবী। তিনি আদালতে জানান, আগামী ১৮ নভেম্বর থেকে একাদশ-দ্বাদশের নথি যাচাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু হবে। ফলে আগামীকাল শুক্রবারই যেন অন্য মামলাটির শুনানি হয়। সেই সময় বিচারপতি এ প্রশ্নও করেন, 'পরীক্ষার কি হবে কেউ জানে না, আর আপনি নথি যাচাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। নথি যাচাই নিয়ে এত ব্যস্ততা কীসের?' এমনও এক তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য এদিন করতে শোনা যায় বিচারপতি অমৃতা সিন্হাকে।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, এদিন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর দেওয়ার বিষয়টি আদালতে ওঠে। শুনানি চলাকালীন বিচারপতি বলে, 'আমরা একবারও বলিনি নতুন করে পরীক্ষা নেওয়ার পদ্ধতিতে ফ্রেশারদের ইনক্লুড করতে। কোর্ট শুধু বলেছিল, একজনও যেন অযোগ্য পরীক্ষার্থী পরীক্ষা না দেয় এবং দুর্নীতি মুক্ত পরীক্ষা যাতে হয়। রাজ্য যখন পুরনো-নতুনদের মিলিয়ে একসঙ্গে পরীক্ষা নিয়েছে, তখন সবটা তারাই বুঝবে। তবে যাঁরা যোগ্য প্রার্থী তাঁরা যেন কোনওভাবেই সমস্যায় যেন না পড়েন।'

উল্লেখ্য, বুধবার সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণে জানিয়েছিল, নতুন নিয়োগে যাতে কোনও ভাবে অযোগ্য প্রার্থী না থাকে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন অযোগ্য প্রার্থীদেরও ক্ষেত্রেও একই কথা বলে আদালত। পাশাপাশি এসএসসি ফের অযোগ্যদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দেয় আদালত।

একুশ বছরের কারাদণ্ড হাসিনার

দুর্নীতির মামলায় সাজা পুত্র-কন্যারও

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর: গণহত্যা মামলায় বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল আদালত ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার ফাঁসির আদেশ দিয়েছে। এইসঙ্গে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি ক্রোক করে তা দিয়েই নিহতদের পরিবার এবং আহতদের ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছে। এবার ঢাকায় প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির মামলায় হাসিনার ২১ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল ঢাকার এক আদালত। এই মামলায় হাসিনার পাশাপাশি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন তাঁর পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় এবং কন্যা সায়েমা ওয়াজেদ পুতুলও। জেল ও জরিমানার শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে নিয়ে আরও তিনটি মামলায় রায় দিল বাংলাদেশের আদালত। ঢাকায় প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির মামলায় তিনটি পৃথক মামলা হয়েছে হাসিনার বিরুদ্ধে। তিনটি মামলায় সাত বছর করে মোট ২১ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন ঢাকার আদালতের বিচারক।

এই মামলায় হাসিনার পাশাপাশি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন তাঁর পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় এবং কন্যা সায়েমা ওয়াজেদ পুতুলও। তাঁদেরও সাজাঘোষণা করেছে আদালত। জয়ের পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এবং ১ লক্ষ টাকা (বাংলাদেশি মুদ্রায়) জরিমানা করা হয়েছে। হাসিনা-কন্যা পুতুলকেও পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার পূর্বাচলে নতুন শহর প্রকল্পের জন্য প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এই সংক্রান্ত মোট ছ'টি পৃথক মামলা দায়ের করে বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন। তার মধ্যে তিনটি মামলায় বৃহস্পতিবার রায় ঘোষণা করল বাংলাদেশের আদালত।

গত বছরের অগস্টে আওয়ামী লিগের সরকারের পতনের পরে ভারতে সাময়িক আশ্রয় নেন হাসিনা। তার পরে হাসিনার বিরুদ্ধে বিবিধ মামলা শুরু হয় বাংলাদেশে। এর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত মামলা হল গত বছরের জুলাই-অগস্টে ছাত্রজনতার আন্দোলনের সময়ে গণহত্যার অভিযোগ সংক্রান্ত মামলা।

নেপালের 'টাকা'য় ভারতের অংশ, মানচিত্র ঘিরে ফের বিতর্ক

কাঠমান্ডু, ২৭ নভেম্বর: বাংলাদেশ এবং চিনের পরে এবার নেপাল। নিজেদের মানচিত্রে ভারতের অংশ জুড়ে এবার বিতর্ক তৈরি করেছে নেপাল। নেপালের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বৃহস্পতিবার নতুন ১০০ টাকার নোট চালু করেছে। এই নোটে নেপালের একটি সংশোধিত মানচিত্র রয়েছে। এই মানচিত্রে বিতর্কিত কালাপানি, লিপুলেখ এবং লিম্পিয়াধুরা অঞ্চলও যুক্ত করা হয়েছে। ভারত এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে।

নেপালের নতুন ১০০ টাকার নোটে বাম দিকে রয়েছে মাউন্ট এভারেস্টের ছবি। ডান দিকে রয়েছে নেপালের জাতীয় ফুল রডোডেন্ড্রনের জলছাপ। নোটের মাঝখানে হালকা সবুজ রঙে নেপালের মানচিত্র আঁকা রয়েছে। এছাড়াও নোটটিতে গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনির ছবি এবং অশোক স্তম্ভের ছবি রয়েছে।

নেপাল রাষ্ট্র ব্যাঙ্ক বিভিন্ন নোট চালু করেছে দেশে। এর মধ্যে রয়েছে ১০টাকা,

৫০টাকা, ৫০০টাকা এবং এক হাজার টাকার নোট। যদিও শুধুমাত্র ১০০ টাকার নোটেই নেপালের মানচিত্র রয়েছে। মানচিত্রের বিষয়ে ব্যাঙ্কের মুখপাত্র জানিয়েছেন, পুরনো ১০০ টাকার নোটেও একই মানচিত্রের ছবি রয়েছে। পাশাপাশি তিনি আরও জানিয়েছেন, সরকারি নির্দেশেই এই মানচিত্রে এই পরিবর্তন করা হয়েছে। নেপাল রাষ্ট্র ব্যাঙ্কের (এনআরবি) নতুন নোটটিতে প্রাক্তন গভর্নর মহাপ্রসাদ অধিকারীর স্বাক্ষর রয়েছে। অর্থাৎ নোটটি চালুর সময়কাল হিসেবে ২০২৪ নির্ধারণ করেছে ব্যাঙ্ক।

কেপি শর্মা ওলির সরকারের আমলে ২০২০ সালে নেপালের ওই মানচিত্রটি তৈরি হয়েছিল। নেপালের পার্লামেন্টও তাতে সায় দিয়েছিল। তার পরে গত বছরের মে মাসে নেপাল রাষ্ট্র ব্যাঙ্কের নোটে সেই বিতর্কিত মানচিত্র ছাপানো হয়েছিল। নেপালের এই ঘটনায় শুরু থেকেই আপত্তি জানিয়ে আসছে ভারত। নেপাল নিজের মতো করে মানচিত্র বদল করছে বলে জানিয়ে দিয়েছিল দিল্লি। গত বছর নেপালের ব্যাঙ্কনোট বিতর্কেও আপত্তি জানায় ভারত। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ওই সময় জানান, নেপাল একতরফা ভাবে এই পদক্ষেপ করেছে। কিন্তু তাতে কাঠমান্ডু বাস্তব পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে পারবে না বলে জানিয়েছিলেন তিনি।

সম্প্রতি নেপালে ওলি সরকারের পতন হয়েছে। দায়িত্ব নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। কিন্তু ওলি সরকারের পতনের পরেও মানচিত্র বিতর্ক জিইয়েই রাখল নেপাল।

বুধবার হংকংয়ের একটি আবাসিক অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সেই আগুন বৃহস্পতিবারও পুরোপুরি নেভেনি। অগ্নিকাণ্ডে এখনও পর্যন্ত ৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ৭২। খোঁজ মিলছে না ৩০০ জনের। আবাসনগুলির ভিতরে এখনও অনেকে আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে মৃতের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৫/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯৯৯ নং এফিডেভিট বলে Subrata Mukhopadhyay S/o. Asit Mukhopadhyay ও Subrata Mukherjee S/o. A. Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৬/১১/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১১৭২৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Kakoli Routh W/o. Krishna Routh R/o. বলাগড় মনীন্দ্র পল্লী, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. DH/8295/15, dt. 31/12/2015) এবং আধার কার্ডে পুত্রের সঠিক নাম Binayak Routh-এর পরিবর্তে Baliram Routh লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার পুত্র Binayak Routh ও Baliram Routh S/o. Kakoli Routh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

নাম-পদবী

আমি রত্না চ্যাটার্জী পিতা- ঁশ্যামল কুমার গাঙ্গুলী ঠিকানা-৬১ নং টি. সি. মুখার্জী স্ট্রীট, রিষড়া, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ ফার্স্টক্লাস ক্লাস জুডিশিয়াল মেজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর কোর্ট, হুগলী জেলা পশ্চিমবঙ্গ এর Affidavit দ্বারা রত্না গাঙ্গুলী নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No.12292 তারিখ ০১.১২.২০২৪ রত্না চ্যাটার্জী ও রত্না গাঙ্গুলী একই ব্যক্তি

নাম-পদবী

গত ২৫/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬০০০ নং এফিডেভিট বলে Bijay Mondal S/o. Ashok Kumar Mondal ও Bijoy Mondal S/o. A. Kr. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯৫৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Ajit Paul ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Anil Kumar Paul ও A. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৭/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৫৬৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Jyotibrata Roy ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Manik Chandra Roy ও Manik Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি উৎপল দাস, পিতা- ঁউপেন্দ্র দাস গ্রাম দোঘারী পূর্ব বর্ধমান L.R. খতিয়ান No. 2036, J.L. No- 025 পানশিলা মৌজা ও রেকর্ডে নাম শ্রী তপন কুমার দাস আছে। ২৫/১১/২৫ S.D.E.M বর্ধমান সদর কোর্টে এফিডেভিটে উৎপল দাস পিতা উপেন্দ্র দাস ও শ্রী তপন কুমার দাস পিতা শ্রী উপেন্দ্র কুমার দাস উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

আমি Olia Khatun পিতা- Abdus Samad Mondal ঠিকানা- গ্রাম+ পোঃ- Kalikapur থানা- Haroa জেলা-24 Pgs. (N). আমার Aadhar Card (নং- 462251361051) ও Birth Certificate (নং-B/ 2023/1547223 তারিখ -30/12/23) এ আমার পিতার সঠিক নাম Abdus Samad Mondal W.B.B.M.E বোর্ডের Madhyamk Admit Card (রেজিঃ নং- 032110040) ও W.B.C.H.S.E বোর্ডের H.S Admit Card (রেজিঃ নং- 4162287309) এ আমার পিতার নাম ভুলবশত লেখা আছে Abdus Samad 19/08/2025 তারিখে Judicial Magistrate 1st Class Barasat Court Affidavit বলে আমার পিতা Abdus Samad এবং Abdus Samad Mondal এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলো।

নাম-পদবী

আমি MADHABI DAS, স্বামী LATE RANJIT DAS, পিতা PARESH NATH DEY, নিবাস- 4, গোবিন্দ আঢ্য রোড, কলি-27, ভুলবশত আমার ভোটার কার্ডে নাম আছে SUMITA DAS. গত 21/11/2025 তারিখে ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টের এফিডেভিটে (71311) সর্বত্র MADHABI DAS নামে পরিচিত হলাম। MADHABI DAS D/o PARESH NATH DEY, SUMITA DAS W/o RANJIT DAS ও MADHABI DAS W/o RANJIT DAS এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

সাধারণ নোটিশ

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতি রীনা বেন সরকার স্বামী শ্রী সন্তোষ কুমার বেন, নিবাস -পালপাড়া কলোনি, চাকদহ, নদিয়া-৭৪১২২২, রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ১১৭০/১৯৯০ এবং ৩৯৮/১৯৯১ তারিখ ২৬.১১.২০২৫, পালপাড়া বাজারে সকাল আনুমানিক ১০ টার সময় ফটো কপি করানোর সময় হারিয়ে যায় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চাকদহ থানা এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডি নং ১৯০২ তারিখ ২৬.১১.২০২৫ দায়ের করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিষয়ে কোনও দাবি বা দলিলটি পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে ৮ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

জয়দীপ মুখার্জি
অ্যাডভোকেট
চেম্বার নং টি২৪, ৪র্থতল, ১৯ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা -৭০০০০১
ফোন : ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
মেল : joydeep_mookherjee@rediffmail.com

দলিল হারানোর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **Devesh Upadhyaya** S/o. Late Shrikant Upadhyaya, R/o. 91/136/Block A/F-2B, Amalangshu Sen Road, South Dumdum(M), North 24Pgs. - 700048, মহাশয়ের নিকট হইতে **Sinjan Food & Bevarages Pvt. Ltd.** Company, office at 27A, Water Loo Street, 1st Floor, Room No. 119, Kolkata-69 পক্ষে একজন ডাইরেক্টর **Devesh Upadhyaya,** তাহাদের উক্ত প্রতিষ্ঠানের নামে A.D.S.R. জাঙ্গীপাড়া, হুগলী অফিস হইতে রেজিষ্ট্রীকৃত খরিদা সম্পত্তির **I-1685/2009, I- 1679/ 2009, I-1677/2009, I-1678/2009, I-1682/2009, I-1675/2009** নং দলিলগুলি বিগত ইংরাজীর ৩০/১০/২০২৫ তারিখে হরিপাল স্টেশন বাজার এলাকা থেকে হারাইয়া গিয়াছে। এই মর্মে স্থানীয় **হরিপাল থানায় একটি জেনারেল ডায়েরী** লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যাহার **জি.ডি.ই নং 732 তারিখ 12/11/2025** এবং বিগত ইংরাজীর 31/10/2025 তারিখে **নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে 12 নং এফিডেভিট** বলে উক্ত বিষয় ঘোষণা করিয়াছি। এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, এক্ষণে কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত দলিলগুলি পাইয়া থাকিলে বা উক্ত দলিলগুলি সম্পর্কে কোন ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন বক্তব্য, দাবী দাওয়া বা অভাব অভিযোগ থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে তথ্য প্রমান সহ লিখিত ভাবে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানাইতে হইবে নতুবা পরবর্তী কালে কোন দাবি দাওয়া বাতিল ও নামাঙ্গুর বলিয়া গন্য হইবে। উক্ত দানপত্র দলিল দিয়ে কেহ কোন লেনদেন করিলে তাহা সর্ব আদালতে নামঞ্জুর হইবে।

Sagarika Samanta (Advocate)
Chandannagore Court, Hooghly.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলী, মোকাম- চুঁচুড়াস্থিত ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
২০২৫ সালের ২৯ নং- এ্যক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারী: **মঞ্জুশ্রী বাঁক**, স্বামী- প্রদীপ্ত বাঁক, সাং-শালুকগোরে, পোঃ- রামনাথপুর, থানা-পোলবা জেলা হুগলী, পিন-৭১২১৪৮

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানাইতেছে যে, দরখাস্তকারিণীর স্বামী **প্রদীপ্ত বাঁক**, পিতা- মৃত নিতাই বাঁক, সাং- গ্রাম ও থানা রামনাথপুর থানা পোলবা, জেলা হুগলী, হিন্দু-উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী তাঁহার স্ত্রী **মঞ্জুশ্রী বাঁক**, তাঁহার পুত্র **সাওয়ান বাঁক**, তাঁহার কন্যা **সিন্ধুজা বাঁক** উত্তরাধিকার রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছে। আমার স্বামী প্রদীপ্ত বাঁককে এর " PRAGATI CONSTRUCTION" নামীয় ব্যবসা আছে এবং উক্ত "PRAGATI CONSTRUCTION" এর নামে ২,৫৬,১৩১ টাকা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সতিথান ব্রাঞ্চ এ আকাউন্ট নং- ৩৫৬০৯৩১৪৯৬২ এবং সি আই এফ নং- ৮৮৮২৭৭৪২৫৫-৩ ফিক্সড ডিপোজিট আছে এবং উক্ত টাকা পাইবার জন্য দরখাস্তকারিনী **প্রদীপ্ত বাঁকের** আইনত স্ত্রী হিসাবে আদালতে উপরোক্ত মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। দরখাস্তকারী ও উল্লেখিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত স্বর্গীয় **প্রদীপ্ত বাঁক** মহাশয়ের আর কোনো অংশীদার নেই। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া বক্তব্য জানাইবেন অন্যথায় একতরফা সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
প্রিয়াঞ্জনা চ্যাটার্জী (উকিলবাবু)
আদালতের আদেশানুসারে
পার্থসারথি পাল (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, হুগলী, চুঁচুড়া।
২০/৯/২৫

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৮ শে নভেম্বর, ১১ ই অগ্রহায়ণ। শুক্রবার। অষ্টমী তিথি। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টত্তরী ও বিংশোত্তোরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

।। আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমি, আব্দুল সাত্তার মিঞা, পিতা – আব্দুল গফুর মিঞা, সাং – হুমাইপুর, পোঃ – আন্দালপুর, থানা – মধ্যমগ্রাম, জেলা – উত্তর ২৪ পরগনা, কোল – ৭০০১৫৫. এর বাসিন্দা, বিগত ইং ০৬ ই নভেম্বর ২০২৫ সালে A.D.S.R. বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ০৫০৮১ নং সাফ কোবালা দলিল, ১৪ ই জানুয়ারী ২০১৯ সালে A.D.S.R. বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ০০০২২ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে ০১ কাঠা ৪ ছটাক ৩৫ বর্গফুট জমি নিযুক্ত আমমোক্তার মনসুর আলি, পিতা – মরহুম আহম্মদ আলি এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি৷ যাহার মৌজা হুমাইপুর, জে.এল.নং ৫২, R.S. দাগ ৪০৯ তথা L.R. দাগ ৫০০, বর্তমান L.R. খতিয়ান ৯০৬০, ৯০৬২৷ উক্ত খতিয়ান হইতে আমার নাম পত্তন করিবার জন্য মধ্যমগ্রাম B.L. & L.R.O. (Barasat-II, B.L. & L.R.O.) অফিসে আবেদন করিব৷ উপরিউক্ত দলিল মূলে নাম পত্তনে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে খবর ছাপিবার আগামী ৩০ দিনের মধ্যে মধ্যমগ্রাম B.L. & L.R.O. (Barasat-II, B.L. & L.R.O.) অফিসে অভিযোগ জানাতে পারেন৷

আব্দুল সাত্তার মিঞা, হুমাইপুর

দলিল হারানোর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো হইতেছে যে, আমি **শ্রীমতি আনুরাধা দে** স্বামী শ্রী স্বাপন দে, ঠিকানা A-303, Charmee Enclave, Sradhanand Road, Ville Parle (East), Mumbai- 400057 বিগত 10/11/2025 তারিখে Charmee Enclave, Sradhanand Road, Near Ville Parle Subway, Mumbai-400057 এর কাছে PS Golabari, অন্তর্গত ৪০, মৌলানা আব্দুল কালাম আজাদ রোড এ অবস্থিত আমার ফ্লাট, যাহার নঃ ১০৩, আম্বিকা টাওয়ার, এর সংক্রান্ত ORIGINAL **Deed of Gift No. 06586/2014 Regd at ADSR Howrah, 3 ORIGINAL Deed of Partition No. 07047/ 2014 Regd at ADSR Howrah,** এবং **আম্বিকা টাওয়ার বিল্ডিং এর ORIGINAL Sanctioned Plan** হারাইয়া গিয়েছে। উক্ত আসল দলিল দুটি ও Sanctioned Plan কোন সরকারি বা বেসরকারি সংস্থাতে বন্ধক রাখিয়ে লোন নেওয়া হয় নাই বা ক্রোকাবদ্ধ নাই। উক্ত Documents হারানোর বিষয়ে Ville Parle, Mumbai থানা তে একটি GDE দায়ের করা হইয়াছে **GDE Report No. 148019 - 2025 Dt.10/11/20251,** কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত Documents পাইয়া থাকিলে আত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ফেরত দিতে অনুরধ করা হইতেছে। নির্দিষ্ট সময় পরে কাহার কোন দাবি দাওয়া গ্রাহ্য করা হইবে না।

বিনীতা- শ্রীমতি আনুরাধা দে
স্বামী- শ্রী স্বাপন দে, ঠিকানা A-303, Charmee Enclave, Sradhanand Road, Ville Parle (East), Mumbai - 400057,
Mob : 9892147781

বিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, আমার মক্কেল, **শ্রী অনুপম দাস,** পুত্র/স্বর্গীয় অজয় দাস, ৯০বি, গাঙ্গুলি বাগান, থানা- নেতাজি নগর, পোঃ নাকতলা, কলকাতা-৭০০০৪৭-এর বাসিন্দা, বর্তমানে গত ৪০ বছর ধরে সম্পত্তির আইনি উত্তরাধিকারী হিসেবে মালিকানা পাচ্ছেন। সম্পত্তির রেকর্ড হল সি.এস. দাগ নং ৩২৩ (অংশ) মৌজা- রায়পুর, জে.এল. নং ৩৩, থানা- পূর্বে যাদবপুর তারপর পাটুলি এবং বর্তমানে নেতাজি নগর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কে.এম.সি. ওয়ার্ড নং ৯৮-এর অধীনে।

উক্ত সম্পত্তি/দলিলের উপর দাবিদার যেকোনো ব্যক্তি/ব্যক্তিকে এই নোটিশ প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে প্রমাণসহ তা নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে জমা দিতে হবে। উক্ত সময়সীমার মধ্যে কোনো দাবী দাখিল না হলে তা পরিত্যক্ত (waived) বলে গণ্য হবে। এবং ভবিষ্যতে কোনো অবস্থাতেই তা গ্রহণযোগ্য হবেনা এবং নির্ধারিত লেনদেন প্রক্রিয়া স্বাভাবিক ভাবে চলবে।

প্রকাশকারীঃ

Sd/-
PALLAB KANJILAL
Advocate, CALCUTTA HIGH COURT
F/1715/2017
3/19, Netaji Nagar, Kolkata -700040
Mob- 9874865593

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী মোহন দাস ওরফে মোহন চন্দ্র দাস পিতা ৺পঞ্চানন দাস সাকিম শঙ্করবাটী, পোঃ খলিসানী, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৩৮, মহাশয় বিগত ইং 18/08/2023 তারিখে ডি.এস.আর-I, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-7829/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী ঋত্বিক দাস** পিতা শ্রী রবিন দাস সাকিম আমদাবাদ, পোঃ খলিসানী, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৩৮,) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সাফ বিক্রয় কোবালা পত্র দলিল মূলে বিক্রয় করিতেছি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা শঙ্করবাটী, ৯৬ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১৯৩ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৩৩৫ নং দাগে বাগান জমি কমবেশী ১০½ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি উক্ত আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার পর বর্তমান ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতে পারিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি-

শ্রী ঋত্বিক দাস
আমমোক্তার

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমাদের মক্কেল কসমিক স্প্রিংস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড বর্তমান মালিক সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি পরিমাপ ৮২ ১/২ শতক, আরএস প্লট/দাগ নং ১৬০৩, এলআর প্লট/দাগ নং ১৬৫৬, শালি জমি ৪৬ শতক বিস্তৃক এবং আরএস প্লট/দাগ নং ১৬০৪, এলআর প্লট /দাগ নং ১৬৫৭, শালি জমি ৮ শতক পরিমাপ, আরএস প্লট/দাগ নং ১৬০৫, এলআর প্লট/দাগ নং ১৬৫৮, শালি জমি পরিমাপ ১৫ শতক এবং আরসে প্লট /দাগ নং ১৬১৯, এলআর প্লট/দাগ নং ১৬৭৮ শালি জমি পরিমাপ ১৩.৫ শতক মৌজা : বানিয়ারা, জেএল নং ২৬, আরএস খতিয়ান নং ৩২৭ এবং ১১৪, এলআর খতিয়ান নং ১৫১৯, থানা : ডোমজুড় (পরবর্তীতে উক্ত সম্পত্তি হিসেবে উল্লিখিত)।

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল বিক্রয় দলিল তারিখ ৩০.০৯.২০০৪ নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১, পৃষ্ঠা ১ থেকে ১৭, দলিল নং ৭২৮৩ -২০০৪ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এআরএ-১, কলকাতা সমীপে, দুর্ভাগ্যবশত স্থানান্তরিত/হারিয়ে গিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রবীন্দ্র সরোবর থানায় জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জি ডি ই নং ১৪৭৩ তারিখ ২৬/১১/২০২৫ দায়ের করা হয়েছে।

যেকোনও ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত দলিল এর হেফাজত থাকলে বা উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও স্বার্থ বা দাবি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে দাবি পেশ করতে পারেন অন্যথায় ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট সময়ের পর কোনও গ্রাহ্য হবে না এবং আমার মক্কেল কোনও ব্যক্তি/ব্যাঙ্কের নিকট সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি হস্তান্তর/বিক্রয়/ নিশ্চিতকরণ/বন্ধক দেওয়ার অধিকারী।

অ্যাডভোকেটের নাম	:	**এস কে লথ অ্যান্ড কোম্পানি**
ঠিকানা	:	৬এ, কিরণ শঙ্কর রায় রোড, ৩য়তল, কলকাতা -৭০০০০১
যোগাযোগ নং	:	৯৮৩০৯৪৮৫৭৪
তারিখ	:	২৮/১১/২০২৫

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency.
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভুম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,** maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮**

বাংলার শিক্ষার সংকট নিয়ে শমীকের ক্ষোভ, অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান দুরবস্থা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন শমীক। তাঁর অভিযোগ, যে বাংলা একসময় ভারতের বৌদ্ধিক নেতৃত্ব দিত, আজ সেই বাংলাই শিক্ষার ক্ষেত্রে ভয়াবহ পতনের মুখে দাঁড়িয়ে। পরিসংখ্যান, ক্ষেত্রসমীক্ষা ও বাস্তব পরিস্থিতির ভিত্তিতে শমীকের অভিযোগ নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে, বাংলার শিক্ষা কোন পথে এগোচ্ছে?

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে রাজ্যে ৩,২৫৪টি ছাত্র শূন্য স্কুল শনাক্ত করা হয়েছে। স্বাধীনতার পরে যে বাংলায় ছাত্র শূন্য স্কুল ছিল অবিশ্বাস্য, সেখানে আজ দেশের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক পরিত্যক্ত বা কার্যত তালাবন্দি স্কুল বাংলাতেই। শমীকের দাবি, এটা শুধুই এক পরিসংখ্যান নয়; এটা বাংলার শিক্ষা-সভ্যতার শেষ নিঃশ্বাস। এই স্কুলগুলোর বহু ভবন পরিত্যক্ত, বহু এলাকায় শিক্ষার অভাবে স্থানীয় সমাজ জীবনে নেমে এসেছে অস্বাভাবিক স্থবিরতা। ১৯৭০ সালে বাংলার শিক্ষক, ছাত্র অনুপাত ছিল ২৫ঃ১, যা সারা দেশে দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হত।

বর্তমানে সেই অনুপাত দাঁড়িয়েছে ৩১১-এ, যেখানে জাতীয় গড় উন্নতির পথে। শমীকের অভিযোগ, একের পর এক নিয়োগ দুর্নীতি, প্রশাসনিক অচলাবস্থা, এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে রাজ্যের শিক্ষক সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

শিক্ষকদের বড় অংশই আদালতে ন্যায়ের জন্য লড়ছেন, ফলে স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থিতি ফেরানো কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একসময় এশিয়ার অন্যতম শীর্ষ শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে আন্তর্জাতিক মহলে পরিচিত ছিল। কিন্তু ২০২৪-এ বিশ্ববিদ্যালয়টির অবস্থান নেমে এসেছে ১৮তম স্থানে। এছাড়া, বাংলা যে রাজ্য একসময় দেশের ১২ শতাংশ গবেষক তৈরি করত, সেখানে সেই সংখ্যা এখন মাত্র ৩ শতাংশ। শমীক অভিযোগ করেছেন, গবেষণা তহবিলের ঘাটতি, পরিকাঠামোগত দুর্বলতা, এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় রাজনৈতিক প্রভাব উচ্চশিক্ষার মানকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

শমীকের অভিযোগ, স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, সর্বত্র দলীয় প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, শিক্ষাক্ষেত্রের বিশ্বাসযোগ্যতাকে ধ্বংস করেছে, পরিকাঠামো উন্নয়ন বন্ধ রয়েছে। তাঁর মতে, বাংলার শিক্ষা আজ রাজনৈতিক অপরাধের সবচেয়ে বড় শিকার। কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তায় বিপর্যস্ত তরুণ প্রজন্ম। এই সামাজিক চাপ শিক্ষাকে আরও সংকটে ঠেলে দিচ্ছে বলে মত শিক্ষাবিদদের। শমীকের প্রশ্ন, বাংলা কি তার শিক্ষাব্যবস্থাকে রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত করতে পারবে? উৎকর্ষ ও গবেষণামুখী শিক্ষায় ফিরতে প্রয়োজনীয় সংস্কার কি এখনই শুরু হবে? কতদিন আর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই অচলাবস্থার বলি হবে? তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, বাংলার শিক্ষায় চাই স্বচ্ছতা, স্বশাসন এবং আধুনিকীকরণ। আর এখনই সময়, পরিবর্তন আনার।

কসবায় সুশান্ত ঘোষের বাড়ির পাশেই চলল গুলি, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, কসবা: আবারও কসবায় চলল গুলি। কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের বাড়ি থেকে কয়েকশো মিটার দূরে ঘটে এই ঘটনা। খালের পাশে পরিত্যক্ত জায়গায় আড্ডার সময় গুলি চলে বলে সূত্রে খবর। স্থানীয় সূত্রে খবর, আহত যুবকের নাম অভিজিৎ নাইয়া। বছর একুশের গুলিবিদ্ধ এই যুবক বর্তমানে ভর্তি হাসপাতালে। অভিজিৎ কসবা থানার অন্তর্গত প্রান্তিকপল্লির বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, খালের পাশে পরিত্যক্ত জায়গায় বসে বেশ কয়েকজন যুবক আড্ডা দিচ্ছিল বুধবার রাতে। আচমকাই রাত এগারোটা নাগাদ গুলির শব্দ শোনা যায়। তখনই আহত যুবকের বাঁ হাতের তালুতে গুলি লাগে বলে খবর। ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে একজনকে আটক করেছে পুলিশ। উদ্ধার হয় বন্দুকটিও।

প্রথমে অভিজিৎ অভিযোগ করেন, বুধবার রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টা নাগাদ তাঁর বাড়ির কাছে দুই দুষ্কৃতী বাইক করে আসে। তাদের মুখ মাস্ক ছিল। মাথায় ছিল হেলমেট। দুই দুষ্কৃতী বন্দুক বের করে অভিজিতের দিকে তাক করে। তাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বাধে তাঁর। সেই সময় গুলি চালানো হয়। যুবকের বাঁ হাতের তালুতে গুলি লাগে। তারপরই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় দুই অভিযুক্ত। আহতকে নিয়ে যাওয়া হয় এক বেসরকারি হাসপাতালে। চিকিৎসা শুরু করে পুলিশে খবর দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। প্রাথমিকভাবে বিষয়টি জানার পর তদন্ত শুরু করে কসবা থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে গুলির খোল উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। পাশাপাশি বেশ কিছু মদের বোতল, খাবারের প্যাকেটও উদ্ধার হয় ঘটনাস্থল থেকে। এমনকী, খাবারের প্লেটে রক্তের ছিটে লেগেছিল জানা গিয়েছে।

এদিকে টানা জিজ্ঞাসাবাদে আহত অভিজিতের বয়ানে অসঙ্গতি পান তদন্তকারীরা। এরপই অভিজিৎ জানান, তাঁর দুই বন্ধুর কাছে একটি ৯ মিমি পিস্তল ছিল। বুধবার রাতে তাঁরা বন্দুকটি নাড়াচাড়া করছিল। সেই সময় বন্দুক থেকে গুলি ছুটে তাঁর হাতে লাগে। তদন্তে অভিজিৎ সর্দার ওরফে বাবাই নামে একজনকে আটক করে পুলিশ। পরে বাবাই ও অভিজিৎকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

এদিকে পুলিশ সূত্রে এ খবরও মিলেছে যে, যেখানে শ্যুটআউট হয়েছিল সেখানে সার্চ অপারেশন হয় বুধবার রাতেই। স্থানীয় বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেন তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকেরা। তবে এই ঘটনায় আহত যুবকের পরিবারের লোকজন মুখে কুলুপ এঁটেছেন বলেই জানিয়েছে পুলিশ।

বস্তুত, গত বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালের ১৫ নভেম্বর এই কসবাতেই গুলি চলেছিল। ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে তাঁরই বাড়ির সামনে লক্ষ্য করে গুলি চলায় দুষ্কৃতীরা। তার ঠিক এক বছর পরই আরও একবার তাঁরই বাড়ি থেকে মাত্র কয়েকশো মিটার দূরে চলল গুলি।

তৃণমূল কর্মীর বিজেপি সেজে বিক্ষোভ দেখানোর অভিযোগে তীব্র রাজনৈতিক তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: ডায়মন্ড হারবারে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের কনভয় ঘিরে বিক্ষোভের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে তুমুল চাঞ্চল্য। প্রথমে এই ঘটনা বিজেপির অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হিসেবে প্রচার পেলেও, পরে বিজেপির তরফে দাবি করা হয়; এটি একটি সুপরিকল্পিত ছদ্মবেশী 'মেকি বিক্ষোভ', যার নেতৃত্বে ছিলেন তৃণমূলেরই এক স্থানীয় কর্মী। এই দাবি সামনে আসতেই রাজনৈতিক তাপমাত্রা আরও বেড়েছে।

বিক্ষোভের সামনের সারিতে থাকা ব্যক্তির পরিচয় নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয়েছে ব্যাপক আলোচনা। বিজেপির অভিযোগ; যিনি দিলীপ ঘোষের নামে স্লোগান দিচ্ছিলেন, সেই রাজু নামে ব্যক্তি আসলে তৃণমূল নেতা শামিমের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। গেরুয়া উত্তরীয় পরে, কপালে তিলক এঁকে বিজেপি কর্মীর ছদ্মবেশে তিনি বিক্ষোভ সংগঠিত করেছিলেন; এমনটাই দাবি সুকান্ত মজুমদারের। সেই প্রমাণও তিনি জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন।

সুকান্তর সোজাসাপটা অভিযোগ, বিজেপির অন্তর্দ্বন্দ্ব বলে ভুয়ো ছবি দেখানোর জন্য তৃণমূল বেপরোয়া নাটক সাজিয়েছে। গেরুয়া পরে বিজেপি সেজে সস্তার রাজনীতি; এটাই এখন তৃণমূলের নতুন কৌশল। তাঁর দাবি, আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পথে হঠাৎই 'স্ক্রিপ্টেড' দল রাস্তা আটকে ধরে, উদ্দেশ্য ছিল বিজেপির ভিতরে গোষ্ঠীকোন্দলের মিথ্যা বার্তা ছড়ানো এবং তাঁকে বিব্রত করা।

তৃণমূল অবশ্য সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে কটাক্ষ করে বলেছে, যাঁরা নিজেদের দলই সামলাতে পারে না, তারা এখন নাটকের গল্প সাজিয়ে অন্যকে দোষ দিচ্ছে। শাসক শিবিরের মতে, বিজেপির সংগঠনিক দুর্বলতার সুযোগে তাঁরা নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে চায়। কিন্তু ঘটনাটি ঘিরে রাজনৈতিক অভিঘাত স্পষ্ট। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মত, যদি সত্যিই প্রমাণিত হয় যে বিক্ষোভের মূল নেতা তৃণমূলের কর্মী, তবে তা শাসকদলের নৈতিকতার ওপর বড় প্রশ্ন তুলে দিতে পারে। একইসঙ্গে বিজেপি রাজ্য রাজনীতিতে ছদ্মবেশ, সাজানো বিক্ষোভ এবং 'অপারেশন মেকি আন্দোলন'; এই নতুন আখ্যানকে সামনে রেখে আক্রমণে নেমেছে।

ডায়মন্ড হারবারের এই বিতর্ক এখন রাজ্য রাজনীতিতে নতুন দিগন্ত খুলেছে। রাজনৈতিক লড়াই ক্রমশ ঘুরে যাচ্ছে ছদ্মবেশ, মেকি চরিত্র এবং স্ক্রিপ্টেড ঘটনা প্রবাহের দিকে; যেখানে বাস্তব ও অভিনয়ের সীমানা প্রতিদিনই আরও অস্পষ্ট হয়ে পড়ছে।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর শুভ বিবাহ উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে 'শুভ বিবাহ উৎসব'। আগামী ১৮ নভেম্বের থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের প্রত্যেক শাখা শোরুমে এই উৎসবের আয়োজন হতে চলেছে। 'শুভ বিবাহ উৎসব'- ভারতীয় ঐতিহ্যের এই উদ্‌যাপন ২০০৯ সালে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স সাফল্যের সঙ্গে সূচনা করে। বিয়ের মরসুম উপলক্ষে গ্রাহকদের জন্য বিয়ের গয়নার নতুন সম্ভার নিয়ে এসেছে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স। সোনা এবং হিরের বিয়ের গয়নার এক সম্পূর্ণ নতুন সংগ্রহ নিয়ে এসেছে।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ২৮ নভেম্বর ২০২৫, ১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ শুক্রবার

এসআইআর: ২৬ লক্ষ নামের সঙ্গে মিল নেই পুরনো নথির!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে চলমান এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে ফের বড়সড় তথ্য সামনে এল। ভোটার তালিকার ডেটা যাচাইয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপে উঠে এসেছে বিস্ময়কর অমিল। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বর্তমান ভোটার তালিকায় থাকা প্রায় ২৬ লক্ষ নাগরিকের নাম ২০০২ সালের রেকর্ডের সঙ্গে মেলেনি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এই বিশাল সংখ্যক ভোটার কি তালিকা থেকে বাদ পড়বেন?

নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, বাংলায় ইতিমধ্যেই ৬ কোটিরও বেশি এনুমারেশন ফর্ম ডিজিটাইজড হয়েছে। সেই নথিগুলিকে পুরোনো এসআইআর তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে দেখা যায়, বাকি সবার মতো ২৬ লক্ষ ভোটারের নামের ‘ম্যাপিং’ সম্পন্ন করা যাচ্ছে না। কমিশনের এক আধিকারিক জানাচ্ছেন, ডিজিটাল পর্যায়ে যাচাই প্রক্রিয়া যত গভীরে এগোচ্ছে, এই সংখ্যাটি আরও বাড়ার সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে।

নির্বাচনী ভাষায় ‘ম্যাপিং’ বলতে বোঝানো হয়; বর্তমানে থাকা প্রতিটি ভোটারের তথ্যকে আগের সর্বশেষ এসআইআর রেকর্ডের সঙ্গে ক্রস-চেক করা। বাংলার ক্ষেত্রে সেই রেফারেন্স বছর ২০০২।

ডিজিটাইজড ফর্মগুলি পুরনো নথির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়, যাতে দ্বৈত নাম, ভুল তথ্য বা অনিয়ম চিহ্নিত করা যায়। কমিশন জানিয়েছে, এটাই সারা দেশের অন্যতম বৃহৎ তথ্য-সম্বন্ধ যাচাই প্রক্রিয়া। যদিও পরিসংখ্যান চাঞ্চল্যকর, কমিশন জানিয়েছে, নাম না মিললেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার প্রশ্ন নেই। ‘ম্যাপিং’-এ মতভেদ দেখা দিলে আলাদা যাচাইয়ের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ইতিমধ্যেই ৯৫ শতাংশের বেশি ডিজিটাইজড ফর্ম সফলভাবে যাচাই হয়েছে, এই অগ্রগতিকে কমিশন সন্তোষজনক বলেই মনে করছে। এ বছর ম্যাপিং প্রক্রিয়া সব রাজ্যেই চালু হয়েছে। তবে বাংলায় হঠাৎ এত বড় সংখ্যক অমিল নজরে আসায় রাজনৈতিক মহলেও উত্তাপ বেড়েছে। বিশেষত বর্তমানে রাজ্যের নাগরিক তালিকা ও ভোটার যাচাইকে ঘিরে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে এই তথ্য নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

কমিশনের আশঙ্কা, ডিজিটাইজেশন যত বাড়বে, আরও কিছু নাম নিয়ে ‘ম্যাপিং’-এ বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। ফলে এসআইআর প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপে যাচাই আরও কঠোর হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিনিয়োগে লাভের আশা দেখিয়ে প্রতারণা চিকিৎসককে, গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিনিয়োগ করলে অতিরিক্ত লাভের লোভ দেখিয়ে চিকিৎসকের সঙ্গে ৩৬ লক্ষ টাকার প্রতারণা। ঘটনায় বুধবার রাতে অসমের কামরূপ থেকে এক জালিয়াতকে গ্রেপ্তার করল সিআইডি। সাইবার জালিয়াতির তদন্তে নেমে এই নিয়ে এই প্রতারণা মামলায় ৫ জনকে গ্রেপ্তার করলেন রাজ্য গোয়েন্দারা। এই ঘটনায় আর কারা যুক্ত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

সূত্রে খবর, ২০২৪ সালে সামাজিক মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেখে একটি বিনিয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এক চিকিৎসক। তারপর তাঁকে একটি হোয়াসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত করে দু'মাস ধরে স্টক মার্কেটে কীভাবে বিনিয়োগ করতে হয়, সেই সংক্রান্ত ট্রেনিংও দেওয়া হয় তাঁকে। এরপরই শুরু হয় আর্থিক প্রতারণার ঘটনা। চিকিৎসককে ভুল বুঝিয়ে ১০ বারে ধাপে ধাপে ৩৬ লক্ষ টাকা নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তারপর তিনি যখন সেই টাকা ফেরত চান, তখনই বুঝতে পারেন তিনি প্রতারণার শিকার। এরপর বারাসত থানায় সাইবার জালিয়াতির অভিযোগ জানান প্রতারিত চিকিৎসক। তদন্তে নামে পুলিশ।

এই প্রতারণার ঘটনায় পরবর্তীকালে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সেই মামলার তদন্তভার যায় সিআইডির হাতে। তদন্তে নেমে গোয়েন্দারা একে একে প্রতারকদের গ্রেপ্তারও করে। চলতি বছরের মার্চ মাসের ৭ তারিখ দেবাশিস রায় নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে সিআইডি সূত্রে খবর। এরপর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে খোঁজ মেলে প্রসেনজিৎরঞ্জন নাথের। জুন মাসের ২৫ তারিখ প্রসেনজিৎরঞ্জনকে আলিপুর থেকে তাকে গ্রেপ্তার করেন গোয়েন্দারা। এরপরই এইচডিএফসি ব্যাংকের কর্মচারী অমিত ঘোষকে গার্ডেনরিচ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। একই এলাকা থেকে রিয়াজ আহমেদ নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেন তদন্তকারীরা। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে খোঁজ মেলে জাহিরুল ইসলামের। এরপর বুধবার অসম থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি। তদন্তকারীদের অনুমান, এই প্রতারণা চক্রে আরও অনেকে জড়িত রয়েছে। তাঁদের খোঁজে তদন্ত চালানো হচ্ছে।

‘মুখ্যমন্ত্রী ভুল তথ্য দিচ্ছেন’

■ সংবিধান দিবসের দিনেই সংসদের আচরণবিধিকে কেন্দ্র করে ফের রাজনৈতিক তরজা। রাজ্যসভার অন্দরে ‘জয় হিন্দ’ ও ‘বন্দে মাতরম’ উচ্চারণে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যকে সরাসরি ফেক নিউজ বলে আক্রমণ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। মুখ্যমন্ত্রী ভুল তথ্য দিচ্ছেন, এমনই শমীক ভট্টাচার্যের অভিযোগ। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শমীক ভট্টাচার্য দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রী যে মন্তব্য করেছেন তা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর ও ইতিহাসবিরোধী। তাঁর কথায়, সংবিধান দিবসে মুখ্যমন্ত্রী ফেক নিউজ ছড়াচ্ছেন। রাজ্যসভার এই ধরনের বুলেটিন বহু বহু বছর ধরে প্রচলিত। নতুন কিছু নয়। তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে জানান, ২০০৫ সালে, ইউপিএ সরকারের আমলে রাজ্যসভায় ‘জয় হিন্দ’, ‘বন্দেমাতরম’ উচ্চারণ নিয়ে একই ধরনের বুলেটিন জারি হয়েছিল। ২০১০ সালে, যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন, তখনের রাজ্যসভাতেও একই আচরণবিধি বিদ্যমান ছিল।

‘বুথ দখল’ কৌশল

■ বছর ঘুরতেই রাজ্যে ফের জমে উঠতে চলেছে বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি। তার আগেই সংগঠনকে নবউদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ দিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। লোকসভা নির্বাচনে যেখানে পিছিয়ে পড়েছিল দল, সেসব অঞ্চলকেই এবার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পুনর্গঠনের পথে হাঁটছে ঘাসফুল শিবির। উচ্চ নেতৃত্বের বার্তা স্পষ্ট, বড় মিটিং নয়, তৃণমূল এবার প্রচারের তলায় তলায় ধরতে চাইছে ছোট সমাবেশের মাধ্যমে। প্রতি বুথে শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে নিয়মিত বৈঠক আয়োজনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সপ্তাহে একাধিকবার এই ধরনের যোগাযোগ কর্মসূচি চালু রাখতে বলা হয়েছে নির্বাচনী দিন ঘোষণা না-হওয়া পর্যন্ত। প্রচারে মূল সুর, কেন্দ্রের অর্থ না-পাওয়া ও রাজ্যের উন্নয়ন প্রকল্পের সুবিধা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া।

‘দুয়ারে রেশন’ মামলা স্থগিত

■ বাংলায় ‘দুয়ারে রেশন’ নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কের জল অনেক কাল আগেই গড়িয়েছে শীর্ষ আদালতে। তবে হাজারও অভিযোগ উঠলেও এ নিয়ে বিশেষ কোনও গতি পায়নি সে মামলা। এবার সেই মামলার শুনানি আপাতত স্থগিত করল দেশের শীর্ষ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ। রাজ্যের পক্ষের আইনজীবীর আর্জিতে অনুমোদন দিলেন বিচারপতিরা, এমনটাই খবর শীর্ষ আদালত সূত্রে।

টোটো রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা বাড়াল পরিবহণ দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: টোটো রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা বাড়ল পরিবহণ দপ্তর। ৩০ নভেম্বর ছিল টোটো নথিভুক্তিকরণের আবেদনের শেষদিন। এবার সেই মেয়াদ এক মাস বাড়ানো হল। টোটো রেজিস্ট্রেশনের আবেদন আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত করা যাবে। এই প্রসঙ্গে পরিবহণ দপ্তরের তরফে এবিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করা হয়। সেখানেই জানানো হয় যে, একাধিক টোটো মালিকের আবেদনের ভিত্তিতে এই সময় বাড়ানো হল।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, রাজ্যের সব টোটোকে অস্থায়ী এনরোলমেন্ট নম্বর দিয়ে রেজিস্ট্রেশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পরিবহণ দপ্তর। পাশাপাশি এও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, কিউআর কোড দেওয়া স্টিকার লাগানো হবে সব টোটোর গায়ে। গত মাসের ১৩ তারিখ থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু দেড় মাস হতে চললেও এই রেজিস্ট্রেশনের আবেদনে তেমন সাড়া মেলেনি। এরপরই এমন এক সিদ্ধান্ত রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের। আর এখানেই একাংশের ধারনা, রেজিস্ট্রেশনের আবেদনে তেমন সাড়া না মেলাতেই সময়সীমা বাড়ানো হল।

এদিকে পরিবহণ দপ্তর সূত্রে খবর, এক হাজার টাকা ফি দিয়ে টোটো চালক বা মালিকরা একটি অস্থায়ী এনরোলমেন্ট নম্বর পাবেন। তাতে কিউআর কোড থাকবে। সেই নম্বরের স্টিকার টোটোর গায়ে লাগিয়ে রাখা হবে। এই টোটো শুমারের পর তা নিয়ন্ত্রণে সরকারের তরফে নির্দিষ্ট গাইডলাইন আনা হচ্ছে। পরে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে পুরসভা বা পঞ্চায়েতে রুট ঠিক করা হবে। পাশাপাশি আগামীদিনে টোটো চালাতে গেলেও নির্দিষ্ট পরীক্ষার মাধ্যমে ড্রাইভিং লাইসেন্স নিতে হবে চালকদের।

জগদ্দলের মেঘনা গেটের ঘটনায় কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তের দাবিতে অনড় অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: চলতি বছরের ২৬ মার্চ জগদ্দলের মেঘনা মিল গেটে ব্যাপক গন্ডগোল হয়েছিল। সেদিন তাঁর বাড়ির সামনে বোমা-গুলি চালানোর অভিযোগ করেছিলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। যদিও ওই ঘটনায় পুলিশ অভিযোগ নেয়নি। উল্টে নমিত সিং অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ করেছিলেন। পুলিশের পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দ্বারস্থ হয়েছিলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, গত ২৪ অক্টোবর উচ্চ আদালত রায় দিয়েছে এফআইআর নিতে হবে এবং সিট গঠন করে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে হবে। আদালতের নির্দেশ মতো গত ৫ নভেম্বর বেলায় জগদ্দল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। বৃহস্পতিবার বেলায় সিটের তদন্তকারীরা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন। তদন্তকারীদের ঘটনার বিবরণ দিয়ে স্পটগুলো দেখিয়ে দেন প্রাক্তন সাংসদ। এই বিষয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, সিটের তদন্তে তাঁর ভরসা নেই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ কিংবা সিবিআই তদন্তের দাবিতে তিনি ফের আদালতের দ্বারস্থ হবেন। তাঁর কথায়, বিশেষত এনআইএ-কে দিয়ে এই ঘটনা তদন্ত করানো উচিত। যেহেতু বোমা চলেছে। তাঁর অভিযোগ, ঘটনার আট মাস বাদে যদি তদন্ত করা হয় তাহলে তদন্তকারীরা নমুনা তো কিছুই পাবে না।

ফের সুজিত বসুর পুত্রকে তলব ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের পুরনিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু পুত্র সমুদ্র বসুকে ফের তলব এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের। ইডি সূত্রে খবর, একাধিক নথি নিয়ে আগামী সপ্তাহেই ইডি দপ্তরে তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। এদিকে সোমবারই পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুজিত পুত্রকে প্রায় ১২ ঘণ্টা জেরা করেন ইডি আধিকারিকরা। তবে এবার নতুন করে একাধিক প্রশ্নের উত্তর জানতে চান তদন্তকারী আধিকারিকরা। বিশেষ করে সমুদ্র বসুর হোটেল, ধাবা, রেস্তোরাঁ, আয়ব্যয় সংক্রান্ত নথি চাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ইডির তরফ থেকে। শুধু তাই নয়, কোন ব্যবসায় কত বিনিয়োগ সেই সংক্রান্ত তথ্যও জমা দিতে বলা হয়েছে বলে খবর।

অন্যদিকে বৃহস্পতিবার ইডির দপ্তরে হাজিরা দেন মন্ত্রী সুজিত বসুর স্ত্রী। এর আগে তলব করা হলেও হাজিরা দেননি তিনি। বাড়িতে পুজো থাকায় সময় চেয়ে নেন। তবে বৃহস্পতিবার সকালেই ইডিকে না জানিয়েই আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে ইডি দপ্তরে পৌঁছে যান মন্ত্রী জায়া। সঙ্গে ছিলেন তাঁর মেয়ে। কিন্তু এদিন তদন্তকারীরা ব্যস্ত থাকায় জেরা করা সম্ভব হয়নি। ইডি সূত্রে খবর, নতুন করে তাঁদের সময় দেওয়া হবে। সুজিত জায়ার আইনজীবী জানান, ‘তদন্তে সবরকমভাবে সহযোগিতা করা হচ্ছে।’ প্রসঙ্গত, পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে ২০২৪ সালে লেকটাউনে সুজিতের দু'টি বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি আধিকারিকরা। এমনকী গত কয়েকমাস আগেও পুর নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় মন্ত্রী সুজিত বসুর সল্টলেকের অফিস-সহ একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়। এরপরেই মন্ত্রী কন্যা, ছেলে এবং স্ত্রীকে তলব করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ইতিমধ্যে সুজিত কন্যাকে জেরা করেছে কেন্দ্রীয় এই তদন্তকারী সংস্থা। এমনকী তাঁর স্বামীকেও ইডি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করে। শুধু তাই নয়, সুজিত পুত্র সমুদ্র বসুকেও জেরা করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তবে এবার নতুন করে একাধিক প্রশ্নের উত্তর জানতে তাঁকে ফের জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়ে নোটিস পাঠাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে একতারা মঞ্চে উদ্বোধন হল চারুকলা উৎসবের। *ছবি: অদিতি সাহা*

বৃদ্ধ গৃহকর্তার সই জাল করে বাড়ি বিক্রি, প্রতারণার দায়ে ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার নিউ আলিপুরের এক শান্ত পাড়া। সেখানে বসবাস করেন এক বৃদ্ধ গৃহকর্তা। বয়সের ভারে ন্যুব্জ শরীর। অসুস্থতার কারণে প্রায়ই চিকিৎসকের কাছে যেতে হয় তাঁকে। এই দুর্বল অবস্থাতেই শুরু হয় এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র।

গৃহকর্তার আত্মীয় অলোক ঘোষ এবং তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচারিকা চম্পা পুরকায়েত একদিন তাঁকে বোঝালেন, ‘বাড়িটা আর ভালো নেই। দেয়ালে ফাটল ধরেছে, ছাদ থেকে জল চুঁইয়ে পড়ছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সারাই না করলে বড় বিপদ হবে।’

অসুস্থ মানুষটি তাঁদের কথায় বিশ্বাস করলেন। তাঁকে বলা হলো, বাড়ি মেরামতের সময় কিছুদিন ভাড়া বাড়িতে থাকতে হবে। তিনি রাজি হলেন। নিজের বাড়ি ছেড়ে চলে যান এক ভাড়া বাড়িতে। এখানেই প্রতারণার জাল বিস্তার শুরু। এরপরই অলোক ও চম্পা গোপনে তাঁর সই জাল করে ভুয়ো নথি বানান। সেই নথি দেখিয়ে ৭৪ লক্ষ টাকায় বাড়িটি বিক্রি করে দেন এক ক্রেতার কাছে। টাকা ভাগ হয়, চম্পার হাতে যায় ২৫ লক্ষ।

এর কিছুদিন বাদে গৃহকর্তা কিছুটা সুস্থ হয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে এসে স্তম্ভিত হয়ে যান তিনি। দেখেন অচেনা লোকজন তাঁর বাড়িতে বসবাস করছে। তাঁদের মুখে স্পষ্ট কথা, ‘এ বাড়ি এখন আমাদের।’ মুহূর্তেই বুঝতে পারেন প্রতারণার শিকার হয়েছেন তিনি। নিজের বাড়ি হাতছাড়া হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে নিউ আলিপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তদন্তে নেমে প্রথমে গ্রেপ্তার করল অলোক ঘোষকে। তাঁর জবানবন্দি থেকে জানা যায় চম্পার নাম। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি থেকে চম্পাকেও গ্রেপ্তার করা হয় তাকেও। এখন তাঁদের টানা জেরা চলছে। তদন্তকারীরা মরিয়া হয়ে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন এই জালিয়াতি চক্রে আরও কারা জড়িত।

শীতের দাপট রাজ্যে, হালকা শীতের আমেজ তিলোত্তমায়

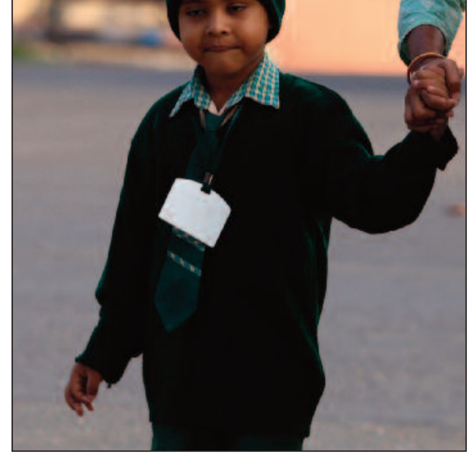

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শীতের দাপট রাজ্যে। আপাতত নতুন কোনও আবহাওয়া সিস্টেমও তৈরি হয়নি। ফলে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই রাতের দিকে শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশ কিছুটা কম রয়েছে।

অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়া উপকূলে তৈরি ঘূর্ণিঝড়। ঘূর্ণিঝড়ের নাম ‘সেনিয়ার’। এর নাম দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী। যার অর্থ ‘সিংহ’। মালাক্কা প্রণালীতে তৈরি নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে। এটি ক্রমশ পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে। ৯০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে এটি ইন্দোনেশিয়া উপকূলে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বৃহস্পতিবারই।

অন্যদিকে দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং শ্রীলঙ্কা উপকূলে নতুন করে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ। এটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হতে উত্তর ও উত্তর পশ্চিম দিকে এগোবে। এই সিস্টেমও শক্তিশালী হওয়া সম্ভাবনা। এর অভিমুখ উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরি উপকূল। এর জেরে আগামী কয়েক দিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে তামিলনাড়ুর উপকূল, কেরল এবং অন্ধ্রপ্রদেশে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। সেই সঙ্গে প্রবল বেগে বইবে ঝোড়ো হাওয়া। এই সময় মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

এদিকে আলিপুর জানাচ্ছে, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন শ্রীলঙ্কা উপকূলে নতুন একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় তা ঘনীভূত হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এখনই বাংলার উপকূলে এর কোনও প্রভাব পড়ছে না। এর সরাসরি কোনও প্রভাব নেই বাংলায়। তবে হাওয়ার গতি পরিবর্তন হতে পারে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, প্রবল বর্ষণ ও ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই কারণে পর্যটক ও মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে। এদিকে দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা বেশ কিছু জেলায় সামান্য নেমেছে। ২৪ ঘণ্টায় খুব বেশি পরিবর্তন নেই তাপমাত্রার। তবে শুক্রবার থেকে সামান্য বাড়তে পারে তাপমাত্রা। পরবর্তী দু-তিন দিনে আবার তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বে। দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে। সব মিলিয়ে আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া। কোনও কোনও জেলায় সকালে কুয়াশা এবং পরে পরিষ্কার আকাশ থাকবে। অনুভূত হবে হালকা শীতের আমেজ। সকালে ও রাতে হালকা শীতের অনুভূতি। কলকাতায় ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরের আশেপাশে রয়েছে পারদ। আর পশ্চিমের জেলায় ১১ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ঘোরাফেরা করছে পারদ। সবমিলিয়ে স্বাভাবিকের নিচে তাপমাত্রা। সকালে ও রাতে শীতের আমেজ। বেলায় কিছুটা কমবে শীতের আমেজ। কুয়াশা সতর্কবার্তা না থাকলেও কিছু জেলায় সকালের দিকে হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা।

অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিংয়ের ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে পারদ। তাপমাত্রার খুব একটা পরিবর্তন নেই আগামী কয়েক দিন উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায়। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই শুষ্ক আবহাওয়া। নীচের দিকের জেলা অর্থাৎ দুই দিনাজপুর ও মালদায় তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে আগামী উইকেন্ডে। কলকাতায় বৃহস্পতিবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম।

সম্পাদকীয়

কৃত্রিম মেধার অপপ্রয়োগ নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে মোদীর সতর্কবার্তা উদাহরণযোগ্য

দুনিয়া জুড়ে এখন কৃত্রিম মেধা বা এআই নিয়ে চলছে তুমুল চর্চা। একদিকে আশা, তার পাশে আশঙ্কা, দুইই সমান ভাবে রয়েছে চর্চায়। এখন বাস্তবে এআই কী রূপ নেবে তা নিয়ে নানা মত বিশেষজ্ঞদের। বিভ্রান্ত আম জনতা। তবে এআই নিয়ে ইতিমধ্যে আশঙ্কার পাল্লা কিন্তু ভারী হতে শুরু করেছে। কারণ, এআই সংক্রান্ত বেশ কিছু অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। বলাই বাহুল্য তার বেশিরভাগই এআই-এর অপব্যবহার সংক্রান্ত। কৃত্রিম মেধাকে অবলম্বন করে কুকর্ম শুরু হয়েছে গোটা পৃথিবীতে। বাদ নেই না ভারতও। এই আবহে জি২০-র মঞ্চ থেকে এআই-এর অপব্যবহার নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলকে সতর্কবার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। অনেকেই বলছেন, এর প্রয়োজন ছিল। কারণ, বিপদ সবার দরজায়। তাই কৃত্রিম মেধার এই অপপ্রয়োগ রুখতে আন্তর্জাতিক দুনিয়ার সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। আর সেটা শুরুতেই চোখে আঙুল দিয়ে যিনি দেখিয়ে দিলেন তাঁর নাম নরেন্দ্র মোদী। জি ২০-এর মঞ্চে তিনি কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলাদা করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ডিপফেক, অপরাধ এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ। বর্তমান পরিস্থিতিতে আধুনিক প্রযুক্তির অপব্যবহার রুখতে নিয়ন্ত্রণেবিধি জারি করারও আহ্বান জানান তিনি। একই সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ শহরে জি২০ সম্মেলনে নিজের বক্তব্যে এআই প্রযুক্তিকে বেশি করে মানবকল্যাণে ব্যবহারের উপরও জোর দেন প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এআই যে গোটা পৃথিবীর কল্যাণে ব্যবহার হচ্ছে, এর অপব্যবহার হচ্ছে না; তা আমাদেরই নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য নীতি নির্ধারণ করা দরকার যাতে প্রযুক্তির নিরাপত্তা এবং স্বচ্ছতা বজায় থাকে। ডিপফেক, অপরাধ এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে এর ব্যবহার বন্ধ করতে কড়া নিয়ন্ত্রণবিধির প্রয়োজন। গোটা বিশ্বজুড়ে এআই নিয়ে একাধিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানীর দাবি, প্রযুক্তি বিপ্লবের এই আবিষ্কারে ক্ষতি হবে মানবসভ্যতার। এই বিষয়ে জি২০-র মঞ্চে মোদির মন্তব্য, এআই-এর কাজ হওয়া উচিত মানুষের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত দায়িত্ব মানুষের হাতেই থাকা উচিত।

আজকের দিন

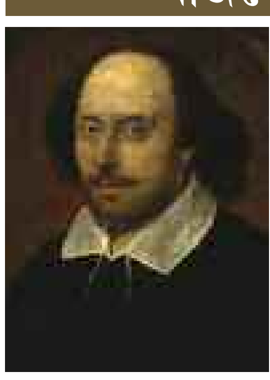

■ ১৫৮২ — উইলিয়াম শেক্সপিয়ার অ্যান হ্যাথাওয়েকে বিয়ে করেন।

■ ১৮৯৩ — নিউজিল্যান্ডের সাধারণ নির্বাচনের সময় ইতিহাসের যেকোনো জাতীয় নির্বাচনে প্রথমবারের মতো নারীরা ভোট দেন।

■ ১৯৪৩ — তেহরান সম্মেলন শুরু হয়, যেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কৌশল নিয়ে আলোচনা করার জন্য নেতা ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট, উইনস্টন চার্চিল এবং জোসেফ স্ট্যালিন মিলিত হন।

■ ১৯৮৯ — চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করে যে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতার উপর একচেটিয়া অধিকার ত্যাগ করবে, যা মখমল বিপ্লবের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত।

জন্মদিন

আজকের দিন

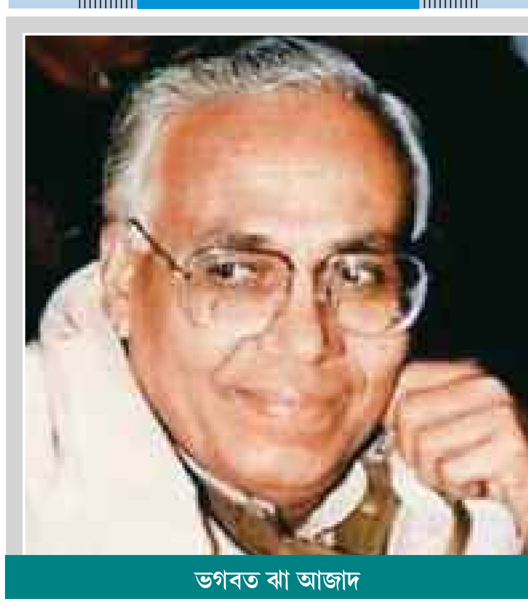

ভগবত ঝা আজাদ

১৯২২. *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ভগবত ঝা আজাদের জন্মদিন।*
১৯৪৫ *বিশিষ্ট লেখক অমর গোস্বামীর জন্মদিন।*
১৯৬২ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সদানন্দ বিশ্বনাথের জন্মদিন।*

আরামবাগ মেডিক্যাল থেকে উধাও শিশুকে কবর থেকে তোলা হল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে শিশু উধাওয়ের ঘটনায় তোলপাড় রাজ্য। কড়া পুলিশ প্রহরায় আরামবাগের বসন্তবাটি এলাকায় কবর থেকে তোলা হয় শিশুর দেহ। তারপর ময়নাতদন্ত করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। জানা গেছে, তিন দিনের শিশুকে বিক্রি করে দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ তোলে পরিবার। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, সদ্যোজাতর মৃত্যু হয়েছে। ভুলবশত অন্য পরিবারের হাতে শিশুর দেহ তুলে দেওয়া হয়েছে। তবে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের এমন নজিরবিহীন দাবি ঘিরে জটিল হচ্ছে রহস্য। ঘটনায় ক্ষুব্ধ পরিবার শিশু ফিরে পেতে আরামবাগ থানায় শিশু নিখোঁজের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। এই ঘটনায় মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের দায়িত্ববোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। জানা গেছে, তারকেশ্বরের বালিগোড়ির বাসিন্দা জাসমিনা বেগমকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় রবিবার ভোরে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সোমবার তিনি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। সদ্যোজাতর অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে মেডিক্যালের এসএনসিইউ বিভাগে ভর্তি করা হয়। বুধবার পরিবারের লোকজন শিশুর খোঁজ করলে তাঁদের জানানো হয় যে, 'মঙ্গলবার রাতে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। ভুলবশত আরামবাগের বড়ডোঙ্গলের একটি পরিবারের হাতে দেহ তুলে দেওয়া হয়েছে।' যদিও বড়ডোঙ্গলের ওই পরিবারের দাবি, এব্যাপারে তাঁরা কিছু জানেন না। তাঁদের শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে দেহ তুলে দেওয়া হয়। শিশুটিকে কবরস্থ করে দেওয়া হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় ফের ফোন করে জানানো হয়, তাঁদের বাচ্চা জীবিত রয়েছে। এরপরই ঘটনা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে তারকেশ্বরের বালিগোড়ির পরিবারটি। তাঁদের সন্দেহ, শিশুটি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁদের শিশুকে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি তোলা হয়। এই বিষয়ে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ রমা প্রসাদ রায় বলেন, 'আমি গোটা বিষয়টি নিয়ে একটা রিপোর্ট চেয়েছি। সেই রিপোর্ট স্বাস্থ্য ভবনে পাঠাবো। সেই মতো যারা এই ভুল করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর এবার আমরা ঠিক করেছি এসব ক্ষেত্রে যারা দেহ নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের কাছ থেকেও একটা আধার কার্ড নেওয়া হবে।'

কথামতো ফর্ম বিলি এবং পূরণ না করায় আক্রান্ত মহিলা বিএলও

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এলাকার এক কংগ্রেস নেতার কথামতো এসআইআর-এর ফর্ম বিলি ও পূরণ না করায় আক্রান্ত হতে হল মহিলা বিএলওকে। স্ত্রীকে মার খেতে দেখে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন স্বামীও। অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট এলাকার কংগ্রেসের ওই প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য মহিলা বিএলওকে চড়, থাপ্পড় মারার পাশাপাশি তাঁর স্বামীর পুরুষাঙ্গে আঘাত করা হয়। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ওই মহিলা বিএলও'র স্বামীকে ভর্তি করানো হয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এই ঘটনায় হামলাকারী কংগ্রেসের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য মহম্মদ কাশিমুদ্দিনের বিরুদ্ধে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মহিলা বিএলও নিবেদিতা মণ্ডল। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ডাটিয়ন গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্ব শিক্ষিকা নিবেদিতা মণ্ডল এসআইআর-এর কাজের জন্য বিএলও'র পদে নিযুক্ত রয়েছেন এলাকায়। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে পার্শ্ববর্তী রাধিকাপুর বালুয়াটোলার গ্রামের বাসিন্দা প্রাক্তন কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য মহম্মদ কসিমুদ্দিন দীর্ঘ কয়েক দিন ধরেই নিবেদিতা এবং তার স্বামী কমল মণ্ডলকে উত্যক্ত করছিলেন। শিক্ষিকা এবং স্বামীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এলাকায় তার নির্দেশেই এসআইআর-এর ফর্ম ফিলাপ করতে হবে। ফর্ম বিলি থেকে ফর্ম সংগ্রহের সমস্ত কাজ তার নির্দেশ মেনেই হবে। কিন্তু নিবেদিতা এবং তার স্বামী এই নির্দেশ না মানায়, এদিন সকালে তাঁদের বাড়িতে চড়াও হয়ে নিবেদিতা ও তাঁর স্বামীকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

পুলিশকে অভিযোগে বিএলও নিবেদিতা মণ্ডল জানিয়েছেন, বালুয়াটোলার গ্রামের বাসিন্দা প্রাক্তন কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য মহম্মদ

কসিমুদ্দিন দীর্ঘ কয়েক দিন ধরেই নিবেদিতা এবং তাঁর স্বামী কমল মণ্ডলকে উত্যক্ত করছিল। শিক্ষিকা এবং স্বামীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এলাকায় তার নির্দেশেই এসআইআর-এর ফর্ম ফিলাপ করতে হবে। ফর্ম বিলি থেকে ফর্ম সংগ্রহের সমস্ত কাজ তার নির্দেশ মেনেই হবে। কিন্তু নিবেদিতা এবং তার স্বামী এই নির্দেশ না মানায় তাদেরকে বেধড়ক মারধর করা হয়। এদিকে পুরো বিষয়টি নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক আলম বলেন, 'ওই ব্যক্তি আমাদের দলের কোনও সদস্য নন। এখন উনি শাসকদলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।' স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক তথা মন্ত্রী তাজমুল হোসেন বলেন, 'যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে সে আমাদের দলের কেউ না। সুতরাং এব্যাপারে কিছু বলতে পারব না।'

জমি সংক্রান্ত বিবাদ, সালিশি সভাতেই খুন জমির মালিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পুরনো একটি গোলমালকে ঘিরে দুই পক্ষের বিবাদ হয়েছিল। আর তার মীমাংসার জন্যই গ্রামে বসেছিল সালিশি সভা। আর সেই সালিশি সভাতেই সকলের সামনেই এক জমির মালিককে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল। অপর পক্ষ সামসুল শেখ সহতার দলবলের বিরুদ্ধে। গোটা ঘটনায় পর প্রাণ গেল দু'জনের। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১ নাগাদ এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় কালিয়াচক থানার কালিয়াচক ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজনগর এলাকায়। সালিশি সভায় দুষ্কৃতীদের হামলায় বাবা, ছেলে-সহ জখম হয়েছেন মোট ৬ জন। আহতেরা প্রত্যেকেই মৃতের নিকট আত্মীয় বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। আক্রান্ত বাবা ও ছেলের চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। বাকি চারজন চিকিৎসাধীন কালিয়াচক গ্রামীণ হাসপাতালে। এই ঘটনার পর কালিয়াচক থানার বিশাল পুলিশবাহিনী রাজনগর এলাকায় তদন্তে পৌঁছায়। ততক্ষণে হামলাকারীরা এলাকা থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। পুলিশ জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই হামলার ঘটনায় ৭ জনকে আটক করা হয়েছে। জমির রাস্তা ব্যবহার করাকে কেন্দ্র করে পুরনো গোলমালকে ঘিরেই এই খুনের ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম একরামুল শেখ (৪৫)। একইসঙ্গে এই ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন একরামুল শেখের ছেলে বাদশা শেখ (৩০)। এখনও কালিয়াচক গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন জাহিরুদ্দিন শেখ (৬৫)। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে একরামুল শেখের রাজনগর এলাকায় কয়েক বিঘা ভুট্টার জমি রয়েছে। এর পিছনে রয়েছে সামসুলের ধানের জমি। কিন্তু একরামুলের জমির রাস্তা ব্যবহার করে ট্রাক্টর নিয়ে যাতায়াত করছিল সামসুল। এনিয়ে প্রতিবাদ করাতে বুধবার বিকাল একরামুল ও সামসুলের দলবলের মধ্যে হাতাহাতি হয়। এরপরই দুই পক্ষের মীমাংসা করতে এদিন রাজনগরের একটি মসজিদ সংলগ্ন ফাঁকা এলাকায় সালিশি বসে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলের সদস্যা মুশরেফা বিবির স্বামী মুক্তার

শেখের নির্দেশেই এই সালিশি শুরু করা হয় বলে অভিযোগ। আর সেখানেই এই হামলার ঘটনাটি ঘটে।

মৃতের এক ভাই আজগার আলি বলেন, 'দাদা একরামুলের গমের ফসল নষ্ট করে সামসুল ও তার দলবল ট্রাক্টর চালিয়ে যাতায়াত করছিল। কারণ সামসুলদের ওই এলাকাতেও কিছু ধানের জমি রয়েছে। এব্যাপারে প্রতিবাদ করাতে গত বুধবার আমার দাদা ও তার কয়েকজন আত্মীয়কে মারধর করে সামসুলের দলবল।' মৃতের আরেক দাদা সারিউল শেখ বলেন, 'এদিন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী মুক্তার শেখের কথামতোই সালিসি সভা বসে। সামসুলের দলবল যে ভাই একরামুলকে অন্যায় ভাবে মারধর করে সেটা প্রমাণিত হয়। তারজন্য ওকে শাস্তি হিসেবে কান ধরে উঠবস করতে বলা হয়। কিন্তু সেই নিদান না মেনেই পাল্টা সকলের সামনেই ভাই একরামুলকে কুপিয়ে খুন করে ওঁরা।' তৃণমূল পরিচালিত কালিয়াচক ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজনগর এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যা মুসরেফা বিবির স্বামী মুক্তার শেখ অবশ্য জানিয়েছেন, তার কথাতে সালিশি সভার আয়োজন হয়নি। তিনি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হিসেবে গিয়েছিলেন। কিন্তু মাঝপথে চলে এসেছিলেন। পরে কি ঘটেছে সেই সম্পর্কে তার কিছু জানা নেই। মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, সালিশি সভায় একজনকে খুন করার অভিযোগ উঠেছে। কয়েকজন জখম হয়েছেন। এই ঘটনায় সামসুল শেখ-সহ তার দলবলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্তরা পলাতক। তাদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

এসআইআর-এর চাপে হার্ট অ্যাটাক বিএলওর?

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: এসআইআর-এর চাপে হার্ট অ্যাটাক বিএলও র, নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করল তৃণমূল। এসআইআর এর চাপে অসুস্থ বিএলও। ভর্তি বিধান নগরের বেসরকারি মাল্টি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে। এই ঘটনাকে ঘিরে শোরগোল এলাকায়। অনৈতিকভাবে তাড়াহুড়ো করে বিএলওদের ভয় দেখিয়ে করানো হচ্ছে কাজ বলে অভিযোগ রাজ্যের পঞ্চায়েত গ্রামোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রীর। বাঁকুড়ার বড়জোড়ার কমল কুমার বিশ্বাস, তিনি মাঝের মানা এলাকার বাসিন্দা। সেই এলাকায় এসআইআর-এর কাজের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। স্ত্রী দিপালী বিশ্বাসের অভিযোগ, 'রাত জেগে দিনের বেশিরভাগ সময়ই এনুমারেসেন ফর্ম পূরণ করেছিল। সেই চাপে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জ্ঞান হারাই সে। সোমবার ভর্তি করা হয় বিধান নগরের বেসরকারি মাল্টি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে। বুধবার হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচার হয়। বর্তমানে তা শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে।' কিন্তু রাজ্যের পঞ্চায়েত গ্রামোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার অভিযোগ করছেন, 'অন্য পেশার সঙ্গে জড়িত মানুষদেরও জোর করে এসআইআর-এর কাজ করানো হচ্ছে। সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। প্রথমে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল ৪ নভেম্বর থেকে চৌঠা ডিসেম্বর পর্যন্ত এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করে জমা দেওয়া যাবে। এখন আবার সেই সময়সীমা কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নিজের মতো করে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের বসিয়েছে। আমরা এসআইআরের বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু এই তাড়াহুড়োর বিরুদ্ধে।'

এসআইআর-এর দৌলতে ৩৭ বছর পর গ্রামের বাড়ি ফিরলেন নিখোঁজ দাদা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: রাজ্য জুড়ে চলছে এসআইআর প্রক্রিয়া। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেককেই রাজ্য থেকে পালাতে দেখা গেছে। এসআইআর নিয়ে দিকে দিকে নানা অভিযোগ। কিন্তু সেই এসআইআর এই হাসি ফোটাল পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের গোবরান্দা গ্রামের চক্রবর্তী পরিবারে। এসআইআর-এর দৌলতে ৩৭ বছর পর অভিমানে বাড়ি থেকে চলে যাওয়া গোবরান্দা গ্রামের বাসিন্দা তথা বিএলও প্রদীপ চক্রবর্তীর দাদা বিবেক চক্রবর্তী বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ি ফিরে আসায় খুশির হাওয়া চক্রবর্তী পরিবারে।

জানা যায়, গোবরান্দা গ্রামের বাসিন্দা দেবনারায়ণ চক্রবর্তীর তিন ছেলে বিবেক, আলোক ও প্রদীপ চক্রবর্তী। তিন মেয়ে সুনীতি, তাপসী, ও বুলা। ছেলেদের মধ্যে বিবেক চক্রবর্তী বড় ছেলে। দীর্ঘ ৩৭ বছর আগে অভিমানে বাড়ি থেকে চলে যায়। তখন তাঁর বয়স ছিল ২৬ বছর। বাড়ির বড় ছেলে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় পরিবারের সকলে চিন্তায় পড়ে। কোনরকম খোঁজ না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়ে সকলে। এক প্রকার সকলেই তাকে খুঁজে পাওয়ার আশা ছেড়ে দেয়। তার মধ্যেই দীর্ঘদিন পর সিনেমার কাহিনীকে হার মানিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে গোবরান্দা গ্রামের বাড়ি ফিরে এলেন বিবেক চক্রবর্তী। জানা যায়, ওয়েবসাইট থেকে বিএলওর মোবাইল নম্বর পেয়ে সুদূর কলকাতার দমদম থেকে এক যুবক পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের মঙ্গলদা মৌতড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গোবরান্দা গ্রামের বিএলও কে ফোন করে স্যার বলে কিছু তথ্য জানতে চায়। ফোনের এপার থেকে গোবরান্দা গ্রামের বাসিন্দা তথা শিক্ষক বিএলও প্রদীপ চক্রবর্তী ওই যুবকের কাছ থেকে জানতে চান তার বাবার নাম কি? তখনই ওই যুবক তাঁর বাবার নাম বিবেক চক্রবর্তী

বলতেই বিএলওর প্রদীপ চক্রবর্তী ওই যুবককে জানান সে স্যার নয় সে তার নিজের কাকা। এরপরই পুরো পরিচয় পেয়ে যেতেই আনন্দে আবেগ ঘন মুহূর্তে চোখের জল ধরে রাখতে পারেনি কেউ। ফোনে দুই ভাই এর মধ্যে দীর্ঘক্ষণ কথা হয়। অবশেষে বৃহস্পতিবার গোবরান্দা গ্রামের বাড়ি ফিরে আসেন বিবেক বাবু। এদিন সকালে বিবেক বাবুকে ফুলের তোড়া দিয়ে অভিনন্দন জানান রঘুনাথপুর ২ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি তথা রঘুনাথপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি গৌরাঙ্গ বাউড়ি সহ অন্যান্যরা। পরে রঘুনাথপুর ২ ব্লকের বিডিও পঙ্কজ দাস তার অফিসে ফুলের তোড়া দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বিবেক বাবু রঘুনাথপুর ২ ব্লকে নজির গড়লেন। তার দীর্ঘায়ু কামনা করি।

ইচ্ছে করেই এসআইআর না করার প্রস্তাব বিধানসভায় পাশ করেননি মুখ্যমন্ত্রী: অধীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: বৃহস্পতিবার বিকেলে বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজ মোড় থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অধীর চৌধুরী। কেরল, তামিলনাড়ুর মতো কেন বিধানসভায় এসআইআর-এর বিরুদ্ধে বিল আনা হলো না সে প্রশ্নও তোলেন অধীর। অধীরবাবুর দাবি, বাংলায় এসআইআরের নামে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে তৃণমূল। এনুমারেশন ফর্ম বিলিতেও কাটমানি আদায় করছে তৃণমূল।

রাজ্যে অপরিকল্পিতভাবে এসআইআর প্রয়োগ এবং রাজ্যে তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যারাক স্কোয়ার মাঠে নিজের শহরে প্রতিবাদ সভার ডাক দিয়েছিলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। আগামী ৪ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদে রাজনৈতিক সভা করতে আসছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে টেক্সটাইল মোড়ে বিশাল জনসভা করে কার্যত জেলা তৃণমূল নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিলেন বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ। এদিনের জনসভায় বিহার থেকে এবং রাজ্য থেকে শীর্ষ নেতৃত্বরা হাজির হয়েছিলেন। সব বক্তার মুখেই তৃণমূল কংগ্রেসের সমালোচনা শোনা গেল। অধীর চৌধুরী বক্তৃতা দিতে উঠে সরাসরি এসআইআর নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে কাঠগড়ায় তুললেন। তিনি বলেন, 'কেরল, তামিলনাড়ু এসআইআর করব না বলে বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ করেছে। আপনি কেন অনুমোদন দিলেন। বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ করলেন না। আর এসআইআর হতেই মানুষকে উত্তেজিত করতে শুরু করলেন। আসলে বাংলায় এসআইআর হলে আপনার ক্ষতির থেকে লাভ বেশি হবে। এটা আপনি জানতেন। বাংলায় ৮০ হাজার ৬৮১ জন বিএলও আপনার লোক। পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি আপনার দখলে। বিডিওরা আপনার লোক। এখন থেকেই সার্টিফিকেট দিতে টাকা তুলতে শুরু করেছে তৃণমূল। এনুমারেশন ফর্ম ফিলাপ করতে তৃণমূল টাকা নিতে শুরু করেছে। আসল খেলাটা হবে ৪ ডিসেম্বরের পর। তখন দর আরও বাড়বে। মুর্শিদাবাদের মানুষ আপনারা ঘাবড়াবেন না। আমরা বিজেপিকে বৈধ ভোটার বাদ দিতে দেব না। তৃণমূলকে অবৈধ ভোটারকে বৈধ করতে দেব না। মানুষের স্বার্থে আমরা লড়ব। শুধু লড়াই নয়। করেই ছাড়ব। আমরা যা বলি তাই করি।'

দুর্গাপুরে পুলকারের সব কাগজই মেয়াদ উত্তীর্ণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: উলুবেড়িয়ার ঘটনার পরেও হয়নি শিক্ষা। ফিটনেস ফেল, পলিউশন ফেল, ইন্সুরেন্স ফেল, ট্যাক্স ফেল, পুলকারে পড়ুয়াদের নিয়ে চলছিল হেলাফেলা। নজরে আসতেই পুলকার আটক করল ট্রাফিক। সম্প্রতি উলুবেড়িয়ায় পুলকার উল্টে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছিল তিন শিশুর। তারপরেই রাজ্য প্রশাসন পুলকারের ওপর গাইডলাইন জারি করে। কিন্তু সেই গাইডলাইনকে তোয়াক্কা করছে ক-জন? দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের পড়ুয়া পরিবহনকারী পুলকারে সব ফেল। ঝুঁকি নিয়েই ক্ষুদে পড়ুয়াদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বৃহস্পতিবার সিটি সেন্টারের আম্বেদকর সরণিতে সেই পুলকার দেখা মাত্রই আটকে দেয় দুর্গাপুর ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ। চালককে ধমক দিয়ে আটক করা হয় পুল কারটি। পড়ুয়াদের অন্য গাড়িতে করে পৌঁছে দেওয়া হয়।

গৃহবধূকে খুনের চেষ্টায় ৬ বছরের কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: প্রতিবেশী এক গৃহবধূকে খুনের চেষ্টার মামলায় এক যুবককে ৬ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিল ঝাড়গ্রাম জেলা আদালত। ২০২২ সালের ২৮ নভেম্বর নয়াগ্রাম থানার দোলগ্রামের বাসিন্দা শ্যামলাল হাঁসদা ওরফে পালু হাঁসদা প্রতিবেশী গৃহবধূ সালমা হাঁসদার বাড়িতে ঢুকে তাঁকে মারধর করে ও প্রাণে মারার চেষ্টা করে। সালমার ছেলে ঘটনাটি দেখতে পেয়ে ছুটে এলে পালু হাঁসদা পালিয়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় সালমা হাঁসদাকে প্রথমে নায়াগ্রাম ও পরে গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার ছেলে নয়াগ্রাম থানার অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ অভিযুক্তকে পরের দিন গ্রেপ্তার করে। ঝাড়গ্রাম আদালতের নির্দেশে জেলবন্দি থাকাকালীন এই মামলার শুনানি শুরু হয়। ২০২৩ সালের শেষের দিকে চার্জ গঠন হওয়ার পর শুনানি শুরু হয়। এই মামলায় মোট ১৪ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। বুধবার এই মামলায় শ্যামলালকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার সাজা ঘোষণা করেন বিচারক সুরজিৎ মজুমদার।

দামোদরের উপর ভেঙে পড়া পাম্পিং স্টেশন পরিদর্শনে পূর্ত আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: দামোদরে ভেঙে যাওয়া পাইপ লাইন পরিদর্শনে এলেন রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল। বৃহস্পতিবার এই প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য, চলতি বছরের ২৩ শে জুলাই বার্নপুরের আসানসোল পুরনিগমের কালাঝরিয়া পাম্পিং স্টেশনের প্রধান পাইপ লাইন যা লোহার পিলারের মাধ্যমে নদী থেকে পাম্পিং স্টেশনে আসে তা ধসে যায়। এই পাইপ লাইন দিয়ে দামোদর থেকে জল তুলে সেই জল পরিশুদ্ধ করে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। আর এই পাইপ লাইন ভেঙে যাওয়ার ফলে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় চূড়ান্ত জল সংকট দেখা দেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে ওঠে। বর্তমান রাজ্য সরকারের ও পৌরনিগমের ব্যর্থতা নিয়ে সরব হয় বিরোধী রাজনৈতিক দল। এই দুর্ঘটনার জেরে রানিগঞ্জ জামুড়িয়া-সহ শিল্পাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় চূড়ান্ত পানীয় জল সংকট দেখা দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে ওইসব এলাকায় পানীয় জলের ট্যাংকার পৌঁছে জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হয়।

অপরদিকে আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল স্বাভাবিকভাবে পানীয় জল সরবরাহের দাবিতে একাধিকবার বিভিন্ন এলাকায় এমনকি জাতীয় সড়কেও অবরোধ করেন। যদিও পৌর নিগমের পক্ষ থেকে বারবার দাবি করা হয় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেরামতির কাজ শুরু করা হবে। বৃহস্পতিবার রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের চার জনের যে প্রতিনিধি দল এসেছিল তারই মধ্যে এক আধিকারিক হেমন্ত কোলে বলেন, 'সরেজমিনে তদন্ত করা হলো, সমস্ত রিপোর্ট দফতরে জমা দেওয়া হবে। যাতে শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হয়।'

সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষের পরিষেবায় ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষদের চিকিৎসা পরিষেবার জন্য ইতিমধ্যেই দেশের মধ্যে নজির গড়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই লক্ষ্যেই সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর উপহার ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র। এই উপহার পেয়ে খুশি সন্দেশখালি বিধানসভার মানুষজন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে স্বাধীনতা পরবর্তীতে সুন্দরবনের দুর্গম প্রান্তিক নদীমাতৃক এলাকার মানুষ পেল বিনামূল্যে ওষুধ, চিকিৎসা ও পরীক্ষার জন্য ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র। বৃহস্পতিবার এই ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার উপস্বাস্থ্য আধিকারিক শ্যামল বিশ্বাস, সন্দেশখালি দুই ব্লকের বিডিও অরুন কুমার সামন্ত, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মদক্ষ্য দিলীপ মল্লিক-সহ বিশিষ্ট জনেরা। এই নিয়ে বসিরহাট মহকুমার ৭টি বিধানসভার মধ্যে বসিরহাট দক্ষিণ, হিঙ্গলগঞ্জ ও সন্দেশখালি এই তিনটি বিধানসভা পেল এই ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র। বাকি ৫টি বিধানসভাই পর্যায়ক্রমে এই পরিষেবা পাবে বলে জানা গিয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনারে বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি এক নম্বর ব্লক ও দুই নম্বর ব্লকের ৭টি নদী ৫টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত এই বিধানসভা প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষের

বাস। যানবাহন বলতে ইঞ্জিন চালিত নৌকা ও ভটভটি যাতায়াত। জীবনযাত্রার নদীতে মাছ ধরা, এবার তাদের কাছে পৌঁছে গেল সম্পূর্ণ বিণামূলের অত্যাধুনিক ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র। যেখানে অত্যাধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিনামূল্যে ঔষধ, বিশেষ করে ইসিজি, হার্ড ইকো কার্ডিওগ্রাফি, সুগার, প্রেসার বিভিন্ন ধরনের রক্তের পরীক্ষার সুযোগ মিলবে। মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন খুলনা হাসপাতালকে হাসপাতাল ৩০ থেকে ৬০ বেড করার, তা হয়েছে। পাশাপাশি ৮ কোটি টাকায় অত্যাধুনিক চিকিৎসা সারঞ্জম দিয়ে সেটি ব্লক হাসপাতাল পরিণত করেছেন। এবার দুর্গম প্রান্তিক মানুষের ঘরের দুয়ারে পৌঁছাতে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র। এতে প্রান্তিক এলাকার মানুষ অনেকটাই উপকৃত হবেন, তাঁদের আর বসিরহাট ও কলকাতায় যেতে তেমন হবে না। ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র উদ্বোধন করে বিধায়ক বলেন, 'আমরা ভাবতে পারিনি যে স্বাধীনতার পর এইরকম ঘরের দুয়ারে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র পাওয়া যাবে। নদী মাত্রিক দ্বীপ অঞ্চল রয়েছে অনেক পঞ্চায়েতের স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই। সেখানে অনেকটাই মানুষ পরিষেবা পাবেন। পাশাপাশি স্কুল গুলো ও মাদ্রাসা সহ একাধিক যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলো বিনামূল্যে ওষুধ ও হেলথ চেকআপ করবে এই ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র। সুন্দরবনের চিকিৎসা কেন্দ্রকে অত্যন্ত আধুনিক করা হয়েছে যা সুন্দরবেনের মানুষের কাছে অভিনব প্রাপ্তি। আমারা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।'

চোখ চুরি হয়নি, খুবলেছে ইঁদুর বা ছুঁচো জাতীয় প্রাণী, জানালেন বারাসাত মেডিক্যালের এমএসভিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হসপিটালের পুলিশ মর্গ থেকে কোনো চোখ চুরির ঘটনা ঘটেনি বলে জানিয়ে দিলেন ওই মেডিকেল কলেজ এমএসভিপি ডাঃ অভিজিৎ সাহা। বৃহস্পতিবার দুপুরে তিনি সাংবাদিকদের এমনটাই জানান। তিনি জানান, পথ দুর্ঘটনায় মৃত প্রীতম ঘোষের দেহ দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের পর তিন সদস্যের বিশেষজ্ঞ দলের প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ইদুর-ছুঁচো জাতীয় কোনও প্রাণী চোখের অংশ খুবলিয়েছে। কারণ বাঁ-চোখের কোটোরের মধ্যে চোখের কিছু অংশ পাওয়া গেছে। তার

থেকেই প্রমাণিত হয় অপরেশন করে চোখ তুলে নেওয়ার বা চোখ চুরির কোনও ঘটনা হয়নি। সেই রিপোর্ট স্বাস্থ্যভবনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।' তিনি আরও জানান, সরকারি পরিকাঠামোয় মর্গেও নিয়মিত পেস্ট কন্ট্রোল করা হয়। এজেন্সি মারফত সেই কাজ হয়। মর্গ একটিক থাকলে এমন কোনও প্রাণীর দেখা পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে রাতের দিকে অনেক সময় দেহ ঢোকানো হয়। সে সময় হয়তো কোন কিছু ঢুকে গিয়েছিল। আগামীতে যাতে এধরনের কোনও ঘটনা না-ঘটে তার জন্য আরও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি বুধবার থেকেই মেডিক্যাল কলেজের একাডেমিক বিল্ডিং-এ নতুন অত্যাধুনিক মর্গ চালু হয়ে গেছে। এই মর্গে ৬টি কুলিং চেম্বার আছে। সেখানে ৬টি দেহ রাখা যাবে। সেক্ষেত্রে পুরনো মর্গের ব্যবহার আস্তে আস্তে কমিয়ে আনা হবে বলেও জানিয়েছেন এমএসভিপি। এই প্রসঙ্গে এমএসভিপি জানান, 'আগের মর্গটি বহুবছর আগেরে তৈরি। তার কিছু পরিকাঠামোগত সমস্যা ছিল। বারাসাত হাসপাতাল থেকে এটি মেডিক্যাল কলেজে উন্নীত হলে, সেখানে উন্নত ও অত্যাধুনিক মর্গ তৈরি করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সেই কাজ চলছিল। কাজ সম্পন্ন হওয়াতে বুধবার থেকে সেটি চালু করা হয়েছে।' বারাসাত মেডিক্যাল কলেজে চোখ চুরির প্রতিবাদে রন্তুশীল ঘোষের নেতৃত্বে জেলা সভাপতি রাজীব পোদ্দারের উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ।

এসআইআর আবহে তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: এসআইআর আবহে মৃত্যু হয়েছে এক তৃণমূল কর্মীর। বৃহস্পতিবার ৫ নম্বর শিরোমনি অঞ্চলের আবাস এলাকার ১২ নম্বর বুথের বাসিন্দা শ্যামল সুস হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। পরিবারের এবং তৃণমূলের দাবি, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম না থাকার কারণে বেশ কয়েকদিন ধরে চিন্তায় ও আতঙ্কে ছিলেন। ১৯৯৫ সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও, ২০০২ সালে তাঁর নাম ছিল না। ১৯৯৮ সাল থেকে তৃণমূল দল করতেন তিনি। প্রথমে তিনি কেশপুরের শোলডিহা শ্যামচাঁদপুরের বাসিন্দা ছিলেন। অভিযোগ, সিপিএমের অত্যাচারের পর ঘর ছাড়া হয়ে মেদিনীপুরে বসবাস শুরু করেছিলেন।

শুরু হবে উখড়া রেল ওভারব্রিজের কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উখড়া: উখড়া এলাকার মানুষের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে। পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি তথা পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রয়াস ও আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহার উদ্যোগে। এলাকা পরিদর্শনে এলেন রেলের সিইও অজয় কুমার ও সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। পাণ্ডবেশ্বর উখড়া সহিসহ মানুষের দীর্ঘদিনের ইচ্ছাপুরণ হতে চলেছে। বৃহস্পতিবার চূড়ান্ত নকশা নিয়ে পরিদর্শন করলেন রেলের আধিকারিক ও বিধায়ক। পাণ্ডবেশ্বর উখড়া বিভিন্ন এলাকার মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছিল রেলগেটকে নিয়ে, হাজার হাজার মানুষের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই রেলগেট। বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর তৎপরতায় সংসদ শত্রুঘ্ন সিনহার সহযোগিতায় রেল কর্তৃপক্ষকে মানুষের যন্ত্রণার কথা নিয়ে চিঠি করা হয়। বেশ কয়েক বছর ধরে মাপজোক, কথাবার্তা চলার পর আর চূড়ান্ত নকশা নিয়ে পরিদর্শন করলেন রেলের আধিকারিকগণ। স্বভাবতই খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা তরুণ গড়াই জানান, 'স্কুল, কলেজ এবং অ্যাম্বুল্যান্স স্তব্ধ হয়ে যেত এই রাস্তা দিয়ে। অতি দ্রুত কাজ চললে খুব ভালো হয়।' বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, 'সাধারণ মানুষের যে কষ্ট লাঘব হবে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আমরা সাংসদকে পত্র দিয়েছিলাম, সেই পত্র মোতাবেক রেল কর্তৃপক্ষ সাড়া দিয়েছেন। আজকে চূড়ান্ত নকশা নিয়ে রেলের আধিকারিক আলোচনা করলেন এবং অতি দ্রুত কাজ চালু হবে।'

ধান ক্রয় কেন্দ্র পরিদর্শনে জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি ব্লকের কৃষক বাজার পরিদর্শন করলেন জেলা শাসক। জেলাশাসক ছাড়াও জামবাড়ী এলাকায় এদিনের এই পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক (গঙ্গারামপুর) অভিষেক শুক্লা, কুশমন্ডি ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ডাঃ নয়না দে-সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। জানা গিয়েছে, সরকারি উদ্যোগে ইতিমধ্যে ধান ক্রয় করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়

এবারে ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ১ লক্ষ ২৫ হাজার মেট্রিকটন। সুষ্ঠুভাবে সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে কিনা সেটি খতিয়ে দেখ তে এদিন পরিদর্শনে আসেন জেলাশাসক।

এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বালা সুব্রামানিয়ান টি জানান, 'জেলায় ধান ক্রয়ের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। গত বছর এই সময়ে এত ধান ক্রয় করা হয়ে ওঠেনি। এবছর আগে থেকেই দপ্তর থেকে নির্দেশ এসেছিল। সেই মতো আমরা তাড়াতাড়ি ধান ক্রয় কেন্দ্র গুলিতে ধান ক্রয় করার তৎপরতা শুরু করে দিয়েছি। মোটের ওপরে ধানের মান ভালই আসছে। এই বছরে আমাদের ধান ক্রয়ের লক্ষ মাত্রা এক লক্ষ ২৫ হাজার মেট্রিক টন রয়েছে।'

NOTICE

[Tata Consumer Products Limited]

Registered office: 1, Bishop Lefroy Road, Kolkata, West Bengal, 700020

NOTICE is hereby given that the certificate[s] for the undermentioned securities of the company has been lost/misplaced and the holder[s] of the said securities/applicant[s] have applied to the company to release the new certificate. The company has informed the holders/applicants that the said shares have been transferred to IEPF as per IEPF rules.

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the company at its registered office within 15 days from this date, else the company will proceed to release the new certificate to the holders/applicants, without further information.

Name[s] of the holder[s]	Kind of securities	Folio No.	No. of securities	Certificate No.	Distinctive numbers
B J Srinivas	Equity	TFB0005300	4690	10607	18221861-18226550

Place: Bangalore
Date: 28/11/2025

B J Srinivas
[Name of the holder[s]/ Applicant[s]]

ফর্ম নং. ইউআরসি. ২

[কোম্পানিস অ্যাক্ট, ২০১৩ এর ধারা ৩৭৪(খ) এবং কোম্পানিস (রেজিস্ট্রারের জন্য অনুমোদিত) রুলস, ২০১৪ এর নিয়ম ৪(১) অনুসারে] অধ্যায় XXI এর অংশ ১- এর অধীনে রেজিস্ট্রেশন সম্বন্ধে বিবৃতি প্রদানের বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি মারফৎ জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানিস অ্যাক্ট, ২০১৩ এর ধারা ৩৬৬ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে, **সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, গুরগাঁও, হরিয়ানা, ভারত, পিন ১২২০৫০**-এর রেজিস্ট্রারের কাছে একটি আবেদন করা হয়েছে যে **মেসার্স সেলেস্টো এলাস্টো টেপ ম্যানুফ্যাকচারার্স**, একটি অংশীদারী সংস্থা, কোম্পানিস অ্যাক্ট, ২০১৩ এর অধ্যায় XXI এর অংশ ১- এর অধীনে শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ একটি কোম্পানি হিসেবে রেজিস্ট্রিকৃত হতে পারে।

২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ:

ক) সব ধরনের কাপড়, ফ্যাব্রিক টেপ, বয়ন করা ইলাস্টিক টেপ, হোসিয়ারি সুতো, ডিজাইনার লেস, মনোফিলামেন্ট এবং মাল্টিফিলামেন্ট সুতো, কৃষি সুতো, মাছ ধরার সুতো, ফাইবার, জিপার, সেলাই সুতো, পলিয়েস্টার সম্পূর্ণরূপে টানা সুতা এবং অন্যান্য সমস্ত টেক্সটাইল উপকরণ, পণ্য এবং সকল ধরণের এবং বিবরণের আনুষাঙ্গিক উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বয়ন, বুনন, রঞ্জন, টেক্সচারাইজিং, ফিনিশিং, রূপান্তর এবং ব্যবসা পরিচালনা করা।

খ) তুলা, পলিয়েস্টার, মিশ্রিত এবং সিন্থেটিক সুতো, সেলাইয়ের সুতো, জিপার উপাদান এবং সংশ্লিষ্ট টেক্সটাইল মধ্যস্থতাকারী পণ্য তৈরির ব্যবসা এবং উৎপাদন, স্পিন, এক্সট্রুড, টুইস্ট, উইন্ড, ডাই, ব্লিচ, ফিনিশিং, যার মধ্যে রয়েছে কার্যভার, চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন এবং টেক্সটাইল এবং পোশাক শিল্পের সাথে সম্পর্কিত কার্যক্রম গ্রহণ করা।

গ) পুনর্ব্যবহার, পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ, উৎপাদন, এবং সকল ধরণের প্লাস্টিকের স্ক্র্যাপ, বর্জ্য, ফ্লেক্স, গ্রানুল, রেজিন এবং পলিমার-ভিত্তিক উপকরণের ব্যবসা, যার মধ্যে রয়েছে টেক্সটাইল-গ্রেডের কাঁচামাল, তন্তু, সুতো এবং পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক এবং পলিমার থেকে তৈরি অন্যান্য চুক্তিভিত্তিক পণ্য উৎপাদন।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি এবং সংস্থার নিবন্ধগুলির একটি অনুলিপি দপ্তরে পরিদর্শন করা যেতে পারে, ঠিকানা: ইউনিট - ৭০৭এ, ডায়মন্ড হেরিটেজ, অষ্টম তল, ১৬, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-৭০০০০১।

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি মারফৎ জানানো হচ্ছে যে এই আবেদনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে চাইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে **সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, গুরগাঁও, হরিয়ানা, ভারত, পিন ১২২০৫০** এবং/অথবা ইউনিট - ৭০৭এ, ডায়মন্ড হেরিটেজ, অষ্টম তল ১৬, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-৭০০০১- এই ঠিকানায় রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে তাঁদের আপত্তি জানাতে পারেন, এবং একটি অনুলিপি কোম্পানির রেজিস্ট্রিকৃত কার্যালয়ে জমা দিতে পারেন।

আবেদনকারীর নাম(গুলি)
১. নির্মল কুমার খেতাওয়াত
২. শুভম খেতাওয়াত

তারিখ: ২৭/১১/২০২৫

এসবিআই আরএসিপিসি চুঁচুড়া (৬৪১৫৩)
'রহড়া প্লাজা', ২য় তল, মিউনিসিপাল বাসস্ট্যান্ড
জে সি ঘোষ সরণি, চুঁচুড়া জেলা - হুগলি ৭১২১০১
পব ই-মেল - sbi.64153@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c. Nos. 39951202383 (HBL), 39986273309 (Suraksha)

যেহেতু

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে দাবি নোটিশ **২০.০৯.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী প্রলয় চৌধুরি, পিতা পরিমল কান্তি চৌধুরি এবং সহ-ঋণগ্রহীতা শ্রীমতী মানসী চৌধুরি, স্বামী শ্রী প্রলয় চৌধুরি ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং এ৩, ২য় তল, "বসুন্ধরা অ্যাপার্টমেন্ট", হোল্ডিং নং ৩৩০, রেলওয়ে কলোনি, ওয়ার্ড নং ২২, থানা রিষড়া, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২২৫০ অন্যান্য ঠিকানা - বরুয়া পাড়া, রিষড়া এম, মোড়েপুকুর, থানা - শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২২৫০** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২২,৭৫,১১৬.৪২ টাকা (বাইশ লাখ পঁচাত্তর হাজার একশ ষোলো টাকা এবং বিয়াল্লিশ পয়সা) ১৯.০৯.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি চুঁচুড়া শাখার** নিকট বকেয়া **২২,৭৫,১১৬.৪২ টাকা (বাইশ লাখ পঁচাত্তর হাজার একশ ষোলো টাকা এবং বিয়াল্লিশ পয়সা) ১৯.০৯.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ।

ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট টাইলস মেঝে, ফ্ল্যাট নং এ৩, ২য়তলে, বহুতল (জি-৩) ভবনে নাম বসুন্ধরা অ্যাপার্টমেন্ট, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১২০০ বর্গফুট কমবেশি মৌজা রিষড়া, জেএল নং ২৭, আরএস দাগ নং ২৩১৭, এলআর দাগ নং ৭৭২৭, আরএস খতিয়ান নং ৩২১, এলআর খতিয়ান নং ১৩৯১৪, রিষড়া পুরসভা ওয়ার্ড নং ২২, হোল্ডিং নং ৩৩০, রেলওয়ে কলোনি, থানা : রিষড়া, জেলা হুগলি, দলিল নং ০৬০৫০২০০২, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০৫-২০২১, পৃষ্ঠা ৫৭৩৩১ থেকে ৫৭৩৫৪, -২০২১ সালের, এডিএসআরও শ্রীরামপুর, জেলা হুগলি।

সম্পত্তি শ্রী প্রলয় চৌধুরী, পিতা পরিমল কান্তি চৌধুরী এবং শ্রীমতি মানসী চৌধুরী, স্বামী শ্রী প্রলয় চৌধুরী এর নামে।

ভবন এর চৌহদ্দি : উত্তরে : এ কে সিং এর সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** চন্দন সাহা এর সম্পত্তি; **পূর্বে :** পুরসভা সড়ক, **পশ্চিমে :** শেখর রঞ্জন দাসের সম্পত্তি।

তারিখ - ২৭.১১.২০২৫
স্থান - চুঁচুড়া, হুগলি

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
মেসার্স সেন হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড সিপি(আইবি) নং ৪৬/কেবি/২০২৪ (গৃহীত)
কর্পোরেট ডেটরের বিনিয়োগকারীগণের প্রতি আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১. কর্পোরেট ডেটরের নাম	সেন হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড
২. কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬
৩. যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	কোম্পানি রেজিস্ট্রার-কলকাতা
৪. কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U67120WB1996PTC077312
৫. কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	রেজিস্টার্ড অফিস : ৮৫, এস এন ব্যানার্জি রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৪
৬. কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	নির্দেশ তারিখ : ২৫.১১.২০২৫ (নির্দেশ এনসিএলটি এর ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে ২৬.১১.২০২৫ তারিখে)
৭. ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২৪.০৫.২০২৬ কর্পোরেট দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ থেকে ১৮০ দিন
৮. সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	শ্রী অনুপ কুমার সিং, IBBI/IPA-001/IP-P00153/2017-2018/10322 এএফএ বৈধ : ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত
৯. বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	ঠিকানা : ৫মতল, ফ্ল্যাট ৪এ, বৈদ্যরাজ নিকেত, ২২/২৮এ, মনোহর পুকুর রোড,দেশপ্রিয় পার্কের নিকট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০২৯। ইমেল : anup_singh@stellarinsolvency.com
১০. সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	ঠিকানা : স্টেলার ইনসলভেন্সি প্রফেশনালস এলএলপি, স্যুট ১বি, ২য়তল, ২২/২৮এ, মনোহরপুকুর রোড, দেশপ্রিয় পার্ক, কলকাতা-৭০০০২৯। ইমেল : senholdings.sipl@gmail.com
১১. দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	০৯.১২.২০২৫
১২. বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	আইআরপি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রযোজ্য নয়
১৩ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	আইআরপি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রযোজ্য নয়
১৪. (ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	(ক) Web link:https://www.ibbi.gov.in/home/downloads (ক) Web link:https://www.ibbi.gov.in/home/downloads ঠিকানা : স্টেলার ইনসলভেন্সি প্রফেশনালস এলএলপি, স্যুট ১বি, ২য়তল, ২২/২৮এ, মনোহরপুকুর রোড, দেশপ্রিয় পার্ক, কলকাতা-৭০০০২৯। ইমেল : senholdings.sipl@gmail.com খ) প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে মেসার্স সেন হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ২৫.১১.২০২৫ তারিখে।

মেসার্স সেন হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড (কর্পোরেট ডেটর)-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ০৯.১২.২০২৫ তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে। আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন। ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।

মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
শ্রী অনুপ কুমার সিং
অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার
IBBI/IPA-001/IP-P00153/2017-2018/10322
এএফ বৈধ ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত
তারিখ এবং স্থান : ২৮ নভেম্বর ২০২৫, কলকাতা

নিউ হিন্দ সিল্ক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
রেজিস্টার্ড অফিস : ১১১এ, পার্ক স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-৭০০০১৬
লিকুইডেটর : বিনয় কুমার সিংহানিয়া
আইবিবিআই ঠিকানা : প্রযত্নে বি কে এস অ্যান্ড কোং, ডায়মন্ড হেরিটেজ ১৬ স্ট্র্যান্ড রোড, ইউনিট ৫১৯, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১
ইমেল আইডি : binay1@yahoo.com যোগাযোগ নম্বর : +৯১ ৯৪৩৩০৬৮৭৯০
ই-নিলাম - ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে সম্পদ বিক্রয়
কর্পোরেট ডেটরের ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
সময় : দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রাসরণ সহ)
নিলাম প্ল্যাটফর্মে প্রাক-যোগ্যতা নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ
১৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ দুপুর ১টা পর্যন্ত।
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ দুপুর ১টা পর্যন্ত

নিউ হিন্দ সিল্ক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড- দেউলিয়াগ্রস্ত এর লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ হিসেবে বিক্রয় করা হবে, যা ১৩.০৬.২০২৪ তারিখের আদেশ অনুসারে মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর কর্তৃক। বিক্রয়টি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে করা হবে - **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home**

বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
ব্লক এ (অ্যাসেট আইডি ২৩০৬)			
ফার্নিচার এবং ফিক্সচার, প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি, কম্পিউটার, অফিস সরঞ্জাম এবং তালিকাসহ, ১১১এ, পার্ক স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০১৬ বিক্রি এবং অ-চলতি সম্পদ এবং স্বল্প মেয়াদি এবং দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ এবং অগ্রিম এবং অন্যান্য চালু সম্পদ সহ বিক্রি- ১. অতালিকাভুক্ত পাবলিক কোম্পানি এর শেয়ারে বিনিয়োগ ২. বিলম্বিত কর সম্পদ ৩. দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ এবং অগ্রিম ৪. সিকিউরিটি ডিপোজিট ৫. ট্রেড রিসিভেবল ৬. স্বল্প মেয়াদি ঋণ এবং অগ্রিম নগদ এবং নগদ সমতুল	৪,১৪,০০,০০০ (চার কোটি চোদ্দ লাখ) টাকা	৪১,৪০,০০০ (একচল্লিশ লাখ চল্লিশ হাজার) টাকা	১,০০,০০০ (এক লাখ টাকা) টাকা

দ্রষ্টব্য : অনুগ্রহ করে কর্পোরেট ডেটরের মালিকানাধীন সম্পদ বিক্রির বিস্তারিত ই-নিলাম নথি দেখুন EAUCTION/2025/01।

বিক্রয়ের শর্তাবলী নিম্নরূপ :

১. ই-নিলাম "যেখানে যেমন আছে" "যেখানে যা আছে", "যেমন আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" পরিচালিত হবে কারণ এই ধরনের বিক্রয় আইবিবিআই ই-নিলাম পোর্টালে ব্যাঙ্কনেট দ্বারা **https://ibbi.baanknet.com/ eauction-ibbi/home**-এ অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে কোনও ধরণের ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই করা হবে।

২. সকল আবেদনকারীকে ইএমডি জমা দেওয়ার এবং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিতে উল্লিখিত শর্তাবলী পর্যালোচনা করার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। লিকুইডেটরের সাথে **binay1@yahoo.com; ip.newhind@gmail.com** এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।

৩. এসসিসি-এর সাথে পরামর্শ করে দরপত্র ঘোষণার পর, লিকুইডেটর সফল দরদাতাকে একটি লেটার অফ ইনটেন্ট (এলওআই) জারি করবেন এবং অবশিষ্ট অর্থের বিবেচনা চাইবেন। (ই-নিলাম নথিতে উল্লিখিত বিস্তারিত শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে)। প্রাথমিক ইএমডি এবং আরও ইএমডি হিসাবে জমা করা পরিমাণ চূড়ান্ত বিক্রয় মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে এবং সফল দরদাতাকে অবশিষ্ট অর্থের একটি সমন্বয়কৃত পরিমাণ বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করতে হবে। উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে সফল দরদাতা কর্তৃক অবশিষ্ট অর্থ জমা না করলে সফল দরদাতা কর্তৃক জমা করা সম্পূর্ণ অর্থ (ইএমডি + অন্য যেকোনো পরিমাণ) বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৪. আগ্রহী ডাকদাতার ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় নথি সংযুক্ত করুন ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে।

৫. স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে এই আমন্ত্রণপত্রটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্যে এবং বিক্রয় কার্যকর করার জন্য লিকুইডেটর বা কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনও ধরণের বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর কোনও কারণ ছাড়াই এবং কোনও দায়বদ্ধতা ছাড়াই প্রক্রিয়াটি বাতিল বা পরিবর্তন করার এবং/অথবা কোনও আগ্রহী পক্ষ/সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী/দরদাতাকে গ্রহণ না করার এবং/অথবা অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

৬. দরদাতা BAANK NET প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home**-এ নিলাম এবং নিবন্ধনের নির্দেশিকা পড়তে পারবেন। আগ্রহী দরদাতাদের ওয়ালেটের মাধ্যমে BAANK NET-এ বায়না জমা (ইএমডি) পরিমাণ জমা দিতে হবে।

৭. BAANK NET-এর পক্ষ থেকে কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা সিস্টেম সমস্যার ক্ষেত্রে, লিকুইডেটর দায়ী থাকবে না। ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তাদের সক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য দরদাতা সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। তবে, কোনও প্রশ্ন বা সহায়তার ক্ষেত্রে আগ্রহী ক্রেতাকে নিলাম নথির আরও শর্তাবলী সাপেক্ষে নির্ধারিত নিলামের ২৪ ঘন্টা আগে লিকুইডেটরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

৮. ইচ্ছুক দরদাতাদের, তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার আগে, ব্যক্তিগতভাবে সম্পদের মান বা নথি দেখতে পারেন নিজ ব্যয়ে এবং সন্তুষ্টির জন্য। উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি সম্ভাব্য দরদাতারা প্রাক অনুমতি সাপেক্ষে স্থান পরিদর্শন করতে পারবেন; শ্রী বিনয় কুমার সিংহানিয়ার সাথে যোগাযোগ করতে হবে। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী নির্ধারিত সময়ে নিলাম পরিচালনা করবে।

৯. ই-নিলামের তারিখ ও সময় : **১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত (৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)।**

লিকুইডেটর
শ্রী বিনয় কুমার সিংহানিয়া
নিউ হিন্দ সিল্ক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P00041/2017-18/10102
ই-মেইল binay1@yahoo.com যোগাযোগ নং +৯১ ৯৪৩৩০৬৮৭৯০

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৮.১১.২০২৫

GIC HOUSING FINANCE LTD.

জিআইসি হাউজিং ফাইনান্স লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স বিল্ডিং, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, ১৪ জামশেদজি টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বাই-৪০০ ০২০।
শাখা অফিস (বারাসাত শাখা) : ২য় ফ্লোর, কৈলাশ ভবন, ৭৪/৩৮, যশোর রোড, পিন - ৭০০ ১২৭।
শাখা অফিস (কলকাতা শাখা) : ৫, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, বি.বা.দি বাগ, রয়্যাল ইন্স্যুরেন্স বিল্ডিং, পিন - ৭০০ ০০১।
শাখা অফিস (দুর্গাপুর শাখা) : এমএনএভি-২০, নর্থ অ্যাভিনিউ, বেঙ্গল অম্বুজা হাউজিং কমপ্লেক্স, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩ ২১৬।
শাখা অফিস (গড়িয়া শাখা) : ২১, গড়িয়া স্টেশন রোড, আনন্দ আবাসান, বারহাঁস, গড়িয়া, কলকাতা, পিন - ৭০০ ০৮৪।

প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি

বিষয় : সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০২০ -এর রুল ৮ -এর সাব-রুল (১) অধীনে দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী জিআইসিএইচএফএল-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ -এর ১৩(২) ধারা অধীনে নিম্নে বর্ণিতমতো তাদের স্ব-স্ব তারিখে ইসু করা দাবি নোটিস অনুসারে নিম্নোক্ত নামীয় আপনাদের/ঋণগ্রহীতাদের স্ব-স্ব নোটিস পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিশোধের আহ্বান জানান। আপনারা /ঋণগ্রহীতারা সবাই, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, সুতরাং জিআইসিএইচএফএল সারফেইসি আইন, ২০০২ -এর ও তদধীন রুলস-এর সঙ্গে পঠিত ১৩ ধারা এবং (৪) উপধারার বিধানাবলি অধীনে প্রদত্ত অধিকার ও তা প্রয়োগক্রমে অত্র নিম্নে বর্ণিতমতো জামিনযুক্ত পরিসম্পদ-এর প্রতীকী দখল নিয়েছেন।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতা(গণ)- এর নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নং	বন্ধকীকৃত সম্পত্তির ঠিকানা	দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া পরিমান (টাকায়)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ	প্রতীকী দখলের তারিখ
১.	শ্রী অভিষেক সিং এবং শ্রীমতী মঞ্জু সিং WB0770600000436 (বারাসাত শাখা অফিস)	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩সি এর সকল যা তৃতীয় ফ্লোরের দক্ষিণ-পূর্ব-উত্তর দিকে অবস্থিত এবং যার সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া প্রায় ৬৭০ (ছয় শত সত্তর) বর্গফুট। এতে দুটি বেডরুম, একটি ডাইনিং, একটি রান্নাঘর, একটি শৌচাগার এবং একটি বারান্দা রয়েছে এবং মার্বেল ফ্লোরিং সহ এটি লিফট সুবিধাবিহীন একটি জি+৩ তলা ভবনের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এটির জমির সংযুক্ত হোল্ডিং নং ৫৪৪ এবং সংযুক্ত প্রেমিসেস নং ১৯/৪, দয়াল কৃষ্ণ মুখার্জি রোড, কলকাতা ৭০০ ০৩৫, ওয়ার্ড নং ৪, বরানগর থানা, বরানগর পৌরসভা, এ.ডি.এস.আর. কাশীপুর-দমদম-এর এখতিয়ারের অধীনে উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত। চৌহদ্দি- উত্তর দিকে- শ্রীমতী বীণা ধারা ও অন্যান্যদের সম্পত্তি; দক্ষিণ দিকে- শচীন্দ্র নাথ সরকারের সম্পত্তি; পূর্ব দিকে- গণেশ দুলুই এবং মঙ্গলা দুলুইয়ের সম্পত্তি; পশ্চিম দিকে- ১২ ফুট চওড়া পৌর রাস্তা।	১৭,১৬,৩৪৯/-	০৩.০৬.২০২৫	২৫.১১.২০২৫
২.	শ্রী গৌতম পাল এবং শ্রীমতী শুভঙ্কর পাল WB0770600000574 (বারাসাত শাখা অফিস)	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট যা ফ্ল্যাট নং বি হিসাবে চিহ্নিত এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৬১১.৭০ বর্গফুট, তৃতীয় ফ্লোরে অবস্থিত, মার্বেল ফিনিশ সহ এবং লিফট সুবিধাবিহীন 'কৃষ্ণলতা' নামক ভবনে অবস্থিত। উক্ত ভবনটি বারাসাত পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ৩১, হোল্ডিং নং এন/৩৪, হৃদয়পুর স্টেশন রোড, থানা বারাসাত, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা-য় অবস্থিত। চৌহদ্দি- উত্তর দিকে- নেপাল চন্দ্র ঘোষের সম্পত্তি; দক্ষিণ দিকে- বিশ্বনাথ ঘোষ; পূর্ব দিকে- রায় চৌধুরীর সীমানা; পশ্চিম দিকে- ১৪ ফুট চওড়া রাস্তা।	১৪,৫৮,০১২/-	০৩.০৬.২০২৫	২৫.১১.২০২৫
৩.	শ্রী জয়ন্ত মল্লিক এবং শ্রীমতী সাধনা মল্লিক WB0770600000023 (বারাসাত শাখা অফিস)	প্রায় ৯.৪৫ শতক বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমি যা মৌজা রাজারাপুর, আর.এস. দাগ নং ১০৭৬ ও এল.আর. দাগ নং ১০৭৯, আর.এস. খতিয়ান নং ৩২২, খন্ড খতিয়ান নং ৩৮২ ও ৩৮৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৬০০, জে.এল. নং ১৪৭ (পূর্বে ২৫৫)-এর অধীনে অবস্থিত। এটি কালুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমার মধ্যে, থানা বনগাঁ, সাব রেজিস্ট্রি অফিস বনগাঁ, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা-য় অবস্থিত।	৮,০২,৭৯১/-	০৩.০৬.২০২৫	২৪.১১.২০২৫
৪.	শ্রী প্রীতম দে এবং শ্রীমতী হাসি দে WB0770600000410 (বারাসাত শাখা অফিস)	প্রায় ৫.৭৯ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের জমি, যা জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, মৌজা মানিকনগর, জে.এল. নং ৮৯, তৌজি নং ২০০৭, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৫৮৬, এল.আর. দাগ নং ৮৬৪, হোল্ডিং নং ২১/২১২/১৮২, অশোকনগর থানা, অশোকনগর কল্যাণগড় পৌরসভার ওয়ার্ড নং ২১-এর সীমার মধ্যে অবস্থিত। সম্পত্তির চৌহদ্দি- উত্তর দিকে- বাসন্তী দে-র ফাঁকা জমি; দক্ষিণ দিকে- ৫ ফুট চওড়া সাধারণ পথ; পূর্ব দিকে- রবি ঝা-এর বাড়ি; পশ্চিম দিকে- ছায়ান বোড়ালের বাড়ি।	৩,৭৩,৩৯৯/-	০৩.০৬.২০২৫	২৪.১১.২০২৫
৫.	শ্রীমতী তাপসী দাস এবং প্রয়াত অচিন্ত দাস WB0770600000215 (বারাসাত শাখা অফিস)	বাস্তু ভূমি, যার পরিমাপ প্রায় ৪.০৪২৫ শতক, যা প্লট নং আর-১ হিসাবে চিহ্নিত। এটি মৌজা বাইকারা, আর.এস. দাগ নং ১৪২ ও এল.আর. দাগ নং ১৪২, আর.এস. খতিয়ান নং ১২, এল.আর. খতিয়ান নং ৮৫, ২৭৭ ও ৩৭৬, নতুন এল.আর. খতিয়ান নং ৯৪৯, তৌজি নং ১৭ (পূর্বে ৩৫২৬), জে.এল. নং ৫২-এর অধীনে অবস্থিত এবং মৌজা- বার্ডগাম-এর ০১ শতক জমির ক্ষেত্রে আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৩১৩৯, আর.এস. খতিয়ান নং ২৯৪, তৌজি নং ১৪, জে.এল. নং ১৩৯, থানা- গাইঘাটা, পিন- ৭৪৩২৪৫-এর অধীনে অবস্থিত। সম্পত্তির চৌহদ্দি- উত্তর দিকে- অনন্ত দাস; দক্ষিণ দিকে- তাপী হালদার; পূর্ব দিকে- রাস্তা; পশ্চিম দিকে- শ্যামল মন্ডল।	১৫,২৩,১১৯/-	২৬.০৩.২০২৫	২৪.১১.২০২৫
৬.	শ্রী নেতাই রায় এবং শ্রীমতী শীলা রায় WB0070110001777 (কলকাতা শাখা অফিস)	আবাসিক ফ্ল্যাট নং ১বি এর সকল যা ১ম ফ্লোরে অবস্থিত, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮২০ বর্গফুট। এটির হোল্ডিং নং আরজিএম ১৫/১৬৪, প্রেমিসেস নং পিসি-৪৫/বি, অর্জুনপুর (তালতলা), মৌজা-অর্জুনপুর, আর.এস. দাগ নং ১১৬ ও ৩৪৪, এল.আর. দাগ নং ৪১২ ও ৪১৩, আর.এস. খতিয়ান নং ৫৮, ১০৪ ও ১২৫, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৫৭১ ও ৩৫৭২, তৌজি নং ১৮১, রে.সা. নং ১৬০, জে.এল. নং ৭, থানা- বাগুইহাটি, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০ ০৫৯-এ অবস্থিত। সম্পত্তির চৌহদ্দি- উত্তর দিকে- ১৩ ফুট চওড়া রাস্তা; দক্ষিণ দিকে- বিমল ব্যানার্জির সম্পত্তি; পূর্ব দিকে- ৬ ফুট প্যাসেজ; পশ্চিম দিকে- ৬ ফুট প্যাসেজ।	১৪,০৯,৫১৬/-	২৬.০৩.২০২৫	২৬.১১.২০২৫
৭.	শ্রী অরিন্দম চক্রবর্তী, শ্রী অলোক কান্তি চক্রবর্তী, শ্রীমতী রেবা চক্রবর্তী এবং শ্রী সুনীল চক্রবর্তী WB0070610001715 (কলকাতা শাখা অফিস)	প্রায় ০৩ কাঠা ০ ০ ছটাক ২১ বর্গফুট পরিমাপের জমির সকল, যার সাথে দুই তলা ভবন রয়েছে। এটির মৌজা- বেহালা, সি.এস. দাগ নং ৬৫৬০, সি.এস. খতিয়ান নং ১৯০৬, জে.এল. নং ২, প্রেমিসেস নং ১২১/১, নেতাজি সুভাষ রোড, থানা- বেহালা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০ ০৩৪-এর অধীনে অবস্থিত। সম্পত্তির চৌহদ্দি- উত্তর দিকে- জগত বন্ধু সেনের বাড়ি; দক্ষিণ দিকে- পাকা রাস্তা ও ড্রেন; পূর্ব দিকে- কুরুনি বালা দাসীর সম্পত্তি; পশ্চিম দিকে- রাধামাধব নাথের জমি।	১৬,৯২,০১৬/-	২৬.০৩.২০২৫	২৬.১১.২০২৫
৮.	শ্রী শান্তনু চক্রবর্তী এবং শ্রীমতী কৃতাঞ্জলি চক্রবর্তী WB0070610003607 (কলকাতা শাখা অফিস)	প্রায় ২.৩৪২৬ শতক বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমি, যা মৌজা- আনিয়া, জে.এল. নং ২৪, তৌজি নং ১৭-এর অধীনে অবস্থিত। এটি আর.এস. দাগ নং ১০৬২, এল.আর. দাগ নং ১১৬৪-এর সাথে সংশ্লিষ্ট (জমির এলাকা প্রায় ০.০৬১৫ শতক), আর.এস. দাগ নং ১০৬৬, এল.আর. দাগ নং ১১৬৮-এর সাথে সংশ্লিষ্ট (জমির এলাকা প্রায় ০.১৫৯৬ শতক), আর.এস. দাগ নং ১০৬৮, এল.আর. দাগ নং ১১৭০-এর সাথে সংশ্লিষ্ট (জমির এলাকা প্রায় ০.০৩৫ শতক), আর.এস. দাগ নং ১০৮৫, এল.আর. দাগ নং ১১৮৫-এর সাথে সংশ্লিষ্ট (জমির এলাকা প্রায় ০.০১০ শতক), আর.এস. দাগ নং ১০৮৬, এল.আর. দাগ নং ১১৮৬-এর সাথে সংশ্লিষ্ট (জমির এলাকা প্রায় ০.০৬৬৫ শতক), আর.এস. দাগ নং ১১১৯, এল.আর. দাগ নং ১২১৬/৪৩২৮-এর সাথে সংশ্লিষ্ট (জমির এলাকা প্রায় ০.০২ শতক)। এটির এল.আর. খতিয়ান নং ৬৮৯ (বর্তমানে ২১২১), হোল্ডিং নং ৪৫৫, আনল্যা নর্থ, থানা- চণ্ডীতলা, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৭০৬-এর অধীনে অবস্থিত। সম্পত্তির চৌহদ্দি- উত্তর দিকে- ৫ ফুট চওড়া সাধারণ পথ; দক্ষিণ দিকে- ৩ ফুট চওড়া নিজস্ব সাধারণ পথ; পূর্ব দিকে- শ্রী শান্তনু চক্রবর্তীর ফাঁকা জমি; পশ্চিম দিকে- অখিল চক্রবর্তীর জমি।	৮,২৯,৫২০/-	২৬.০৩.২০২৫	২৪.১১.২০২৫
৯.	শ্রীমতী সানজিদা খাতুন এবং মহঃ সৈয়দ জাওয়াইদ রহমান WB0460610002257 (দুর্গাপুর শাখা অফিস)	প্রায় ৭৮ কাঠা পরিমাপের জমি, মৌজা- বেনাঘোরিয়া, জে.এল.- ৩৭, প্লট/দাগ নং- আর.এস.- ৬৯, ৬৯/২১১, ৬৯/৩৮৮, এল.আর- ১৮৩, ১৮৪, ১৮১, ১৮৫, খতিয়ান নং- আর.এস- ৩৩, এল.আর.- ১১৭৩, ১১৬৯, ১১৭২, ১১৬৮, ১১৭০, ১১৭৪, ১১৭১-এর মধ্যে অবস্থিত। এবং আবাসিক ফ্ল্যাট/ইউনিট নং ৪০১ (চারশত এক) যা 'বিনায়ক কমপ্লেক্স ব্লক ২' নামক ভবনের চতুর্থ ফ্লোরে অবস্থিত, যার কভার্ড এরিয়া ৯৩৬ (নয় শত ছত্রিশ) বর্গফুট, সংশ্লিষ্ট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১১৭০ (এক হাজার এক শত সত্তর) বর্গফুট । এডিএসআর-আসানসোল, থানা- সালানপুর, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩৩৪৪-এর অধীনে অবস্থিত একটি 'বাড়ি' (২২.০৫.২০২৩ তারিখের ডিড নং আই-২৩২৪০২১৪৪ অনুসারে সুরক্ষিত সম্পদ হিসাবে)। চৌহদ্দি- উত্তর দিকে- রাস্তা (২০ ফুট চওড়া); দক্ষিণ দিকে- রাস্তা (১১ ফুট চওড়া); পূর্ব দিকে- দুর্গামন্দির রোড (১৫ ফুট চওড়া); পশ্চিম দিকে- হরাপদ দাস ও অন্যান্যদের জমি।	১৮,২৪,৫৯৭/-	১৬.০৪.২০২৫	২৬.১১.২০২৫
১০.	শ্রী জয়দেব দাস WB0460610002042 (দুর্গাপুর শাখা অফিস)।	প্রায় সাড়ে ৩ (৩½) শতক পরিমাপের জমি, যা প্লট নং ৯৬৯, খতিয়ান নং ৫৪/১০৯, এলআর খতিয়ান নং ১২৬, মৌজা সুলতানপুর, জেএল নং ৪৮, থানা- মেজিয়া, ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস সালতোরে, জেলা- বাঁকুড়া, গ্রাম- রানীপুর, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে, থানা- মেজিয়া, পোঃ- গঙ্গাজলঘাটি, জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২২১৩৩-এ অবস্থিত। (১৫.১২.২০০৯ তারিখের ডিড নং আই-১৪১০ অনুসারে সুরক্ষিত সম্পদ হিসাবে)। চৌহদ্দি- উত্তর দিকে- কৃষ্ণ দাস ও রসিক দাস-এর প্লট; দক্ষিণ দিকে- প্লট নং ৯৬৯; পূর্ব দিকে- আদিত্য দাস-এর প্লট ও প্লট নং ৯৬৯; পশ্চিম দিকে- প্লট নং ৯৬৯।	৭,৫৬,৪৪০/-	১০.০৬.২০২৪	২৫.১১.২০২৫

এই বিজ্ঞপ্তির পরেও ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখের ৭ দিনের মধ্যে জিআইসিএইচএফএল-এর কাছে সম্পর্কিত সম্পত্তির খালি ও শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের জন্য, নতুবা নিম্নস্বাক্ষরকারী বাধ্য হবেন জোর করে উপরোক্ত সম্পত্তির বাস্তবিক দখল নিতে এবং/বা উপরোক্ত সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে এই তারিখ থেকে ৩০ দিন সময়কালের পরে সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এবং তথাকার রুলস অধীনে ব্যবস্থিত পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে।

ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে, উপরে উল্লেখিত সম্পত্তির/জামিনযুক্ত পরিসম্পদ বা তার যে-কোনও অংশ নিয়ে কাজকারবার না করতে এবং উক্ত সম্পত্তি/জামিনযুক্ত পরিসম্পদ নিয়ে যে-কোনও কাজকারবার অত্র উপরে সম্পত্তির পার্শ্বে বর্ণিত অর্থ জিআইসিএইচএফএল এর ধার্য সাপেক্ষ হবে সম্পূর্ণ পেমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত তার ওপর আরও সুদ সহ প্রদেয় হবে।

জামিনযুক্ত পরিসম্পদ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তারিখ , ২৮.১১.২০২৫
স্থান - কলকাতা

জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিঃ-র পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank

মুর্শিদাবাদ সার্কেল অফিস, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, পোস্ট-বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেইল: cs8283@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং ৫৪) -এর অধীনে ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়।

লটে সম্পত্তি (নিম্নে বর্ণিত)	ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	যে সময় পর্যন্ত
ক্র. নং. ১ থেকে ২২	অনলাইন: ৩০.১২.২০২৫	দুপুর ১.০০টা পর্যন্ত

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮(৬) বন্দোবস্তের অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক /সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বন্ধকী/চার্জযোগ্য আছে, যার গঠনমূলক/বাস্তবিক/প্রতীকী দখল নিয়েছেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক, তা ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''সেখানে যা কিছু আছে'' ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ-এর কাছ থেকে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা এবং অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং মূল্য ইত্যাদি বকেয়া উদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ [উক্ত সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতার গঠনমূলক দখল/বাস্তবিক দখলে আছে]

ক্র. নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতাগণ / জামিনদারগণের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ, মালিকের নাম (সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতা) এবং দখল	ক) সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মুল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমান	ক) ই-অকশনের তারিখ এবং সময় খ) সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়বদ্ধতার বিশদ
১.	**শাখার নাম:** **হরিহরপাড়া (০৩৩৪২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- গোপাল হালদার** **গোপাল হালদার (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- প্রয়াত মন্মথ হালদার, গ্রাম- ভাগীরথপুর, পোঃ ও থানা - ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ৩০৩, পশ্চিমবঙ্গ। **তিলোকা বালা হালদার (জামিনদার)** স্বামী- প্রয়াত মনমথ হালদার, গ্রাম- ভাগীরথপুর, পোঃ ও থানা - ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ৩০৩, পশ্চিমবঙ্গ।	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা হোল্ডিং প্লট নং আর.এস. ১১৬৯/২৪৩৪, খতিয়ান নং ৩৯৬০, মৌজা - ভাগীরথপুর, জে.এল. নং ৪৬-এ অবস্থিত এবং যার পরিমাপ প্রায় ৪১২ বর্গফুট, জেলা মুর্শিদাবাদ। সম্পত্তিটি তিলোকা বালা হালদার, স্বামী- প্রয়াত মন্মথ হালদার-এর নামে রয়েছে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তরে - দুলাল হালদার; দক্ষিণে- সিপিআইএম পার্টি অফিস ও ৮ ফুট চওড়া রাস্তা; পূর্বে- তোতন হালদারের ফাঁকা জমি; পশ্চিমে- নিহার হালদারের সম্পত্তি। **স্বত্বাধিকারী: তিলোকা বালা হালদার,** স্বামী- প্রয়াত মনমথ হালদার **(দখল - গঠনমূলক)**	**ক) ২৬.০৫.২০১৬** **খ) ০৭.০৯.২০১৬** **গ) ৪,৬১,৩৩৪.০০ টাকা** **(চার লক্ষ একষট্টি হাজার তিনশত চৌত্রিশ টাকা মাত্র)** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	**ক) ৬,৬৯,০০০.০০ টাকা** **খ) ৬৬,৯০০.০০ টাকা** **গ) ২০,০০০.০০ টাকা**	**ক) ৩০.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত** **খ) অজানা**
২.	**শাখার নাম:** **মুর্শিদাবাদ (১৬২৪১০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- কবির এন্টারপ্রাইজ** **মেসার্স কবির এন্টারপ্রাইজ, (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী- হুমায়ুন কবির** পিতা- মুক্তাদির শেখ, গ্রাম- রঞ্জিত পাড়া, পোঃ-হরিভাঙ্গা, থানা - মুর্শিদাবাদ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ। **মুক্তাদির শেখ (জামিনদার)** পিতা- হাজি আহাদ আলী, গ্রাম- রঞ্জিত পাড়া, পোঃ-হরিভাঙ্গা, থানা - মুর্শিদাবাদ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ।	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা দাগ/প্লট নং এল.আর. ১০৮৭, খতিয়ান নং এল.আর. ১৪৯৪, মৌজা খানপুর, জে.এল. নং ৩৯, থানা মুর্শিদাবাদ, জেলা মুর্শিদাবাদের অধীনে অবস্থিত এবং যার পরিমাপ প্রায় ০৪ ডেসিমেল। সম্পত্তিটি মুক্তাদির শেখ, পিতা- হাজি আহাদ আলী-এর নামে রয়েছে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর দিকে- চপাতুল্লা শেখের বাড়ি; দক্ষিণ দিকে- ৮ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা; পূর্ব দিকে- আব্দুল গণির বাড়ি; পশ্চিম দিকে- আশরাফুল শেখের বাড়ি। **স্বত্বাধিকারী: মুক্তাদির শেখ,** পিতা- হাজি আহাদ আলী। **(দখল - গঠনমূলক)**	**ক) ২৯.১০.২০১৩** **খ) ০১.১০.২০১৯** **গ) ৫,৪৭,৪৩১.০০ টাকা** **(পাঁচ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার চারশত একত্রিশ টাকা মাত্র)** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	**ক) ৫,৩৫,০০০.০০ টাকা** **খ) ৫৩,৫০০.০০ টাকা** **গ) ২০,০০০.০০ টাকা**	**ক) ৩০.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত** **খ) অজানা**
৩.	**শাখার নাম:** **ডাকবাংলো মোড় (১৬৬৮২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- মহঃ সাহিদ শেখ** **সাহিদ শেখ (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মহঃ মনজুর আলী, গ্রাম- হুসেননগর, পোঃ-তিনপাকুরিয়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২০২, পশ্চিমবঙ্গ **মহঃ শাকির আলী (জামিনদার)** পিতা- মনজুর আলী, গ্রাম- হুসেননগর, পোঃ-তিনপাকুরিয়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২০২, পশ্চিমবঙ্গ	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ প্রায় ০.০৪৫০ ডেসিমেল, যা এল.আর. প্লট নং ২৮৫৩, এল.আর. খতিয়ান নং ১৪৯০০ ও ৩৫২১, মৌজা- অনুপনগর, জে.এল. নং ৯০, গ্রাম অনুপনগর, থানা সামশেরগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদে অবস্থিত। **স্বত্বাধিকারী: মহঃ শাকির আলী,** পিতা- মনজুর আলী, গ্রাম- হুসেননগর, পোঃ , তিনপাকুরিয়া, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন , ৭৪২২০২, পশ্চিমবঙ্গ **(দখল - গঠনমূলক)**	**ক) ০১.১০.২০১৮** **খ) ১৩.১২.২০১৮** **গ) ৬,২১,৭০৪.৮৫ টাকা** **(ছয় লক্ষ একুশ হাজার সাতশত চার টাকা ও পঁচাশি পয়সা মাত্র)** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	**ক) ৫,৭৪,০০০.০০ টাকা** **খ) ৫৭,৪০০.০০ টাকা** **গ) ২০,০০০.০০ টাকা**	**ক) ৩০.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত** **খ) অজানা**
৪.	**শাখার নাম:** **ডাকবাংলো মোড় (১৬৬৮২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- সেনা বিবি** **সেনা বিবি (ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- বসীর শেখ, গ্রাম- রতনপুর, পোঃ- ধুলিয়ান, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২০২। **মহঃ বরজাহান শেখ (জামিনদার)** পিতা- কায়েস শেখ এবং জলিম্যান বিবি (জামিনদার), স্বামী- জাসিস শেখ, ঠিকানা- গ্রাম- রতনপুর, পোঃ-ধুলিয়ান, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২০২।	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ প্রায় ৬.৬২৫ ডেসিমেল, যা এল.আর. প্লট নং ২৩৩১, এল.আর. খতিয়ান নং ৬৩৯১ ও ৩৫২১, মৌজা- অনুপনগর, জে.এল. নং ৯০, গ্রাম রতনপুর, কাছানতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে, থানা সামশেরগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদে অবস্থিত। সম্পত্তিটি মহঃ বরজাহান শেখ, পিতা- কায়েস শেখ এবং জলিম্যান বিবি, স্বামী- জাসিস শেখ -এর নামে রয়েছে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর দিকে- দিলওয়ার শেখের জমি; দক্ষিণ দিকে- সিরাজুল শেখের বাড়ি; পূর্ব দিকে- সিরাজুল শেখের জমি; পশ্চিম দিকে- অ্যাপোচ রোড। **স্বত্বাধিকারী:১। মহঃ বরজাহান শেখ,** পিতা- কায়েস শেখ, **২। জলিম্যান বিবি,** স্বামী- জাসিস শেখ **(দখল - গঠনমূলক)**	**ক) ০১.১০.২০১৮** **খ) ১৩.১২.২০১৮** **গ) ৫,০৯,০৯৬.০০ টাকা** **(পাঁচ লক্ষ নয় হাজার ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র)** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	**ক) ১৪,৫৮,০০০.০০ টাকা** **খ) ১,৪৫,৮০০.০০ টাকা** **গ) ২০,০০০.০০ টাকা**	**ক) ৩০.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত** **খ) অজানা**
৫.	**শাখার নাম:** **ভাদুড়িয়াপাড়া (১০৯৫২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- ভাই ভাই ইলেক্ট্রিকস** **মেসার্স ভাই ভাই ইলেক্ট্রিকস,** **স্বত্বাধিকারী- এলা বক্স,** পিতা- বিচারউদ্দিন, গ্রাম ও পোঃ-ফরিদপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ৩০৩। **এলা বক্স,** পিতা- বিচারউদ্দিন, (ঋণগ্রহীতা) গ্রাম ও পোঃ-ফরিদপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ৩০৩ **এ.এস মহঃ ইস্টেন (জামিনদার)** পিতা- ইমান আলী মন্ডল, ঠিকানা- গ্রাম ও পোঃ- ফরিদপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ৩০৩।	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই ভূমি ও দুই তলা ভবন যা হোল্ডিং এল.আর. প্লট নং - ৩৮০/১৮৮৫৮, এল.আর. খতিয়ান নং ১৫১৯৯; মৌজা- ফরিদপুর, জে.এল. নং ৪০-এ অবস্থিত এবং যার পরিমাপ প্রায় ৩৬ ডেসিমেল। সম্পত্তিটি এলা বক্স, পিতা- বিচারউদ্দিন, গ্রাম ও পোঃ- ফরিদপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ -এর নামে রয়েছে। **স্বত্বাধিকারী: এলা বক্স,** পিতা- বিচারউদ্দিন। **(দখল - গঠনমূলক)**	**ক) ২৪.০৫.২০১৬** **খ) ০৭.০৯.২০১৬** **গ) ৪,৪১,৭৯৫.৩৫ টাকা** **(চার লক্ষ একচল্লিশ হাজার সাতশত পঁচানব্বই টাকা এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা মাত্র)** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	**ক) ৩৯,৩৯,০০০.০০ টাকা** **খ) ৩,৯৩,৯০০.০০ টাকা** **গ) ২০,০০০.০০ টাকা**	**ক) ৩০.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত** **খ) অজানা**
৬.	**শাখার নাম:** **পালসন্ডা (১৬২০২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- আনোয়ার সেলিম বিশ্বাস** **আনোয়ার সেলিম বিশ্বাস (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- সাইদুর রহমান বিশ্বাস, ১। গ্রাম- উদয়জল, পোঃ-পালসন্দা, থানা - নবগ্রাম, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২৩৮ ২। ৮৭/৩৭, ওল্ড পুলিশ লাইন রোড, পোঃ-বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০১। **শের আলম খান (জামিনদার)** পিতা- প্রয়াত ফজলু খান, গ্রাম- তালবাগান পাড়া, পোঃ-চালতিয়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১৬৫।	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা প্লট নং এলআর ৮৫৩, খতিয়ান নং এলআর ৩৪, মৌজা- দক্ষিণগ্রাম, জে.এল. নং ৪৮, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এ অবস্থিত এবং যার পরিমাপ প্রায় ৮.২৫ ডেসিমেল। সম্পত্তিটি আনোয়ার সেলিম বিশ্বাস, পিতা- সাইদুর রহমান বিশ্বাস-এর নামে রয়েছে। **স্বত্বাধিকারী: আনোয়ার সেলিম বিশ্বাস,** পিতা- সাইদুর রহমান বিশ্বাস **(দখল - গঠনমূলক)**	**ক) ১৪.০২.২০১৯** **খ) ০৭.০৫.২০১৯** **গ) ৩,২৪,৪১৬.০০ টাকা** **(তিন লক্ষ চব্বিশ হাজার চারশত ষোল টাকা মাত্র)** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	**ক) ৮,০২,০০০.০০ টাকা** **খ) ৮০,২০০.০০ টাকা** **গ) ২০,০০০.০০ টাকা**	**ক) ৩০.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত** **খ) অজানা**
৭.	**শাখার নাম:** **বালিঘাট (০৭৮৪২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- হোসেন শেখ** **হোসেন শেখ,** পিতা- প্রয়াত রব্বানি মন্ডল, (ঋণগ্রহীতা) গ্রাম- গোকুলপুর, পোঃ-বালি গোকুলপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ৩০২, পশ্চিমবঙ্গ।	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা দাগ/প্লট নং এল.আর. , ৭৩৮, ৭৩৮/৮৬৪, ৭৩৯, ৭৩৯/৮৬৫, খতিয়ান নং এল.আর. , ১৩৯৬/১, মৌজা বালী, জে.এল. নং ২৬, জেলা মুর্শিদাবাদ-এর অধীনে অবস্থিত এবং যার পরিমাপ প্রায় ১১ ডেসিমেল। সম্পত্তিটি হোসেন শেখ, পিতা- প্রয়াত রব্বানি মন্ডল-এর নামে রয়েছে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর দিকে- জিলান রহমান; দক্ষিণ দিকে- দোখালি শেখ; পূর্ব দিকে- মালিকদের জমি; পশ্চিম দিকে- পঞ্চায়েত রোড। **স্বত্বাধিকারী: হোসেন শেখ,** পিতা- প্রয়াত রব্বানি মন্ডল **(দখল - গঠনমূলক)**	**ক) ১৩.০৬.২০১৬** **খ) ২৩.০৯.২০১৬** **গ) ৫,৭৭,৪৬২.৩৩ টাকা** **(পাঁচ লক্ষ সাতাত্তর হাজার চারশত বাষট্টি টাকা ও তেত্রিশ পয়সা মাত্র)** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	**ক) ৯,৯৯,০০০.০০ টাকা** **খ) ৯৯,৯০০.০০ টাকা** **গ) ২০,০০০.০০ টাকা**	**ক) ৩০.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত** **খ) অজানা**
৮.	**শাখার নাম:** **বহরমপুর (৪৪৬৬০০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- ভাই ভাই ফার্টিলাইজার** **মেসার্স ভাই ভাই ফার্টিলাইজার (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী- আব্দুল রউফ** গ্রাম- বলরামপুর, পোঃ-বাসুদেবখালি, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৮৭।	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই ভূমি ও একতলা ভবন যা মৌজা- বলরামপুর, জে.এল. নং ২০, এল.আর. প্লট নং ৬৩৩ (এলাকা ০.০০৪০ একর) এবং এল.আর. প্লট নং ৬৩৫ (এলাকা ০.০৩ একর), এল.আর. খতিয়ান নং ৫২-এর অধীনে অবস্থিত, মোট এলাকা (০.০০৪০ + ০.০৩) = ০.০৩৪০ একর, জমির ধরণ - ভিটি। এটি রাধারঘাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীনে অবস্থিত, ২০১১ সালের ডিড নং ১২৫৯৫ (এডিএসআর সদর জেলা, মুর্শিদাবাদে নিবন্ধিত) অনুসারে দানপত্র দলিল অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী: আব্দুল রউফ,** পিতা- ইসলাম শেখ, গ্রাম- বলরামপুর, পোঃ- বাসুদেবখালি, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১৮৭ **(দখল - গঠনমূলক)**	**ক) ১৬.০৮.২০২২** **খ) ২৭.১২.২০২২** **গ) ২,৭৬,৭৩৫.০০ টাকা** **(দুই লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার সাতশত পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র)** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	**ক) ৪,৯২,০০০.০০ টাকা** **খ) ৪৯,২০০.০০ টাকা** **গ) ২০,০০০.০০ টাকা**	**ক) ৩০.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত** **খ) অজানা**
৯.	**শাখার নাম:** **মুর্শিদাবাদ (১৬২৪১০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- আব্দুল মান্নান (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- প্রয়াত আরমান শেখ, গ্রাম- এলাহীগঞ্জ, পোঃ- দহাপাড়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ।	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা পুরাতন দাগ/প্লট নং ৬৬, এল.আর. ২১৩, খতিয়ান নং এল.আর. ৩২৮, মৌজা রায়তনবাগ, জে.এল. নং ৭, থানা মুর্শিদাবাদ, জেলা মুর্শিদাবাদ -এর অধীনে অবস্থিত এবং যার পরিমাপ প্রায় ২.২৫ ডেসিমেল। সম্পত্তিটি আব্দুল মান্না, পিতা- প্রয়াত আরমান শেখ-এর নামে রয়েছে। **স্বত্বাধিকারী: আব্দুল মান্না,** পিতা- প্রয়াত আরমান শেখ **(দখল - গঠনমূলক)**	**ক) ২২.০৩.২০১৬** **খ) ২১.০৯.২০১৬** **গ) ৬,৩৫,৪১৪.২৪ টাকা** **(ছয় লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার চারশত চৌদ্দ টাকা চব্বিশ পয়সা মাত্র)** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	**ক) ১২,৫৬,০০০.০০ টাকা** **খ) ১,২৫,৬০০.০০ টাকা** **গ) ২০,০০০.০০ টাকা**	**ক) ৩০.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত** **খ) অজানা**
১০.	**শাখার নাম:** **জলঙ্গী (০২৩১০০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- গোলাম কিবরিয়া** **গোলাম কিবরিয়া (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- শামসুল হোদা, গ্রাম ও পোঃ-নাটিয়াল, থানা জলঙ্গী, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২৩০৮ **গোলাম সোহর্তো (জামিনদার)** পিতা- শামসুল হোদা, গ্রাম ও পোঃ-নাটিয়াল, থানা জলঙ্গী, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২৩০৮ **শামসুল হোদা (জামিনদার)** পিতা- আব্দুস সামাদ, গ্রাম ও পোঃ-নাটিয়াল, থানা - জলঙ্গী, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ৩০৮	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই জমি ও একতলা ভবন যা মৌজা- দেবিপুর, জে.এল. নং ৪, এল.আর. প্লট নং ০৪, ০৫, এল.আর. খতিয়ান নং ৯৫৩১, ১২০২২, ১২০২৩-এর অধীনে অবস্থিত এবং যার পরিমাপ ৮ ডেসিমেল, জমির ধরণ - বাড়ি। এটি কাঁটাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- জলঙ্গী, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীনে অবস্থিত, ২০১৩ সালের ডিড নং ১২৫১ (এডিএসআর, গোয়াসে নিবন্ধিত) অনুসারে দানপত্র দলিল অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী: ১) গোলাম কিবরিয়া, ২) গোলাম সোহর্তো** (উভয়েই পিতা- শামসুল হোদা), **৩) শামসুল হোদা,** পিতা- আব্দুস সামাদ। **(দখল - গঠনমূলক)**	**ক) ২৩.০৯.২০২২** **খ) ০৬.০১.২০২৩** **গ) ৪,৪৯,৩২২.৯৬ টাকা** **(চার লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার তিনশত বাহাত্তর টাকা এবং ছিয়ানব্বই পয়সা মাত্র)** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	**ক) ৪৭,৮১,৭০০.০০ টাকা** **খ) ৪,৭৮,১০০.০০ টাকা** **গ) ২০,০০০.০০ টাকা**	**ক) ৩০.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত** **খ) অজানা**
ক্র. নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতাগণ / জামিনদারগণের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ, মালিকের নাম (সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতা) এবং দখল	ক) সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মুল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমান	ক) ই-অকশনের তারিখ এবং সময় খ) সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়বদ্ধতার বিশদ
১১.	**শাখার নাম:** **নিমতলা চুনাখালি (০৭০০২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- দেবাশীষ পান্ডা** **দেবাশীষ পান্ডা (ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম- নিমতলা গ্রীন ফার্ম, পোঃ-কাসিমবাজার, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০২	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই জমি ও দোতলা বাণিজ্যিক ভবন যা মৌজা- নাগপাড়া, জে.এল. নং ১০৩, এল.আর. প্লট নং ১০০/২৭৯, এল.আর.খতিয়ান নং ৭০৭-এর অধীনে অবস্থিত এবং যার পরিমাপ ০.৮২৫ ডেসিমেল অর্থাৎ ৩৬০ বর্গফুট (প্রতিটি ফ্লোর)। এটি হাতিনগর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ -এর অধীনে অবস্থিত, ২০০৫ সালের ডিড নং ৩০৮৫ (এডিএসআর, সদর মুর্শিদাবাদে নিবন্ধিত) অনুসারে বিক্রয় দলিল অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী: দেবাশীষ পান্ডা,** পিতা- দয়ানিধি পান্ডা **(দখল - গঠনমূলক)**	**ক) ১০.০২.২০২২** **খ) ২১.০৪.২০২২** **গ) ১৯,০৯,১০৫.৮৫ টাকা** **(উনিশ লক্ষ নয় হাজার একশত পাঁচ টাকা এবং পঁচাশি পয়সা মাত্র)** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	**ক) ১৮,৫৯,৪০০.০০ টাকা** **খ) ১,৮৫,৯৪০.০০ টাকা** **গ) ২০,০০০.০০ টাকা**	**ক) ৩০.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত** **খ) অজানা**
১২.	**শাখার নাম:** **গোরাবাজার (০৮২২২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- বাপ্পাদিত্য সিংহ** **বাপ্পাদিত্য সিংহ (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- হরেন্দ্র সিংহ, ১২/৬, বি.এন. সেন রোড, খাগড়া, পোঃ-বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১০১ **সুমিতা সিংহ (সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- হরেন্দ্র সিংহ, ১২/৬, বি.এন. সেন রোড, খাগড়া, পোঃ-বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০১ **বিক্রম সিংহ,** পিতা- হরেন্দ্র সিংহ, ৬/১২, বি.এন. সেন রোড, খাগড়া, পোঃ-বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০১	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা প্লট নং আরএস ২১৪৬, এলআর ৪৫৯১, আরএস ২১৪৬/৩২২৯, এলআর ৪৫৯৪, খতিয়ান নং এলআর ৭২১৮, মৌজা- সাইদাবাদ, জে.এল. নং ১০০-এর অধীনে অবস্থিত এবং যার পরিমাপ ০.০২২৫ একর, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ। **স্বত্বাধিকারী: সুমিতা রানী সিংহ,** স্বামী- হরেন্দ্র সিংহ **(দখল - গঠনমূলক)**	**ক) ১৯.১১.২০১৯** **খ) ২৭.০১.২০২০** **গ) ৬,৮৮,৯৮২.০০ টাকা** **(ছয় লক্ষ আটাশি হাজার নয়শত বিরাশি টাকা মাত্র) ১৬.১১.২০১৯ তারিখ অনুযায়ী** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	**ক) ২২,৫৯,০০০.০০ টাকা** **খ) ২,২৫,৯০০.০০ টাকা** **গ) ২০,০০০.০০ টাকা**	**ক) ৩০.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত** **খ) অজানা**
১৩.	**শাখার নাম:** **লক্ষ্মীপুর (১১৬৭২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- জাবির শেখ** **জাবির শেখ (ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম- লক্ষ্মীপুর, পোঃ-রঘুনাথপুর, থানা - সুতি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২২৩।	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই জমি ও একতলা ভবন যা মৌজা- কাঁচড়ামারি, জে.এল. নং ৭৬, প্লট নং আরএস ৮১, এলআর ৭২ (এলাকা ০.০১১৩ একর), প্লট নং আরএস ৮২, এলআর ৭৩ (এলাকা ০.০৩ একর)-এর অধীনে অবস্থিত, এলআর খতিয়ান নং ১৪৯৩ সহ, মোট এলাকা (০.০১১৩+০.০৩) = ০.০৪১৩ একর, জমির ধরণ - বাড়ি। এটি লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২২৩-এর অধীনে অবস্থিত, ২০১১ সালের ডিড নং ৩৪১ (এডিএসআর, নিমতিতাতে নিবন্ধিত) অনুসারে বিক্রয় দলিল অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী: জাবির শেখ,** পিতা- জেরাত আলী, গ্রাম- লক্ষ্মীপুর, পোঃ - রঘুনাথপুর, থানা- সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২২৩। **(দখল - গঠনমূলক)**	**ক) ০১.০৮.২০২২** **খ) ০৬.১২.২০২২** **গ) ৫,৩৪,৪৭৭.৭৫ টাকা** **(পাঁচ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার চারশত সাতাত্তর টাকা এবং পঁচাত্তর পয়সা মাত্র)** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	**ক) ৭,০৩,০০০.০০ টাকা** **খ) ৭০,৩০০.০০ টাকা** **গ) ২০,০০০.০০ টাকা**	**ক) ৩০.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত** **খ) অজানা**
১৪.	**শাখার নাম:** **বেলডাঙ্গা (০২৩০২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- সাহা ভান্ডার** **মেসার্স সাহা ভান্ডার (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতী নিরুপমা সাহা** স্বামী- সঞ্জিত সাহা, গ্রাম- সরুলিয়া কলোনি, পোঃ- বারুয়া, থানা - বেলডাঙ্গা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৮৯ **শ্রীমতী নিরুপমা সাহা** স্বামী- সঞ্জিত সাহা, ১৫০/১/এন, সরুলিয়া কলোনি, পোঃ-বারুয়া, থানা - বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৮৯।	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই জমি ও দোতলা ইট নির্মিত বাণিজ্যিক তথা আবাসিক ভবন যা মৌজা- সরুলিয়া, জে.এল. নং ৫৯, এল.আর. প্লট নং ৬২৪, এল.আর. খতিয়ান নং ৫২৮৪, জমির ধরণ - বাড়ি, যার পরিমাপ ০.৮৩ ডেসিমেল। এটি বেলডাঙ্গা পৌরসভা, হোল্ডিং নং ১৫০/১/এন, সরুলিয়া কলোনি, ওয়ার্ড নং ৩, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীনে অবস্থিত, ২০০৫ সালের ডিড নং ৩৪৬৯ (এডিএসআর বেলডাঙ্গাতে নিবন্ধিত) অনুসারে বিক্রয় দলিল অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী: শ্রীমতী নিরুপমা সাহা,** স্বামী- সঞ্জিত সাহা, ১৫০/১/এন, সরুলিয়া কলোনি, পোঃ - বারুয়া, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৯ **(দখল - গঠনমূলক)**	**ক) ১০.০২.২০২২** **খ) ২০.০৪.২০২২** **গ) ৬,৫৩,৮৬৭.৬৬ টাকা** **(ছয় লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার আটশত সাতষট্টি টাকা এবং ছেষট্টি পয়সা মাত্র) ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত ধার্য সুদ, ১০.০২.২০২২ তারিখ অনুযায়ী** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	**ক) ১৩,১২,০০০.০০ টাকা** **খ) ১,৩১,২০০.০০ টাকা** **গ) ২০,০০০.০০ টাকা**	**ক) ৩০.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত** **খ) অজানা**
১৫.	**শাখার নাম:** **বেলডাঙ্গা (০২৩০২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- মেসার্স সোহেল ফার্টিলাইজার** **সোহেল ফার্টিলাইজার (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী- মহঃ আবু সুফিয়ান শেখ** গ্রাম+পোঃ- দেবকুন্ডু, থানা - বেলডাঙ্গা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১৩৩ **মহঃ আবু সুফিয়ান শেখ** পিতা- সিরাজুল ইসলাম, গ্রাম ও পোঃ-দেবকুন্ডু, থানা- বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৩৩ **শ্রীমতী মেরিনা বেগম** স্বামী- মহঃ আবু সুফিয়ান শেখ, গ্রাম ও পোঃ- দেবকুন্ডু, থানা - বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৩৩।	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই জমি ও ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যা মৌজা- দেবকুন্ড, জে.এল. নং ৪৯, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৯, এল.আর. খতিয়ান নং ৯৭৯, ১০৯৯, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৯৯০-এর অধীনে অবস্থিত এবং যার পরিমাপ ৫ ডেসিমেল। এটি মাদা গ্রাম পঞ্চায়েত, পোঃ - মাদা, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩-এর অধীনে অবস্থিত। **স্বত্বাধিকারী: মহঃ আবু সুফিয়ান শেখ,** পিতা- সিরাজুল ইসলাম, গ্রাম ও পোঃ - দেবকুন্ড, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩। **(দখল - গঠনমূলক)**	**ক) ২৯.০৭.২০২১** **খ) ২৮.১০.২০২১** **গ) ২৪,৭৫,৯৯৯.৪২ টাকা** **(চব্বিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার নয়শত নিরানব্বই টাকা এবং বিয়াল্লিশ পয়সা মাত্র), ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত ধার্য সুদ, ২৯.০৭.২০২১ তারিখ অনুযায়ী** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	**ক) ১৭,৯৩,০০০.০০ টাকা** **খ) ১,৭৯,৩০০.০০ টাকা** **গ) ২০,০০০.০০ টাকা**	**ক) ৩০.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত** **খ) অজানা**
১৬.	**শাখার নাম:** **বেলডাঙ্গা (০২৩০২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- মেসার্স নূর ফার্টিলাইজার** **মেসার্স নূর ফার্টিলাইজার** **স্বত্বাধিকারী- নুরুদ্দিন শেখ** **পিতা- দাউদ শেখ (ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম- বেনেদাহা, পোঃ-মাদা, থানা - বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৩৩, পশ্চিমবঙ্গ **রাজিয়া বেগম,** স্বামী- নুরুদ্দিন শেখ (জামিনদার) গ্রাম- বেনেদাহা, পোঃ-মাদা, থানা - বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৩৩, পশ্চিমবঙ্গ	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই ভূমি ও ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যা মৌজা- মাদা, জে.এল. নং ৫০, খতিয়ান নং ৫৫৬, দাগ নং ৩৬৬১, ৩৬৬২-এর অধীনে অবস্থিত এবং যার পরিমাপ ০৮ ডেসিমেল। এটি মাদা গ্রাম পঞ্চায়েত, পোঃ - মাদা, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩-এর অধীনে অবস্থিত। **স্বত্বাধিকারী: নুরুদ্দিন শেখ,** পিতা- দাউদ শেখ। **(দখল - গঠনমূলক)**	**ক) ২৯.০৭.২০২১** **খ) ২৮.১০.২০২১** **গ) ১৫,৪৬,৩৮৩.৫০ টাকা** **(পনেরো লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার তিনশত তিরাশি টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র), ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত ধার্য সুদ, ২৯.০৭.২০২১ তারিখ অনুযায়ী** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	**ক) ১৬,০৭,০০০.০০ টাকা** **খ) ১,৬০,৭০০.০০ টাকা** **গ) ২০,০০০.০০ টাকা**	**ক) ৩০.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত** **খ) অজানা**
১৭.	**শাখার নাম:** **বেলডাঙ্গা (০২৩০২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- এম এম রহমান এন্টারপ্রাইজ** **মেসার্স এম এম রহমান এন্টারপ্রাইজ** **স্বত্বাধিকারী- মহঃ মুক্লেসুর রহমান** পিতা- মহঃ সানাউল্লাহ শেখ কাজিশাহা, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৩৩	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- কাজিসাহা, জে.এল. নং ৫৫, এল.আর. প্লট নং ১১২, এল.আর. খতিয়ান নং ৪২১০, জমির ধরণ - বাড়ি, যার পরিমাপ ২.৪৮ ডেসিমেল। এটি বেগুনবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত, কাজিসাহা, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩-এর অধীনে অবস্থিত, ২০১৭ সালের ডিড নং ২১৯০ (এডিএসআর বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদে নিবন্ধিত) অনুসারে বিক্রয় দলিল অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী: মহঃ মুক্লেসুর রহমান,** পিতা- মহঃ সানাউল্লাহ শেখ, গ্রাম ও পোঃ- কাজিসাহা, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩ **(দখল - গঠনমূলক)**	**ক) ২৫.০১.২০২২** **খ) ২৩.০৪.২০২২** **গ) ৭,২৬,৮৮৭.১৬ টাকা** **(সাত লক্ষ ছাব্বিশ হাজার আটশত সাতাশি টাকা এবং ষোল পয়সা মাত্র), ১০.০৫.২০২১ পর্যন্ত ধার্য সুদ, ২৫.০১.২০২২ তারিখ অনুযায়ী** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	**ক) ৯,৬৩,০০০.০০ টাকা** **খ) ৯৬,৩০০.০০ টাকা** **গ) ২০,০০০.০০ টাকা**	**ক) ৩০.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত** **খ) অজানা**
১৮.	**শাখার নাম:** **বেলডাঙ্গা (০২৩০২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- রকমারি গিফট হাউস** **ইসমাইল শেখ (ঋণগ্রহীতা)** **পিতা- আশরাফুল হক, মেসার্স রকমারি গিফট হাউস-এর স্বত্বাধিকারী** গ্রাম+পোঃ- বারুয়া, থানা - বেলডাঙ্গা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৮৯, পশ্চিমবঙ্গ	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা- বারুয়া, জে.এল. নং ৬০, সি.এস. প্লট নং ১৯৭২, আর.এস. প্লট/দাগ নং ১৯৭২/৩০০৬, এল.আর. দাগ নং ৩২৯৪, খতিয়ান নং ৮২২৮, ৮২২৯-এর অধীনে অবস্থিত এবং যার পরিমাপ ০.০২৫ একর। এটি থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ -এর অধীনে অবস্থিত। স্বত্বাধিকারী- ইসমাইল শেখ, পিতা- আশরাফুল হক, গ্রাম + পোঃ - বারুয়া, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৯। **চৌহদ্দি:** উত্তর দিকে- আশরাফ শেখের বাড়ি; দক্ষিণ দিকে- কমল শেখের দোকান; পূর্ব দিকে- আব্বাস আলীর পুকুর; পশ্চিম দিকে- এনএইচ ৩৪। **স্বত্বাধিকারী: ইসমাইল শেখ,** পিতা- আশরাফুল হক **(দখল - গঠনমূলক)**	**ক) ১০.০৮.২০২১** **খ) ২০.০৮.২০২২** **গ) ১১,০১,৬৬২.০০ টাকা** **(এগারো লক্ষ এক হাজার ছয়শত বাহান্ন টাকা মাত্র)** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	**ক) ১৭,৪৬,৯০০.০০ টাকা** **খ) ১,৭৪,৬৯০.০০ টাকা** **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা**	**ক) ৩০.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত** **খ) অজানা**
১৯.	**শাখার নাম: জিতপুর (১২৯৮২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- মেসার্স রিমি টেলিকম,** **স্বত্বাধিকারী- গিয়াসউদ্দিন মন্ডল** পিতা- তাহিরুদ্দিন মন্ডল, গ্রাম + পোঃ- পারদিয়ার, থানা- ডোমকল, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১২১, পশ্চিমবঙ্গ **গিয়াসউদ্দিন মন্ডল (জামিনদার)** পিতা- তাহিরুদ্দিন মন্ডল, গ্রাম+পোঃ- পারদিয়ার, থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১২১, পশ্চিমবঙ্গ **সুজাউদ্দিন মন্ডল (জামিনদার)** পিতা- তাহিরুদ্দিন মন্ডল, গ্রাম + পোঃ- পারদিয়ার, থানা- ডোমকল, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১২১, পশ্চিমবঙ্গ	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা- দক্ষিণ জিতপুর, জে.এল. নং ৬০, এল.আর. খতিয়ান নং ৩০৮৮, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৫৮৬-এর অধীনে অবস্থিত এবং যার পরিমাপ ৩ ডেসিমেল, যার উপর দোতলা ভবন নির্মিত আছে। এটি গরিবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, পোঃ- গরিবপুর, থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-এর সীমার মধ্যে অবস্থিত। **স্বত্বাধিকারী: গিয়াসউদ্দিন মন্ডল,** পিতা- তাহিরুদ্দিন মন্ডল, গ্রাম+পোঃ- পারদিয়ার, থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪১২১, পশ্চিমবঙ্গ **(দখল - গঠনমূলক)**	**ক) ১৫.০৯.২০২১** **খ) ২০.০১.২০২২** **গ) ৭,২৮,৫০৫.৬৩ টাকা** **(সাত লক্ষ আঠাশ হাজার পাঁচশত পাঁচ টাকা এবং তেষট্টি পয়সা মাত্র)** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	**ক) ১৫,২৬,০০০.০০ টাকা** **খ) ১,৫২,৬০০.০০ টাকা** **গ) ২০,০০০.০০ টাকা**	**ক) ৩০.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত** **খ) অজানা**
২০.	**শাখার নাম:** **বার্তনাবাদ (১৩০২২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- মাস্টার এন্টারপ্রাইজ** **মেসার্স মাস্টার এন্টারপ্রাইজ** **স্বত্বাধিকারী- হুমায়ুন কবির (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- গোলাম সানোয়ার, গ্রাম ও পোঃ-পার রঘুনাথপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২৩০৩	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ প্রায় ০৫ ডেসিমেল, যা আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ২০১, এল.আর. খতিয়ান নং ১৬৪৭, মৌজা- পার রঘুনাথপুর, জে.এল. নং ২৩, জেলা মুর্শিদাবাদে অবস্থিত। সম্পত্তিটি হুমায়ুন কবির, পিতা- গোলাম সানোয়ার-এর নামে রয়েছে। **স্বত্বাধিকারী: হুমায়ুন কবির,** পিতা- গোলাম সানোয়ার **(দখল - গঠনমূলক)**	**ক) ০৬.০৯.২০১৮** **খ) ১৬.১১.২০১৮** **গ) ৩,২৫,২২০.০০ টাকা** **(তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার দুইশত বিশ টাকা মাত্র)** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	**ক) ১৫,৫১,০০০.০০ টাকা** **খ) ১,৫৫,১০০.০০ টাকা** **গ) ২০,০০০.০০ টাকা**	**ক) ৩০.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত** **খ) অজানা**
২১.	**শাখার নাম:** **ভাদুড়িয়াপাড়া (১০৯৫২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- আব্দুল হান্নান শেখ** **মহঃ আব্দুল হান্নান শেখ** পিতা- নজরুল ইসলাম, হাউস নং ১০৩, পল্লাডাঙ্গা, ভাদুড়িয়াপাড়া, পোঃ- ফরিদপুর, থানা- জলঙ্গী, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ **মহঃ আব্দুল হান্নান শেখ** পিতা- নজরুল ইসলাম, গ্রাম- ডোমকল নুতুনপাড়া, পোঃ ও থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ৩০৩ **শ্রীমতী রাশিমা বিবি** স্বামী- আব্দুল হান্নান শেখ, হাউস নং ১৩, পল্লাডাঙ্গা, ভাদুড়িয়াপাড়া, পোঃ- ফরিদপুর, থানা- জলঙ্গী, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই ভূমি ও আবাসিক ভবন যা মৌজা- আজিমগঞ্জগোলা, জে.এল. নং ৩৯, আর.এস. দাগ নং ২১৮, এল.আর. প্লট নং ৪৫৫, এল.আর. খতিয়ান নং ১৮২১, জমির ধরণ- ভিটি, যার পরিমাপ ০৫ ডেসিমেল। এটি ডোমকল পৌরসভা, থানা ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ-এর অধীনে অবস্থিত, ২০০৮ সালের ডিড নং ৭৫৫ (এডিএসআর, ডোমকলে নিবন্ধিত) অনুসারে বিক্রয় দলিল অনুযায়ী আব্দুল হান্নান, পিতা- নজরুল ইসলাম-এর নামে রয়েছে। **স্বত্বাধিকারী: আব্দুল হান্নান,** পিতা- নজরুল ইসলাম **(দখল - গঠনমূলক)**	**ক) ৩০.০১.২০২৫** **খ) ০৭.০৭.২০২৫** **গ) ১২,৯৯,৫৮৭.৪৪ টাকা** **(বারো লক্ষ নিরানব্বই হাজার পাঁচশত সাতাশি টাকা এবং চুয়াল্লিশ পয়সা মাত্র)** এবং উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	**ক) ৩৭,৫৭,০০০.০০ টাকা** **খ) ৩,৭৫,৭০০.০০ টাকা** **গ) ২০,০০০.০০ টাকা**	**ক) ৩০.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত** **খ) অজানা**

এর পর পরবর্তী পৃষ্ঠায়...

ভারতের মহাকাশ প্রতিভা বিশ্বজুড়ে নিজস্ব ছাপ ফেলছে: প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর: ভারতের মহাকাশ প্রতিভা বিশ্বজুড়ে নিজস্ব ছাপ ফেলছে। এমনটাই দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, 'এখন ভারতের মহাকাশ ক্ষেত্র বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য হয়ে উঠছে।' প্রধানমন্ত্রী মোদী বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ভারতীয় মহাকাশ স্টার্টআপ স্কাইরুট ইনফিনিটি ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভারত এখন মহাকাশ ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব মুহূর্ত প্রত্যক্ষ করছে। বেসরকারি সেক্টর এখন ভারতের মহাকাশ বাস্তুতন্ত্রে এক বিরাট অগ্রগতি অর্জন করছে। স্কাইরুটের ইনফিনিটি ক্যাম্পাস ভারতের নতুন চিন্তাভাবনা, উদ্ভাবন এবং যুবশক্তির প্রতিফলন।' প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'বন্ধুগণ, এখন আমরা মহাকাশ সেক্টরে যে ধরনের রূপান্তর প্রত্যক্ষ করছি, তা ভারতের বৃহত্তর স্টার্টআপ বিপ্লবের অংশ। গত দশক ধরে, প্রতিটি ক্ষেত্রে স্টার্টআপের এক ঢেউ উঠেছে। আমাদের যুবসমাজ, আমাদের জেন জেড, প্রতিটি ক্ষেত্রের চ্যালেঞ্জের সমাধান তৈরি করছে। বিশ্বজুড়ে তরুণ উদ্ভাবকরা ভারতের জেন জেডের আত্মবিশ্বাস থেকে অনুপ্রেরণা পেতে পারেন।'

OFFICE OF THE
NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungramgp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) **No: NGP-12/2025-2026, Dated: 26-11-2025.** The last date for online submission of tender is **31-12-2025 (Wednesday) upto 13:00 Hours.** For details please visit website https://wbtenders.gov.in
Sangita Roy
(Prodhan, Natungram G.P.)

আজ গীতোৎসব উপলক্ষে কর্নাটকের শ্রীকৃষ্ণ মঠে মোদী, যাবেন গোয়াতেও

বেঙ্গালুরু, ২৭ নভেম্বর: কর্নাটকের উদুপি শহরের শ্রীকৃষ্ণ মঠে শুক্রবার বেলা ১১.৩০ নাগাদ 'গীতোৎসব' অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই ভক্তিমূলক কর্মসূচিতে ১ লক্ষ মানুষ একযোগে গীতা পাঠ করবেন। রাজ্য বিজেপি সভাপতি বিওয়াই বিজয়েন্দ্র সামাজিক মাধ্যমে জানান, পবিত্র শ্রীকৃষ্ণ ক্ষেত্র সফর উদুপি শহর-সহ গোটা কর্নাটকের জন্য গর্বের বিষয়। প্রধানমন্ত্রী কৃষ্ণ মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত সুবর্ণতীর্থ মণ্ডপের উদ্বোধন করবেন এবং পবিত্র কনকনা কিন্ডি-র জন্য কনক কবচ উৎসর্গ করবেন। বিজয়েন্দ্র বলেন, শুক্রবারের এই ধর্মীয় সমাবেশে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি ভারতীয় সভ্যতা এবং আধ্যাত্মিক চেতনার চিরন্তন ঐতিহ্যকে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেবে। তাঁর বক্তব্য, মোদীর নেতৃত্বে ভারত যে ভাবে বিশ্বমঞ্চে শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়েছে, গীতোৎসবে প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণ সেই সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক গৌরবেরই প্রতীক। প্রসঙ্গত , উদুপি শ্রী কৃষ্ণ মঠ, যা শ্রী কৃষ্ণ মন্দির নামেও পরিচিত। কর্নাটক শহরে অবস্থিত এই মন্দিরটি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল। যা শ্রী মাধবাচার্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কর্নাটকের কর্মসূচি সেরে দুপুর ৩১৫ মিনিট নাগাদ প্রধানমন্ত্রী যাবেন গোয়ায়। শ্রী সংস্থান গোকর্ণ পার্তাগলি জীবোত্তম মঠ পরিদর্শন করবেন মঠের ৫৫০ বছর উদযাপনে 'সার্ধ পঞ্চশতমনোৎসব' উপলক্ষে। এই মঠে ব্রোঞ্জ নির্মিত প্রভু শ্রীরামের ৭৭ ফুটের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করবেন এবং মঠের নির্মিত 'রামায়ণ থিম পার্ক গার্ডেন'-এর উদ্বোধন করবেন। প্রধানমন্ত্রী এই উপলক্ষে একটি বিশেষ ডাক টিকিট এবং স্মারক মুদ্রা প্রকাশ করবেন এবং সমাবেশে ভাষণ দেবেন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Construction of Concrete Road from Gita Paul House to Bani Dey House, Booth No.- 290, Ward No.- 43, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/428(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_960504_1 • Estimated Amount : 3,76,524.00/-
2) Name of the Work: Construction of Drain at above Road side & Vidyasagar Pally Zero Lane, Booth No.- 290, Ward No.- 43, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/428(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_960504_2 • Estimated Amount : 2,12,260.00/-
3) Name of the Work: Repairing of Concrete Road at Vidyasagar Pally near Durga Mandir, Booth No.- 290, Ward No.- 43, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/428(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_960504_3 • Estimated Amount : 4,09,609.00/-
4) Name of the Work: Construction of new Drain from Hari Mandir to Shyampur Village at Ward No.- 43, Booth- 299.
e-Tender No. : WBDMC/W/430(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_960824_1 • Estimated Amount : 9,68,826.00/-
Last Date : 27th December 2025, up to 11:55 am **Sd/- Executive Engineer**
For details : wbtenders.gov.in **Durgapur Municipal Corporation**

Howrah Municipal Corporation
Borough Commitee-IV
82, Narasingha Dutta Road,
Howrah-711101
Corrigendum
Due to unavoidable circumstances the following APAS ID number of **NIT No.- TN/002AE/Br-IV/25-26, Dated 06/11/2025** were not provided earlier, but now are mentioned below :-

Tender Sl. No.	Scheme ID
01.	APAS/01/172/199/001
02.	APAS/01/172/204/001
03.	APAS/01/172/205/001
04.	APAS/01/171/77/002
05.	APAS/01/171/78/002
06.	APAS/01/171/80/003
07.	APAS/01/171/83/002
08.	APAS/01/171/87/002
09.	APAS/01/171/179/003
10.	APAS/01/171/162/004
11.	APAS/01/171/163/001
12.	APAS/01/171/164/001
13.	APAS/01/171/169/008
14.	APAS/01/171/170/001
15.	APAS/01/171/172/001
16.	APAS/01/171/115/001
17.	APAS/01/171/124/001

Sd/-
Assistant Engineer
Borough-IV, H.M.C.

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/1101/25-26/2nd Call Dated 24.11.2025	The Construction of Proposed Concrete Slab over existing surface drain(marked as Sl. 9/163) from H/O Badal Mondal to H/o Jatanta Dey; at Booth No.-163 of Ward No.-29 Under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 1,95,318.05
WBMAD/ULB/RSM/1103/25-26/2nd Call Dated 24.11.2025	The Construction of Proposed Concrete Slab over existing Surface Drain (marked as Sl. 2/166) beside T.V.S Showroom at Booth No-166 of Ward No.-29 Under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 1,93,754.71
WBMAD/ULB/RSM/1104/25-26/2nd Call Dated 24.11.2025	The Bituminous Road (marked as sl. 3/193) from Prabir Naskar's House to Dilip Mondal's House at Booth No.-193 of Ward No.-28,under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 1,45,732.03
WBMAD/ULB/RSM/1105/25-26/2nd Call Dated 24.11.2025	The Repairing of Bituminous Road (marked as sl. 11/193) beside H/o Monu Sardar at Booth No.-193 of Ward No.-28,under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 3,29,126.11
WBMAD/ULB/RSM/1106/25-26/2nd Call Dated 24.11.2025	The Construction of Public Toilet (marked as Sl. 1/194) infront of Mahamayapur School at Booth No.-194 of Ward No.- 28 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 3,19,980.22
WBMAD/ULB/RSM/1107/25-26/2nd Call Dated 24.11.2025	Repairing of Bituminous Road (marked as sl. 4/194) from Bidyut Banerjee's House to Nitya No.-194 of Ward No.- 28 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,41,893.28
WBMAD/ULB/RSM/1108/25-26/2nd Call Dated 24.11.2025	The Construction of Proposed C.C. Road and Drain Surface with Slab (marked as Sl. 5/194) from Asish Dolui's House to Biswanath Dey's House at Booth No.- 194 of Ward No.-28 under Rajpur-Sonarpur Municipality.Adhikari's House at Booth No.-194 of Ward No.-28, under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 1,61,876.26
WBMAD/ULB/RSM/1109/25-26/2nd Call Dated 24.11.2025	The Construction of Proposed C.C. Road and Drain Surface with Slab (marked as Sl. 6/194) from Bhowal House to Pintu Das's House at Booth No.-194 of Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 3,23,764.37
WBMAD/ULB/RSM/1111/25-26/2nd Call Dated 24.11.2025	The Repairing of Bituminous Road (marked as sl. 2/269) from Kalibazar Autostand to Sanghamitra Ganguly's House at Booth No.-269 of Ward No.-31, under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2,40,802.37

Bid Submission end date: **25.12.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/1100/25-26/2nd Call Dated 24.11.2025	The Construction of Proposed C.C. Road and Surface Drain with Slab (marked as Sl. 3/163) from PNB to Canal Side Road via H/o Rabin Mondal at Booth No.- 163 of Ward No.-29 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 7,13,905.66/-
WBMAD/ULB/RSM/1102/25-26/2nd Call Dated 24.11.2025	The Construction of Proposed Concrete Slab over existing Surface Drain (marked as Sl. 1/166) of fogland area and K.C.Avenue at Booth No-166 of Ward No.-29 Under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 7,05,374.11/-
WBMAD/ULB/RSM/1110/25-26/2nd Call Dated 24.11.2025	Eucalyptus Pilling & Road repairing (marked as Sl. 2/264) from House of Alo Das to House of Shankar Dey at Booth No.-264 of Ward No.-31 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 6,60,345.78/-

Bid Submission end date: **25.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-QUOTATION 2nd Call
N.I.E. EQ. No. 31/WS/Eng/25 Dt. 26-08-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ডেপুটি চিফ অপারেশনস্ ম্যানেজার/আইটি, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে যে ওপেন টেন্ডার খোলার নির্ধারিত তারিখ **০২.০১.২০২৬ দুপুর ৩টা** সেটির প্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং এরূপ কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নামঃ** ব্লু লাইন মেট্রো করিডোরের দমদম, চাঁদনী চক, সেন্ট্রাল, এসপ্লানেড, রবীন্দ্রসদন, কালীঘাট, মহানায়ক উত্তমকুমার, কবি নজরুল ও কবি সুভাষ স্টেশনসমূহে পরিবর্তন ও সংযোজনের উদ্দেশ্যে এএফসি-পিসি সিস্টেম-এর জন্য অটোম্যাটিক গেটগুলির (এজি) ডিজাইন, সরবরাহ, পরীক্ষা, স্থাপন ও কার্যনিয়োগ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ২৫,৭২,৭৭,৪৮১ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ১৪,৩৬,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ০৮ মাস। ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ টেন্ডারটি দেখা যাবে। টেন্ডারদাতা/বিডারদের ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং তাদের আইআরইপিএস পোর্টালে রেজিস্ট্রিকৃত হতে হবে। শুধুমাত্র রেজিস্ট্রিকৃত টেন্ডারদাতা/বিডাররাই ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণের সময় সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি আপলোড করতে হবে।
ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ অপারেটিং-এএফসি-পিসি-এজি-এনএস-২০২৫, তারিখঃ ২৭.১১.২০২৫
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Officeof the
NEALLISHPARA GOALJAN G.P
Vill+P.O-Tikiapara, Block Berhampore, Dist- Murshidabad
Ref no **-04/NGGP/2025-26, Memo No.183/NGP/2025 Dated: 09.06.2025**
DATED:- 10/06/25 is here by invited through online by the Prodhan Neallishpara Goaljan Gram Panchayat ,Berhampore, Murshidabad for civil works upto **16/06/25.** Details may be obtained from this office during office hours.
Sd/- Prodhan
Neallishpara Goaljan G.P

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Repairing of Drain from Satyaban Ghosh House to Kali Mandir at Raturia, under Ward No.- 38, Booth No.- 223, DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/412(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_959385_1 • Estimated Amount : 1,15,638.00/-
2) Name of the Work: Construction of Shed at Mallala Club, Raturia, under Ward No.- 38, Booth No.- 223, DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/412(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_959385_2 • Estimated Amount : 8,33,783.00/-
3) Name of the Work: Construction of new Sashan Jatri Shed at Majherhat Ghat, Raturia under Booth No.- 224, Borough- 04, Ward No.- 38.
e-Tender No. : WBDMC/W/411(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_959617_1 • Estimated Amount : 8,33,783.00/-
4) Name of the Work: Repairing of Community Toilet at Majherhat Ghat, Raturia under Booth No.- 224, Ward No.- 38 of DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/411(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_959617_2 • Estimated Amount : 1,32,978.00/-
Last Date : 27th December 2025, up to 11:55 am **Sd/- Executive Engineer**
For details : wbtenders.gov.in **Durgapur Municipal Corporation**

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 115, 116 & 117/PW/Eng/APAS/25 Dt. 26-11-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং ইআরডব্লুকে-এমজিএম-আইসিএফ বিএস-২৫, তারিখ ২৬.১১.২০২৫। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ের ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩১৪৫ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ** ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে লোকো কমপ্লেক্স/ কাঁচরাপাড়াতে শপ ৪-এ অনুষ্ঠেয় সামগ্রী সরবরাহ সহ ড্রয়িং সিজি-১৭০৬৬ অল্ট. ৪ বা সাম্প্রতিকতম অনুসারে আইসিএফ কোচসমূহের বগি ফ্রেম শক্তিশালী করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯৩,৫৪,২৪০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৮৭,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.১২.২০২৫ বিকেল ৩টেয়। টেন্ডার নথি ও সম্পূর্ণ বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।
MISC-306/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

E-TENDER NOTICE
Tenders are invited by the undersigned against NIT No. -03/2025-26 dt. 26.11.2025 for Construction of Vermi Compost Production Unit at WBCADC, Deganga Project under North 24 Parganas. **Estimated Value :** Rs. 1,79,290.00. **Tender Id : 2025_PRD_960995_1. Starting Date : 28.11.2025. End Date : 25.12.2025.** The detailed information is available on website **www.wbtender.gov.in**
Sd/-
Officer-in-Charge
WBCADC, Deganga Project
Vill & P.O. - Debalaya, N 24 Pgs.

বৈঁক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন- ৭১৩২১২, ই-মেইল- zo.bardhaman@bankofindia.co.in
অতিরিক্ত লকার ভাড়া পরিশোধের জন্য বিজ্ঞপ্তি

ক্রম নং	লকার অধিগ্রহণকারীর নাম	ঠিকানা	অতিরিক্ত লকার ভাড়া	নোটিশ প্রেরণের বিস্তারিত	হইতে	শাখা
১	অমৃত কুমার চ্যাটার্জি	পিতা লক্ষ্মী নারায়ণ চ্যাটার্জি, গ্রাম এবং পো : ইকরা, জেলা বর্ধমান, পব, ৭১৩৩৬২	৭৫০০	০৫.১১.২০২৪, ১৬.১২.২০২৪, ১৮.০৩.২০২৫	৩০.০৯.২০২১	জামুড়িয়া
২	সুভাষ আগরওয়াল	জামুড়িয়া বাজার জেলা বর্ধমান পব ৭১৩৩৩৬	১০৫০০	০৫.১১.২০২৪, ১৬.১২.২০২৪, ১৮.০৩.২০২৫	০৮.০৪২০১৯	জামুড়িয়া
৩	শক্তিপদ চ্যাটার্জি	পানিয়াটি ওয়ার্ক শপ বর্ধমান পব ৭১৩৩৩৬	৯০০০	০৫.১১.২০২৪, ১৬.১২.২০২৪, ১৮.০৩.২০২৫	২৭.১১.২০১৯	জামুড়িয়া
৪	দয়াময় ঘটক	পিতা অনিল কুমার ঘটক, গ্রাম এবং পো : হিজলগোড়া, জেলা বর্ধমান, জামুড়িয়া বাজার, পব ৭১৩৩৬২	১৩৫০০	০৫.১১.২০২৪, ১৬.১২.২০২৪, ১৮.০৩.২০২৫	১১.০৮.২০১৭	জামুড়িয়া
৫	নরেশ কুমার মাওনদিয়া	জামুড়িয়া বাজার, জেলা বর্ধমান পব ৭১৩৩৩৬	১০৫০০	০৫.১১.২০২৪, ১৬.১২.২০২৪, ১৮.০৩.২০২৫	১১.০২.২০১৯	জামুড়িয়া
৬	বন্দনা তেওয়ারি	স্বামী তুষার কান্তি তেওয়ারি, নেপালি ধাওড়া, পো মিথানি, জেলা বর্ধমান, পব ৭১৩৩৭১	১২০০০	০৫.১১.২০২৪, ১৬.১২.২০২৪, ১৮.০৩.২০২৫	২০.০৭.২০১৮	জামুড়িয়া
৭	শঙ্করলাল আগরওয়াল	মহাবীর রোড, জামুড়িয়া বাজার, জেলা বর্ধমান, পব ৭১৩৩৩৬	১৩৫০০	০৫.১১.২০২৪, ১৬.১২.২০২৪, ১৮.০৩.২০২৫	২০.০৮.২০১৭	জামুড়িয়া
৮	পবন কুমার খেতন	জামুড়িয়া রোড,জামুড়িয়া বাজার জেলা বর্ধমান , পব ৭১৩৩৩৬	১০৫০০	০৫.১১.২০২৪, ১৬.১২.২০২৪, ১৮.০৩.২০২৫	১০.১২.২০১৮	জামুড়িয়া

"উপরে উল্লিখিত সকল লকার হোল্ডার ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, শাখাগুলিতে লকার রক্ষণাবেক্ষণ করছেন (যেমন কলাম ৭ এ উল্লেখ করা হয়েছে)। আমরা উপরের টেবিলের ৫ নম্বর কলামটিতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে অতিরিক্ত লকার ভাড়া পরিশোধের বিষয়ে বিভিন্ন যোগাযোগ পাঠিয়েছি। তবে বিভিন্ন অনুস্মারক সত্ত্বেও তা পরিশোধ করা হয়নি। সমস্ত লকার হোল্ডারকে আবারও এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০৭ দিনের মধ্যে উপরের টেবিলের ৪ নম্বর কলামটিতে উল্লিখিত অতিরিক্ত ভাড়া জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পরিশোধ না করার ক্ষেত্রে ব্যাংক এই প্রকাশনা/বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ০৭ দিন পরে তাদের (লকার-হোল্ডারদের) খরচ, খরচ এবং চার্জ সম্পূর্ণরূপে তাদের ঝুঁকি এবং দায়িত্বে লকারটি খুলবে।"

তারিখ : ২৮.১১.২০২৫
স্থান : দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

E-TENDER NOTICE
e-tender is hereby invited by undersigned **124/KHARI/15TH FC UNTIED/ROAD/2025-26,** Dated: **27/11/2025** to End Date- **24/12/2025** Date of opening: **26/12/2025**
For more details visit the said website- wbtenders.gov.in
Sd/-
Prodhan
Khari Gram Panchayat,
Mathurapur-II Block

BELDANGA MUNICIPALITY
Murshidabad
CORRIGENDUM
[Ref. NIeT No.: WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-13/2025-26]
Bid submission closing date is extended to **25.12.2025 at 2.00 PM** instead of **27.11.2025 at 2.00 PM** and Bid opening date for Technical Proposals will be **27.12.2025 at 2.30 PM** instead of **29.11.2025 at 2.30 PM.** For details visit- **www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairperson,**
Beldanga Municipality

গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেড
CIN: L46620WB2024PLC268366
রেজি. অফিস : গোদরেজ জেনেসিস, ইউনিট নং ৯০৬, ১০ম তল, স্ট্রিট নং ১৮, ব্লক - ইপি এবং জিপি, সেক্টর - ৫ , সল্ট লেক, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৯১
টেলিফোন : (০৩৩) - ৪৬০৪ ১০৬৬, ই-মেইল : cs@ganeshinfra.com
ওয়েবসাইট : www.ganeshinfra.com
GANESH INFRAWORLD LTD.

গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেডের সদস্যদের অতিরিক্ত সাধারণ সভার নোটিশের সংশোধনী বুধবার, ১০ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে

গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেড ("কোম্পানি") এর সকল সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ১৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখের নোটিশের প্রতি, যা বুধবার, ১০ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকেল ৪টায় ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি") / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মিনস ("ওএভিএম") এর মাধ্যমে কোম্পানির এক্সট্রা অর্ডিনারি জেনারেল মিটিং ("ইজিএম") আহ্বান করার জন্য নির্ধারিত। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর বিধান এবং এর অধীনে প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলী মেনে ১৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কোম্পানির সকল সদস্যের কাছে ইজিএম নোটিশটি ইতিমধ্যেই প্রেরণ/ইমেল করা হয়েছে। সদস্যরা অবগত আছেন যে ইজিএমে লেনদেনের জন্য প্রস্তাবিত সমস্ত রেজোলিউশনে কোম্পানি তার শেয়ারহোল্ডারদের দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে। তবে, শেয়ারহোল্ডারদের যাতে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে অথবা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে ইজিএম-এ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সেজন্য কোম্পানি এই সংশোধনীর মাধ্যমে ইজিএম নোটিশ ("সংশোধনী") এর মাধ্যমে কোম্পানির সদস্যদের অবগতির জন্য নীচে উল্লিখিত সর্বশেষ বাস্তব অবস্থানটি তুলে ধরা উপযুক্ত বলে মনে করছে।

ইজিএম নোটিশ জারির পর, কোম্পানিটি ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১০২ অনুসারে ব্যাখ্যামূলক বিবৃতির আইটেম নং ১ এবং আইটেম নং ২ এর অধীনে ত্রুটি/অনুপস্থিত তথ্য খুঁজে পেয়েছে যা ইজিএম নোটিশে অন্তর্ভুক্ত অগ্রাধিকারমূলক বরাদ্দের ভিত্তিতে ইক্যুইটি শেয়ারে রূপান্তরযোগ্য ইক্যুইটি শেয়ার এবং রূপান্তরযোগ্য ওয়ারেন্ট ইস্যু করার সাথে সম্পর্কিত। সেই অনুযায়ী, এই সংশোধনী কোম্পানির সদস্যদের কাছে জারি করা হচ্ছে। এই সংশোধনীটি ১৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখের ইজিএম নোটিশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে এবং এর সাথে একত্রে পঠিত হবে। পরিবর্তনগুলি নীচে দেওয়া হল :

১. ইজিএম নোটিশের পৃষ্ঠা ৬ এবং পৃষ্ঠা ১২-তে "অগ্রাধিকারমূলক ইস্যুর বস্তু" শিরোনামের অধীনে টেবিলে সময়সীমা ২০২৬ সালের মার্চ মাসের পরিবর্তে জানুয়ারী ২০২৬ থেকে জুন ২০২৬ পর্যন্ত পঠিত হবে।
২. কার্যকরী মূলধনের জন্য ব্যবহৃত পরিমাণ ৬ পৃষ্ঠার টেবিলে ৮৭,৪৪,০২,৪০০ টাকা এবং নোটিশের পৃষ্ঠা ১২-তে ১৭,৫৭,৭৫,২০০ টাকা পঠিত হবে। সংশোধিত টেবিলটি নিম্নরূপ পঠিত হবে :

৬ পৃষ্ঠায়
"কোম্পানি অগ্রাধিকারমূলক ইস্যু থেকে প্রাপ্ত নিট আয় (অর্থাৎ অগ্রাধিকারমূলক ইস্যুর সাথে সম্পর্কিত ব্যয় সমন্বয়ের পরে মোট আয়, যদি থাকে) ("নেট আয়") ব্যবহার করবে :

ক্রম নং	বিবরণাদি	ব্যবহৃত মোট আনুমানিক পরিমাণ (আইএনআর পরিমাণ)*	ইস্যু আয় ব্যবহারের জন্য অস্থায়ী সময়সীমা
১	কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজনীয়তার জন্য	৮৭,৪৪,০২,৪০০	জানুয়ারী ২০২৬ থেকে জুন ২০২৬

*নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অফারের সম্পূর্ণ সাবস্ক্রিপশনের উপর নির্ভরশীলতা। ইস্যু প্রাপ্তির সম্পূর্ণ বা আনুপাতে ব্যবহার করা হবে।

পৃষ্ঠা ১২
কোম্পানি অগ্রাধিকারমূলক ইস্যু থেকে প্রাপ্ত নিট আয় (অর্থাৎ অগ্রাধিকারমূলক ইস্যু সম্পর্কিত ব্যয় সমন্বয়ের পরে মোট আয়, যদি থাকে) ("নিট আয়") নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে :

ক্রম নং	বিবরণাদি	ব্যবহৃত মোট আনুমানিক পরিমাণ (আইএনআর পরিমাণ)*	ইস্যু আয় ব্যবহারের জন্য অস্থায়ী সময়সীমা
১	কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজনীয়তার জন্য	১৭,৫৭,৭৫,২০০	জানুয়ারী ২০২৬ থেকে জুন ২০২৬

**নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অফারের সম্পূর্ণ সাবস্ক্রিপশনের উপর নির্ভরশীল। ইস্যু প্রাপ্তির সম্পূর্ণ বা আনুপাতে ব্যবহারযোগ্য পরিমাণ*

৩. ইজিএম নোটিশের পৃষ্ঠা নং ১৪-এর ৮ নম্বর পয়েন্টটি ১৩ কোটি টাকার পরিবর্তে ১৭.৫৭ কোটি টাকা হবে।

এই তারিখ থেকে, ১৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখের ইজিএম নোটিশটি সর্বদা এই সংশোধনীর সাথে একত্রে পঠিত হবে যা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ganeshinfra.com, এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড এর ওয়েবসাইট www.in.mpms.mufg.com এবং কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এ আপলোড করা হচ্ছে। এই সংশোধনীর সংশোধিত / স্পষ্টীকরণ ব্যতীত এবং ইজিএম নোটিশের অন্যান্য সমস্ত বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত থাকবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
তারিখ : ২৭ নভেম্বর, ২০২৫
স্থান : কলকাতা

NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/1983/25-26 Dated 26.11.2025
E-Tenders are being Invited for : Installation of 16 Mtr. High Mast with 09 Nos. of 210 Watt LED Flood Light near Red Park for APAS Campaign, Ward No.-09, Booth No- 20 Under Rajpur-Sonarpur Municipality within Sonarpur Dakshin AC. **a) Date of uploadation:** 28. 11.2025 at 11-00 hrs. **b) Estimated Amount:** Rs:4,37,673.06/- **c) Documents download starting date & time:** 28.11.2025 at 11-00 hrs. **d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender:** 31.12.2025 at 11-00 hrs. **e) Date & Time for Opening of Technical Bid:** 02.01.2026 at 11-05 hrs. **f) Date & Time for Opening of Financial Bid:** To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.
Sd/- Executive Officer
Rajpur-Sonarpur Municipality

Tender Notice
Percentage rate e-Tender invited vide **NIeT No 05/PGP/15th. FC/2025-26 (UN Tied) & NIeT No 06/PGP/15th. FC/2025-26 (Tied),** by the Prodhan, Paharpur Gram Panchayat. Last date of application **23.12.2025 up to 5.00P.M.**
Intending bidders may download tender documents from htpp://wbtenders.gov.in or Notice board of the Paharpur Gram Panchayat, Raninagar-I, Murshidabad for details.
Sd/- PRODHAN
Paharpur G.P.
P.O. Danga para, Murshidabad

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর....
পাঞ্জাব নैशनल बैंक punjab national bank
মুর্শিদাবাদ সার্কেল অফিস, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, পোস্ট-বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেইল: cs8283@pnb.co.in

ক্র. নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতাগণ / জামিনদারগণের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ, মালিকের নাম (সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতা) এবং দখল	ক) সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মুল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমান	ক) ই-অকশনের তারিখ এবং সময় খ) সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়বদ্ধতার বিশদ
২২.	**শাখার নাম: ইসলামপুর (০৭৯৩২০)** **অ্যাকাউন্ট নাম- শামীম আখতার সরকার** **শামীম আখতার সরকার,** পিতা- শাখাউদ্দিন সরকার, গ্রাম- বাবলাবোনা, কালিকাপুর রানীনগর, পোঃ-গোয়াস, থানা- ইসলামপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২ ৩০৪ **লাভলী খাতুন,** প্রযত্নে- মোজাম্মল হক, গ্রাম- বেনি পুর, পোঃ-তেজেসিংঙ্গো পুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, শহর- কাটলামারি, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড- ৭৪২ ৩০৮।	জমির ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেই ভূমি ও আবাসিক ভবন যা মৌজা- কসবা গোয়াস, জে.এল. নং ৬১, দাগ নং আরএস ও এলআর ১৭০৫, এলআর খতিয়ান নং ১০৯৯৫, জমির ধরণ- ভিটি, যার পরিমাপ ০৪ ডেসিমেল। এটি ইসলামপুর চক গ্রাম পঞ্চায়েত, গোয়াস বাজার-এর কাছে, পোঃ গোয়াস, থানা ইসলামপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-এর অধীনে অবস্থিত, ২০০১ সালের ডিড নং ৩৯৬৩ (ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রার, মুর্শিদাবাদ অফিসে নিবন্ধিত) অনুসারে বিক্রয় দলিল অনুযায়ী শামীম আখতার সরকার, পিতা- শাখাউদ্দিন সরকার-এর নামে রয়েছে। **স্বত্বাধিকারী- শামীম আখতার সরকার,** পিতা- শাখাউদ্দিন সরকার **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১১.০২.২০২৫ খ) ০৩.০৫.২০২৫ গ) ১০,০৯,৯৫৯.০০ টাকা **(দশ লক্ষ নয় হাজার নয়শত উনষাট টাকা মাত্র) ৩১.০১.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী,** উপরোক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত আরও সুদ সহ হালনাগাদ সুদ এবং দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ব্যয়িত খরচাদি এবং এর উপর সঞ্চিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৩৪,৪৭,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৪৪,৭০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা	ক) ৩০.১২.২০২৫ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত খ) অজানা

নিয়ম ও শর্তাবলি
বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষ হবে :
১. সম্পত্তিগুলি বিক্রি হতে যাচ্ছে **"যেখানে যেমন আছে"** এবং **"যেখানে যা আছে"** এবং **"যেখানে যা-কিছু আছে"** ভিত্তিতে।
২. অত্র উপরে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের কাছে থাকা সর্বোত্তম তথ্যের উপর নির্ভর করে বর্ণিত, তবে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা কিছু বাদ যাওয়া যদি এই ঘোষণায় পরিলক্ষিত হয়, তার জন্য অনুমোদিত অফিসার জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
৩. অনুমোদিত কর্মকর্তা কোনো কারণ না দেখিয়েই যেকোনো সময় নিলামের শর্তাবলী গ্রহণ বা সব নিলামের ডাক প্রত্যাখ্যান করার, যদি তা গ্রহণযোগ্য না হয়, অথবা নিলাম স্থগিত/বাতিল/মুলতবি/বন্ধ বা পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং এই বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
৪. ক্রেতাকে রেজিস্ট্রেশন চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি, কর ইত্যাদি সহ সমস্ত বিধিবদ্ধ বকেয়া / আনুষঙ্গিক খরচ/ অন্যান্য বকেয়া বহন করতে হবে।
৫. **নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে এই বিক্রয় হবে। নিলামটি ৩০.১২.২০২৫ তারিখে সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০ টা পর্যন্ত https://baanknet.com ওয়েবসাইটে অনুষ্ঠিত হবে।**
৬. **বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে https://baanknet.com এবং https://www.pnbindia.in/EAuction.aspx দেখুন।**
৭. **বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী সম্পর্কে যেকোনো জিজ্ঞাসার জন্য, আগ্রহী ক্রেতারা শ্রী নীল মণি (সিএম এবং অনুমোদিত অফিসার) মোবাইল: ৯১৬৩১৭৬১৯২ -এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।**
সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮(৬) অনুযায়ী বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
তারিখ: ২৭.১১.২০২৫
স্থান: বহরমপুর
শ্রী নীল মণি
চিফ ম্যানেজার
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

DHARMAPUKURIA GRAM PANCHAYAT
Vill.-Monigram, P.O.-Dharmapukuria, P.S.-Bongaon, Dist.-North 24 Pgs.
NOTICE INVITING E-TENDER
The Prodhan, Dharmapukuria Gram Panchayat under Bongaon Development Block Inviting Online Tender (E/Tender) **DPUK/247/2025 Dated 26.11.2025** under APAS fund (for efficient bidders for details visit Website **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- **Prodhan**
Dharmapukuria
Gram Panchayat

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

সত্য ঘটনার আধারে নির্মিত ওয়েব সিরিজ ‘অনুসন্ধান’ দর্শক মহলে সাড়া ফেলেছে

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি হইচই এর প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেয়েছে অদিতি রায়ের পরিচালনায় একটি নতুন থ্রিলার ধর্মী ওয়েব সিরিজ- অনুসন্ধান। কিছুদিন পূর্বেই আদালত বান্ধব তাপস ভঞ্জ এর একটি অভিযোগ আদালতে জমা পড়েছিল। খবরটি প্রকাশিত হওয়ার পর, সমাজে একটি আতঙ্কের শিহরণ বয়ে গিয়েছিল। রাজ্যের মহিলা সংশোধনাগার গুলিতে ১৯৬ জন মহিলা বন্দীর অন্তঃসত্তা হয়েও পড়ার খবরে চমকে উঠেছিল তথা কথিত ভদ্র সমাজ। সুপ্রিমকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ করে সব রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করেছিল। রাজ্যের সব মহিলা সংশোধনাগারের তথ্য চেয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টও। অত্যন্ত অমানবিক, অপরাধমূলক, শিহরণ জাগানো এই কদর্য ঘটনা, যা সমাজের ঘূন ধরে যাওয়া সিস্টেমের একটি অমানবিক দিককে তুলে ধরে। এই আতঙ্কময় ঘটনার প্রেক্ষাপটেই কলম ধরেছেন সিরিজটির চিত্রনাট্যকার সম্রাজ্ঞী বন্দ্যোপাধ্যায়। অত্যন্ত নিপুণতার সাথে এই অপরাধমূলক, মর্মস্পর্শী, বেদনাদায়ক, চিত্রনাট্যটিকে চলচ্চিত্রের রূপ দিয়েছেন পরিচালক অদিতি রায়। সিরিজটির কেন্দ্রীয় চরিত্রে অসাধারণ এবং অতুল্য অভিনয়ের মাধ্যমে, সিরিজটির প্রাণ সঞ্চার করেছেন অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়।

রূপপুর সংশোধনাগার যেখানে কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই ,সেখানেই বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কহীন মহিলা বন্দিরা একের পর এক সন্তানসম্ভবা হয়ে যাচ্ছে, এই অমানবিক অপরাধমূলক কর্মের পিছনে দায়ী কে ? এই রহস্যের

কিনারা করতে, তদন্তে নামেন বেঙ্গল বুলেটিন চ্যানেলের একজন নির্ভীক এবং প্রতিবাদী মহিলা সাংবাদিক অনুমিতা সেন (শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়)। সংশোধনাগারের পুরুষ শাখায় দুর্নীতির দায় বন্দী আছেন একজন প্রভাবশালী রাজনীতিক নারায়ণ সান্যাল (সাহেব চট্টোপাধ্যায়)। সমাজের এই ঘূণ ধরে যাওয়া সিস্টেমের মধ্যে কোন প্রভাবশালীর বিরুদ্ধে কথা বললে - যা হয়, এক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্রাণঘাতী আক্রমণ নেমে আসে অনুমিতা ও তার হবু স্বামীর উপর। পেশাদার খুনিকে দিয়ে খুন করানো হয়, অনুমিতার সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকজনকে। তা সত্ত্বেও চিত্রনাট্যকার সম্রাজ্ঞী বন্দোপাধ্যায়ের কলমে কোন ধরনের আক্রমণ বা ঘাত-প্রতিঘাত, দমিয়ে দিতে পারেনি নির্ভীক-প্রতিবাদী সাংবাদিক অনুমিতাকে। নারী শক্তির বিজয়-ধ্বজা অঙ্কিত হয়েছে চিত্রনাট্যের লেখনীতে।

অতীত এবং বর্তমানের গল্প বলার মিশেলে গতিশীল চিত্রনাট্য, সাতটি পর্বের দর্শকদের রোমাঞ্চের ঘেরাটোপে আবদ্ধ করে রাখে। চিত্রনাট্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া মন, এই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে অপরাধীর যোগ্য শাস্তির আসায় সিরিজের ক্লাইম্যাক্স পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকে। গল্পটি চিরাচরিত এবং জটিল রহস্যঘণ না হলেও, অত্যন্ত মর্মস্পর্শী বা মর্মভেদী তাই দর্শকদের অবশ্যই ভালো লাগবে। আর এখানেই পরিচালক অদিতি রায় এবং চিত্রনাট্যকার সম্রাজ্ঞী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুন্সিয়ানা প্রকাশ পায়। এর সঙ্গে যোগ্য সঙ্গতে, অনুমিতা সেনের চরিত্রে শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় এবং নারায়ণ সান্যালের চরিত্রে সাহেব চট্টোপাধ্যায়ের অনবদ্য অভিনয়ের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। মিলি মিত্রের চরিত্রে অভিনেত্রী সোহিনী সেনগুপ্ত আরো একটি জনপ্রিয় ছায়াছবির খলনায়ককে মনে করালেন। এই সিরিজে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তিনি আরো একবার তার জাত চিনিয়েছেন। সংশোধনাগারের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক ভিক্টর পাকড়াশির চরিত্রে সাগ্নিক চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ও যথেষ্ট প্রশংসনীয়। অনুমিতার সহকারি ভোম্বলের চরিত্রে অরিত্র দত্ত বণিক, সংশোধনাগারের মহিলা কয়েদি বিলকিস এর চরিত্রে স্বাগতা মুখোপাধ্যায় এবং সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ও যথেষ্ট সাবলীল এবং সচ্ছন্দ। সিরিজটির আবহ এবং চিত্রগ্রহণ যথেষ্ট ভালো। শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের নায়িকার চরিত্র থেকে একজন যথার্থ

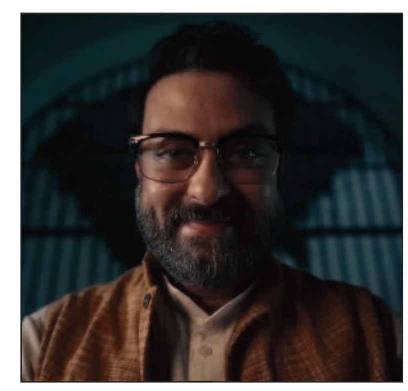

চরিত্রাভিনেত্রীর পর্যায়ের উত্তরণ অনেকদিন আগেই ঘটে গেলেও, একজন অ্যাংরি ইয়ং লেডির চরিত্রে তাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করবে এই সিরিজের দর্শকবৃন্দ। ইদানিংকালে তার অভিনীত মুক্তিপ্রাপ্ত প্রত্যেকটি ছবিতে তার অভিনয় অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে। তবে ক্ষুদ্র আদর্শ না থাকলে, খেলায় নেমে লাভ কি ক্ষুদ্র সংলাপটি এবং আগামী দিনে সাংবাদিক অনুমিতা সেনের নিজস্ব নতুন চ্যানেল খোলার ইঙ্গিতে কি অনুসন্ধান-২ এর ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে? তা আগামী দিন ই বলতে পারে।

অনন্য এক সফর অভিজ্ঞতা দিয়েছে ‘লক্ষীকান্তপুর লোকাল’

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

যখন একটি গল্প দুহাতে সাজিয়ে তোলে সুন্দর সমাজের কথা, সুন্দর সম্পর্কের কথা, সর্বোপরি মানুষের কথা। যে গল্পটা সমাজের সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ করার মন্ত্র তুলে ধরে দর্শকের সামনে,আপামর জনসাধারণের সামনে সেই গল্প অসাধারণ না হয়ে যায় কি? এমনই একটি গল্পের সুন্দর চিত্রায়ন প্রস্ফুটিত হয়েছে পরিচালক রাম কমল মুখার্জির হাত ধরে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘লক্ষীকান্তপুর লোকাল’ এর মাধ্যমে। ছবিটি অ্যাঞ্জেল ক্রিয়েশন প্রযোজনা সংস্থার ব্যানারে সঙ্গীতা সিনহা এবং শান্তনু রায় এর যৌথ প্রযোজনায় প্রযোজিত হয়েছে। ছবিটির কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে তিনটি পরিবার এবং তিনটি পরিবারের কাজের সূত্রে আসা তিনটি আয়ার জীবন দর্শন।

তিনটি পরিবারের মধ্যে একটি পরিবার ঋতুপর্ণা এবং তার স্বামী কৌশিক গাঙ্গুলীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে যে পরিবারে চাকরি থেকে অবসর প্রাপ্তির সময় কৌশিক গাঙ্গুলীর আচম্বিত পক্ষঘাত রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তার দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে আয়া হিসেবে নিযুক্ত হন পাওলি দাম।

দ্বিতীয় পরিবারটির গঠিত হয়েছে জন ভট্টাচার্য এবং তার হবু স্ত্রী, রাজনন্দিনী পালের সংসার কে কেন্দ্র করে। এই সংসারে জন ভট্টাচার্য ওয়াক ফ্রম হোম করে এবং তার হবু স্ত্রী রাজনন্দিনী পাল একটি বড় বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত। চাকরির পাশাপাশি জন ভট্টাচার্যের মিউজিক করা, গান লেখা প্রভৃতি শখ তাকে হাতছানি দেয়। বাড়ির সমস্ত দায়িত্ব হবু স্ত্রী একা হাতে সামলানোয় অপারগ হওয়ায় বাড়িতে কাজের লোক অর্থাৎ আয়া হিসেবে আগমন ঘটে সায়নী ঘোষের।

তৃতীয় পরিবারটি আবর্তিত হয়েছে এক অভিনেত্রীর পরিবারকে কেন্দ্র করে যে পরিবারে অভিনেত্রীর স্বামী একজন লেখক এবং শ্বশুর মশাই একজন ডিমেনশিয়ার পেশেন্ট। বয়স্ক শশুরের দেখাশোনার জন্য স্বামী এবং স্ত্রীর পারস্পরিক সিদ্ধান্তে বাড়িতে আগমন ঘটে আয়া মালতির (চান্দ্রেয়ী ঘোষ)

তিনটি পরিবারের গল্প অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে এই ছবিতে তিনটি আয়ার জীবনচক্রেরও আবর্তন ঘটেছে। তিনটি আয়ার ব্যক্তিগত জীবন, সুখ , দুঃখ এবং টানা পড়েন পরিচালক এখানে নিপুণ হাতে খুব পরিপূর্ণতার সাথে প্রস্ফুটিত করেছে যেটা দর্শকদের হৃদয় তীব্রভাবে বিদ্ধ হয়ে যাবে।

তিনটি কাজের লোকই লক্ষীকান্তপুর থেকে এসেছে এবং এই সিনেমায় ধীরে ধীরে সিনেমার ধারা অগ্রসর হওয়ার পর তিনটে পরিবার শেষে গিয়ে যেন এক জায়গাতে এসে মিলিত হয়েছে। গাঁথা হয়েছে একই সূত্রে যে সূত্রের তিনটি বৃহৎ গিঁট এই তিনজন আয়া।

গৃহবধু লাবণ্যর চরিত্রে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের অভিনয় নজরকাড়া। ছিমছাম, সাদামাটা, মধ্যবয়স্ক গৃহবধুর ভূমিকায় কৌশিক গাঙ্গুলীর বিপরীতে তার অভিনয়ে এবং কথোপকথনে এক অসামান্য সাবলীলতা রয়েছে যেটা দর্শকদের চোখে জল এনেছে। কৌশিক গাঙ্গুলি যে একজন অনন্য অভিনেতা সেটা এই সিনেমাটি দেখলে আরো একবার ভোরের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উৎপল এর চরিত্রে এই ছবিতে তিনি যতটুকু অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছেন ততটুকুতেই তিনি তার অভিনয় শৈলীর নিপুনতা উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন।

কল্যাণীর চরিত্রে পাওলি দামের অভিনয় অসাধারণ। তার চরিত্রের মধ্যে একটি সুন্দর মোচড় রয়েছে যে মোচড়টি সিনেমার গল্প অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে পরিলক্ষিত হয়। এই ছবিতে পাওলি দামের এক্সপ্রেশন এবং সংলাপ একেবারে চরিত্রের সাথে মানানসই।

তিয়াসার চরিত্রে রাজনন্দিনী পালের অভিনয়ে ছিমছাম হলেও তার মধ্যে একটা দৃষ্টিমধুরতা রয়েছে। জন ভট্টাচার্যের বিপরীতে রাজনন্দিনী পাল চুটিয়ে অভিনয় করেছেন। দীপের চরিত্রে জন ভট্টাচার্যও প্রাণ

খোলা অনবদ্য অভিনয় করেছে।ওদের বাড়ির সরস্বতী নামের আয়া হিসেবে সায়নী ঘোষের অভিনয় তার আগের ছবিগুলিতে অভিনয়ের তুলনায় অনেক পরিণত। সংগীতা সিনহা অভিনয় জগতে নতুন হলেও তাকে দেখে মনেই হবে না যে তিনি অভিনয় দুনিয়ায় একেবারে নবাগতা। রঞ্জাবতীর চরিত্রে ইন্দ্রনীল সেনগুপ্তের বিপরীতে সমতালে সামঞ্জস্য রেখে সঙ্গীতা সিনহার অকৃত্রিম অভিনয় নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত যথারীতি অন্যান্য ছবিতে অভিনয়ের মতো এই সিনেমাতেও নিজের অভিনয়ের শৈলীর মাধ্যমে জাত চিনিয়েছেন। অনির্বাণ এর চরিত্রে তিনি যেন অসামান্য অভিনেতার প্রমাণ দিয়েছেন। ওদের বাড়িতে আয়া হিসেবে কর্মরত মালতির চরিত্রে চান্দ্রেয়ী ঘোষ একেবারে অতুলনীয়।

এক পরিশ্রমী সন্তানহীনা মায়ের চরিত্রে তিনি যেন অসামান্য ভাবে প্রতিফলিত হয়েছেন এই ছবির মাধ্যমে। সরস্বতী অর্থাৎ সায়নী ঘোষের প্রেমিকের চরিত্রে দেবাশীষ মন্ডলের অভিনয়ও যথাযথ। একজন অ বাঙালি দোকানদারের চরিত্রে তার অভিনয় দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

পরিচালকের মুন্সিয়ানা এই সিনেমার সর্বত্রই স্পষ্টত বর্ণিত। সিনেমার গল্পটিকে এত সুন্দর ভাবে তিনি সাজিয়েছেন যে সেটা সময়ের সাথে সাথে অগ্রসর হতে হতে ক্লাইম্যাক্স এ গিয়ে এক সুন্দর রুপ ধারণ করেছে যা দর্শকবৃন্দকে সামাজিক বাঁধনে না বেঁধে যায়না। অভ্র চক্রবর্তী এবং গৌতম কুলসীর যৌথ প্রচেষ্টায় পরিপাটি ভাবে নির্মিত চিত্রনাট্যের ওপর ভিত্তি করে এই সিনেমার গল্পের অনবদ্য বুনন সিনেমাটিকে একটি নতুন দিক দিয়েছে। পরিচালক এই ছবিতে যে সামাজিক সুতোয় টান দিয়েছেন সেই সুতো সমাজের মূল ভিত্তি এবং নিচু তলার মানুষদেরও আসল পরিচয় ও তাদের মনুষ্যত্বকে জড়িয়ে নিয়ে উঠে এসেছে। বলাই বাহুল্য পরিচালক এখানে লক্ষীকান্তপুর এর খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষদের জীবনযাত্রার বাস্তবচিত্রের উপর নিজের কল্পনা তথা অনুভূতির রং চড়িয়ে এক সুন্দর বার্তা দর্শকদের উপহার দিয়েছেন।

এই ছবির সবকটি গানই গল্পের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অতি সূক্ষ্মভাবে তৈরি হয়েছে যার সুর এবং লিরিক্স দর্শকদের কাছে ইতিমধ্যেই মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠেছে।সংগীতশিল্পী মঞ্জুলার কণ্ঠে ‘দিল্লি কা তুফান’ গানটি দর্শকমহলে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। সংগীত শিল্পী ইমন চক্রবর্তীর কণ্ঠে ‘সোনা বন্ধুরে’গানটিও বেশ শ্রুতি মধুর।সমস্ত দিক বিশ্লেষণের পরিসমাপ্তিতে এই সিদ্ধান্তেও অনায়াসে উপনীত হওয়া যায় যে ‘লক্ষীকান্তপুর লোকাল’ সামাজিক প্রেক্ষাপটের উপর নির্মিত ভালোবাসার বৈশিষ্ট্য সম্বলিত একটি অনুপম ছবি যে ছবিটা দর্শকদের অবশ্যই মনোপুত হবে।

ছবিকে ঘিরে কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

পরিচালক রামকমল মুখোপাধ্যায়

প্রশ্ন: সিনেমার নাম লক্ষীকান্তপুর লোকাল কেন?

উত্তর: আমার দেখা বহু লোক কাজের সূত্রে লক্ষীকান্তপুর লোকাল থেকে আসে এবং লোকের বাড়িতে আয়া অথবা কাজের লোক হিসেবে থাকে। যেহেতু ওই পার্টিকুলার জায়গাটা থেকে লোকে আসে আমি সেই সূত্রেই এই সিনেমাটির নাম লক্ষীকান্তপুর লোকাল রেখেছি। এই নামটি সম্পূর্ণ আমার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাখা। শুধু লক্ষীকান্তপুরই নয় ক্যানিং এবং বজবজ, এবং বনগাঁর দিক থেকেও অনেকেই লোকের বাড়িতে কাজের সূত্রে কলকাতায় আসে এবং এই বিষয়টাও আমার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষিত।

অভিনেত্রী চান্দ্রেয়ী ঘোষ

প্রশ্ন: লক্ষীকান্তপুর লোকাল সিনেমার সম্বন্ধে আপনি কি মেসেজ দর্শকদের দিতে চান?

উত্তর: এই ছবিটির প্রতিটি পরতে পরতেই বহু মেসেজ রয়েছে। আমি এই মেসেজটাই দেবো যে কোন মানুষই ছোট নয়। যারা লক্ষীকান্তপুর থেকে কাজের আশায় শহরে আসছে কলকাতায় আসছে তারা কোন অংশে কোন মানুষের থেকে কম নয়। সকলের মধ্যেই রাগ অভিমান দুঃখ ভালবাসা রয়েছে। কোন মানুষকে ছোট করে দেখা উচিত নয়। দিনের শেষে এই সমস্ত মানুষগুলোর জন্য আপনার উপকার হতে পারে। আপনি এই মানুষগুলোর সাথেই একটা ভালো সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন তাই কোন মানুষের মনেই আঘাত দিয়ে কথা বলা উচিত নয়।

অভিনেতা জন ভট্টাচার্য

প্রশ্ন: সিনেমাটি নিয়ে একটু আপনার অভিজ্ঞতা বলুন কেমন লেগেছে আপনার এই সিনেমায় অভিনয় করে?

উত্তর: আমি এই সিনেমাতে অভিনয় করে প্রচন্ড খুশি।বিভিন্ন বড় বড় শিল্পীদের সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। সর্বোপরি এই সিনেমায় আমার মা ও অভিনয় করেছে যা আমার কাছে একটি বিশেষ ব্যাপার।

প্রশ্ন: এই সিনেমায় শুটিং চলাকালীন কেমন অভিজ্ঞতা হয়েছে?

উত্তর: আমার কাছে গোটা সিনেমাটিতেই শুটিং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটা মোমেন্টসই খুব ভালো কেটেছে। অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে অনেকের থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। আমার কাছে সমস্ত শুটিংয়ের মোমেন্টস গুলো ছিল বেস্ট মোমেন্টস।